Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর-২০০৫

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا

'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' (কাহাফ ১০৩-৪)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বা'দ ১৪২৬ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪১২ বাং
ডিসেম্বর ২০০৫ ইং

সার্বিক যোগাযোগঃ

❖ সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮ ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭৬-০৩৪৬২৫
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
❖ কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
❖ কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
❖ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

ঃ হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

Contents

সুইসাইড বোমাহামলা ঃ অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের বিস্তার আর কতদূর!

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। লক্ষ বনু আদমের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত পরম কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত স্বাধীনতা আজ যেন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেশবাসীকে কখনো এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়নি। অব্যাহত বোমা হামলায় জাতি আজ বিপন্ন। ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী একযোগে ও ৩ অক্টোবর আদালতের এজলাসে বই ও জ্যামিতি বক্সে করে বোমা নিক্ষেপের পর এখন ভিন্ন আঙ্গিকে ও নতুন নতুন পদ্ধতিতে আত্মঘাতি বোমা হামলা পুরো দেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ঝালকাঠি, গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনায় সংঘটিত ৫টি আত্মঘাতি বোমা হামলায় বিচারক, পুলিশ ও আইনজীবি সহ এপর্যন্ত সর্বমোট নিহত হয়েছে ২৪ জন। আহত হয়েছে শত শত নিরীহ নিরপরাধ মানুষ। স্বজন হারাদের আর্ত-চিৎকারে দেশের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠেছে। বিশেষ করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম রাষ্ট্রটি যেন আজ শুধুমাত্র খোলস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে মুসলিম রাষ্ট্রে দাড়ি-টুপি নিয়ে চলাচল করার কোন নিরাপত্তা নেই, সর্বোচ্চ সন্দেহের কাতারে থাকে একজন নিরীহ ধর্মভীরু মুসলিম, আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত সাধারণ সিপাহী ভাইটিও যখন একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত মুসলিমকে দেখে অজানা আতঙ্কে পিছু হটতে থাকে অথবা দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলে কিংবা দু'হাত উঁচু করে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে বলে, যানবাহনে চলাচলের সময় তল্লাশীকালে দাঁড়ি-টুপিধারী মুসলিম ভাইটিকে যে দেশে অধিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয়, চিরুনি তল্লাশী করে কিছু না পেয়েও সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করে গাড়ী থেকে নামিয়ে ক্যাম্পে অথবা থানায় নিয়ে নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা দিয়ে চরম হয়রানি করা হয়, এমনকি ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধরাও যে দেশে মুসলিম পরিচয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে সে দেশকে কি মুসলিম দেশ বলার কোন অবকাশ থাকে? সাম্প্রতিক বাংলাদেশের এই হচ্ছে রূঢ় বাস্তবতা। জিহাদ ও কিতালের অর্থ, পার্থক্য, স্থান, কাল এবং প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অজ্ঞ মুজাহিদ নামধারী একশ্রেণীর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অপরিণামদর্শী অতি উৎসাহী বিপথগামী যুবকের ইসলাম বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যক্রমের ফলে স্বাধীন-সার্বভৌম শান্তিপ্রিয় এই মুসলিম রাষ্ট্রটি আজ এই পর্যায়ে নেমে এসেছে। প্রকারান্তরে এরা ইসলাম বিদ্বেষী বিদেশী শত্রুদেরকে এদেশটি গ্রাস করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি আবারও বলছি, এগুলি জিহাদ নয়, জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা। নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, শান্তিপূর্ণ একটি দেশে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের মাধ্যমে গোটা জাতিকে সন্ত্রস্ত করে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নবী-রাসূলগণ এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি। তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। মার খেয়েছেন কিন্তু কখনো কাউকে মারতে উদ্যত হননি। কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের তো প্রশ্নই ওঠে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের সকল যুদ্ধই ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিরক্ষামূলক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম' *(নিসা ৯৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালেমা পাঠকারী কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা কারো জন্য বৈধ নয়' *(বুখারী, মুসলিম)*। এক যুদ্ধে জোহায়ন গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে উসামা বিন যায়দ (রাঃ) মারতে উদ্যত হ'লে সে কালেমা পাঠ করে। কিন্তু এরপরও উসামা তাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করেন। এ সংবাদ প্রাপ্তিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিস্মিত ও মর্মাহত হয়ে উসামাকে বললেন, কালেমা পাঠ করার পরও তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে? উসামা যখন বললেন, সে তো জীবন রক্ষার্থে কালেমা পাঠ করেছে, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ'? *(বুখারী, মুসলিম)*। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আজকের নামধারী এসব মুজাহিদদের টার্গেটই যেন মুসলমানগণ ও আলেম-ওলামা। বিশেষ করে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ, যারা তাদের এই তথাকথিত জিহাদের তীব্র বিরোধিতা ও সামালোচনা করেন। সেকারণ তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনন্য গবেষণা কেন্দ্র, অসংখ্য আলেম-ওলামার পদধূলিতে ধন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়ায়ও হুমকি সম্বলিত পত্র প্রেরণ করে। অপরদিকে এদেরই পরিকল্পিত মিথ্যা 'স্বীকারোক্তি' নাটকের শিকার মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কেন্দ্রীয় তিন নেতা সহ দীর্ঘ ১০ মাস যাবৎ মর্মান্তিকভাবে কারাবরণ করছেন। এরা সারা দেশেই 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদেরকে হুমকি দিয়ে আসছে। অতএব একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এদের জিহাদ কাদের বিরুদ্ধে এবং এরা কাদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। মুসলিম জাতিকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে ষড়যন্ত্র চলছে এরা তাদেরই দাবার গুটি হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই চক্রটি 'জিহাদে'র নাম ব্যাবহার করে অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতার মাধ্যমে দেশটিকে অগ্নিগর্ভ বানিয়ে ইসলাম, মুসলমান এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী আলেম-ওলামাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়।

এরা জিহাদের নাম করে শাহাদতের উদগ্র বাসনায় ইসলাম নিষিদ্ধ নিকৃষ্ট আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অথচ শাহাদত ও আত্মহত্যা দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়। শাহাদতের জন্য প্রয়োজন পূর্বঘোষিত সম্মুখ সমর। কুফরী শক্তির সাথে জানবাজি রেখে যুদ্ধের পর কোন মুসলিম যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে তিনি হবেন শহীদ। অথচ যুদ্ধে তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। অপরদিকে শরীরে বোমা বেঁধে কাউকে মারার জন্য 'মানব বোমা' হয়ে মৃত্যুবরণ করা হ'ল আত্মহত্যা। আর আত্মহত্যার পরিণাম হল জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ কর না' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*। এক যুদ্ধে জনৈক ছাহাবী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে একপর্যায়ে অসহ্য হয়ে নিজের বর্শা নিজের শরীরে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সে জাহান্নামী' *(বুখারী, মুসলিম)*। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করেও যদি আত্মহত্যার কারণে জাহান্নামী হ'তে হয় সেক্ষেত্রে আজকের 'সুইসাইড স্কোয়াডে'র সদস্যরা, যারা বিশেষত চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে নিরীহ মানুষকে, সাধারণ মুসলমানকে হত্যা করে চলেছে তাদের পরিণতি নিঃসন্দেহে অবোধগম্য নয়। জানা আবশ্যক যে, জিহাদ ও কিতাল দু'টি পৃথক শব্দ। জিহাদের চূড়ান্ত রূপ হ'ল 'কিতাল' বা সশস্ত্র যুদ্ধ। যা একমাত্র বহিঃশত্রু কর্তৃক কোন মুসলিম ভূখণ্ড আক্রান্ত হ'লে বৈধ। অবশ্য তখনও সরকারের নির্দেশেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। অতএব দেশে চলমান তথাকথিত 'কিতাল' বা সশস্ত্র যুদ্ধ কোনক্রমেই ইসলাম সম্মত নয়। সকল আলেম-ওলামা এবং হকপন্থী মনীষীগণ এবিষয়ে একমত।

পরিশেষে দেশের সরকার ও প্রশাসনকে বলব, জঙ্গী দমনের নামে ঢালাওভাবে আলেম-ওলামা এবং সাধারণ টুপি-দাড়ি বিশিষ্ট মুসলমানদের গ্রেফতার ও হয়রানি বন্ধ করুন। বন্ধ করুন গ্রেফতার বাণিজ্য। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই কেবল কাউকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। জয়পুরহাটের মাওলানা হাফীযুর রহমানের মত আর কাউকে যেন প্রাণ দিতে না হয়। মিথ্যা ও সাজানো 'স্বীকারোক্তি' ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে যেলা প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণে এবং সর্বোপরি মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারী পরওয়ানার আতঙ্ক মাথায় নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান গত ১২ নভেম্বর দিবাগত রাত ১১-টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। আমরা ঘৃণা ও নিন্দা জানাই ঐসকল স্বার্থদুষ্ট, ঘাতক প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রতি, যাদের সাজানো মিথ্যা রিপোর্টের কারণে দেশের খ্যাতিমান নিরপরাধ আহলেহাদীছ আলেমগণসহ সাধারণ মানুষ চরম হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন- আমীন!!

প্রবন্ধ

জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকাঃ

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হ'ল 'হাদীছ'। কুরআনের পরেই হাদীছের স্থান। হাদীছও আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'। কুরআন 'অহিয়ে মাতলূ', যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ 'গায়র মাতলূ', যা তেলাওয়াত করা হয় না। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى 'তিনি (রাসূল) তাঁর ইচ্ছামত কিছুই বলেন না। কেবল অতটুকুই বলেন, যা তাঁর নিকটে 'অহি' হিসাবে প্রেরণ করা হয়' *(নাজম ৩-৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا–

'আল্লাহ আপনার উপরে নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) এবং আপনাকে শিখিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপরিসীম' (নিসা ১১৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু'।[১] সেটি হচ্ছে হাদীছ। কুরআন মজীদের ভাব (অর্থ) ও ভাষা (শব্দ) সম্পূর্ণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। অপরদিকে হাদীছের ভাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, কিন্তু এর শব্দ রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব। 'তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলের মধ্যে' *(আহযাব ২১)*। কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'উসওয়ায়ে হাসানা' তথা উত্তম আদর্শ স্বর্ণাক্ষরে সন্নিবেশিত আছে হাদীছের মধ্যে। আর সেকারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশা হ'তে শুরু করে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরেই হাদীছ সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ যেন সংমিশ্রণমুক্ত ও সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং তা যেন কখনো কালিমালিপ্ত ও বিলীন হয়ে না যায়, সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুষ্টমতি একশ্রেণীর অসাধু লোক নিজেদের কথাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ নামে চালিয়ে দেওয়ার ন্যক্কারজনক অপচেষ্টা চালিয়েছে। ইলমে হাদীছের পরিভাষায় এ ধরনের তৈরিকৃত হাদীছকে 'জাল হাদীছ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণের এই অবিমিশ্র ও নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় এ রকম মারাত্মক দুর্ঘটনা কিভাবে সংঘটিত হ'ল তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিশ্লেষণ সাপেক্ষও বটে। আলোচ্য নিবন্ধে জাল হাদীছের পরিচয় সহ জাল হাদীছের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হ'ল-

জাল হাদীছের পরিচয়ঃ

বাংলা অভিধানে 'জাল' শব্দটি কৃত্রিম, মেকি, ছদ্মবেশী, কপট, নকল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়- 'জাল টাকা', 'জাল ঔষধ', ঠকানোর জন্য কৃত্রিম বা নকল বস্তু প্রস্তুত করা ইত্যাদি।[২]

হাদীছের ক্ষেত্রেও শব্দটি একই অর্থ বহন করে। অর্থাৎ মিথ্যা হাদীছ, যা প্রকৃতার্থে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়। বরং কোন ব্যক্তি বা দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন মানসে কোন সুসজ্জিত বক্তব্য বা কথামালাকে রাসূল-এর নামে চালিয়ে দেওয়া। যার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। মুহাদ্দিছীনে কেরামের পরিভাষায় এটি 'আল-মাওযূ' (الموضوع) নামে অভিহিত।

'মওযূ'-এর আভিধানিক অর্থঃ

'আল-মাওযূ' (الموضوع) শব্দটি "وَضْعٌ" ক্রিয়ামূল থেকে কর্মবাচ্য বিশেষ্য (اسم مفعول)। এর আভিধানিক অর্থঃ (১)হ্রাস, কমতি, ঘাটতি। যেমন বলা হয়- وضع عنه أى خَطٌّ من قدره 'বস্তুর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে'। وضع عن غريمه أى نَقَصَ مِمَّا له عليه شيئا 'ব্যক্তির ঋণ হ্রাস পেয়েছে'। وضع فى تجارته أى خَسِرَ فيها 'সে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'।[৩] (২) ভূপাতিত করা। যেমন বলা হয় وضع عنقه أى ضربها 'তার ঘাড় মটকিয়েছে, অর্থাৎ তাকে ভূপাতিত করেছে'।[৪] (৩) সৃষ্টি করা। যেমন বলা হয় "وضع الشيئ وضعًا أى اختلقه" 'সে কোন বস্তু সৃষ্টি করেছে'।[৫] (৪) মিলিয়ে দেওয়া। যেমন- বলা হয় "وضع فلان على فلان كذا أى ألصقه به" 'অমুক ব্যক্তি অমুকের সাথে কোন বস্তুকে মিলিয়ে

---

১. *মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-খত্বীব আত-তিবরিযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি/১৯৮৫ খৃ), পৃঃ ৫৭, হা/১৬৩।*

২. *শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪, নবম মুদ্রণ, মার্চ ১৯৯১), পৃঃ ২৬২।*

৩. *দ্রঃ মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব আল-ফীরূযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারু এহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১ম প্রকাশ ১৪১২ হিঃ/১৯৯১ খৃঃ), পৃঃ ১৩৪।*

৪. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।*

৫. *ওমর ইবনু হাসান ওছমান আল-ফালাতা, আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড (দামেশকঃ মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১/১৯৮১), পৃঃ ১০৭।*

দিয়েছে'।[৬] (৫) মিথ্যা রটনা, মিথ্যা অপবাদ।[৭] (৬) স্থাপন করা, যেমন বলা হয়- وَضَعَ الشيئ موضعه ومواضعه. والخيّاط يوضّع القطن على الثوب توضيعاً[৮]

'মওযূ'-এর পারিভাষিক অর্থঃ

মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-ক্বাসেমী 'মওযূ' হাদীছের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'মিথ্যা হাদীছ তৈরী করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে চালিয়ে দেওয়াকে 'মওযূ' হাদীছ বলা হয়'।[৯] আব্দুল করীম মুরাদ ও আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَكْذُوْبُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে সৃষ্ট মিথ্যা হাদীছকে মওযূ হাদীছ বলা হয়।[১০] ডঃ মাহমূদ আত-ত্বাহ্হান বলেন, هُوَ الْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوْعُ الْمَنْسُوْبُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত বানাওয়াট মিথ্যা হাদীছকে মওযূ বা জাল হাদীছ বলা হয়'।[১১] আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ আল-মারিদীনী বলেন, مَا صَحَّ أَنَّهُ مَكْذُوْبٌ 'যে হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তা-ই মওযূ বা জাল'।[১২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) মওযূ হাদীছের দু'টি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। (১) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করা (২) অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলবশতঃ মিথ্যা হাদীছ রচনা করা।[১৩] উভয় প্রকার হাদীছই 'মওযূ' বা জাল। মোটকথা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা মনের অজান্তে ভুলবশতই হোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে রচিত সকল মিথ্যা হাদীছই 'মওযূ' বা জাল হাদীছ।

৬. *হাফিয ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিছ ছালাহ, তাহক্বীক্বঃ মাস'ঊদ আব্দুল হামীদ আস-সা'দানী ও মুহাম্মাদ ফারেস (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃঃ ৩৫৭।*
৭. *আব্দুল করীম মুরাদ ও 'আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, মিন আত্বইয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছত্বালাহ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি.), পৃঃ ১।*
৮. *আবুল কাসেম জারুল্লাহ ওমর ইবনু আহমাদ আয-যামাখশারী, আসাসুল বালাগাহ, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৮), পৃঃ ৩৪১।*
৯. *দ্রঃ মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফুনূনে মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ১৫০।*
১০. *মিন আত্বইয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছত্বালাহ, পৃঃ ৩১।*
১১. *ডঃ মাহমূদ আত-ত্বাহ্হান, তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, (দিল্লীঃ কুতুবখানা ইশাআতুল ইসলাম তা.বি.), পৃঃ ৮৯।*
১২. *আল-ওয়াযউ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮।*
১৩. *আল-ওয়াযউ ফিল হাদীছ. ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮।*

জাল হাদীছের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

জাল হাদীছের সূচনাকালঃ

জাল হাদীছের সূচনাকাল সম্পর্কে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছাহাবীগণের মধ্যে কেউ কখনো হাদীছ জাল করেননি, বরং অনেক ছাহাবী অসাবধানতা বশতঃ মিথ্যার অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করতেও ভয় করতেন। এর অন্যতম কারণ ছিল মূলতঃ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত সাবধান বাণী-

مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি আমার নামে স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে স্থির করে নেয়'।[১৪]

জামে' তিরমিযীতে ইবনু আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اِتَّقُوْا الْحَدِيْثَ عَنِّى إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'তোমরা আমার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন কর, তবে তোমরা যেটা জান (তা বর্ণনা করতে কোন দোষ নেই)। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১৫]

জাল হাদীছ রচনার এ ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে ছাহাবীগণ এতই ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভুলক্রমে মিথ্যারোপিত হওয়ার ভয়ে কোন কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নামে সহজে কোন কথাই বলতে চাইতেন না।

এ প্রসঙ্গে ডঃ মুছত্বফা আস-সুবা'ঈ বলেন, 'ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের জান ও মাল দ্বারা সাহায্য করেছেন। ইসলামের খাতিরে তারা বিসর্জন দিয়েছেন দেশ ও আত্মীয়-স্বজন। তাদের দেহ-মনে মিশে আছে আল্লাহভীতি ও তাঁর মহব্বত। যাঁদের মর্যাদা এই, তাঁদের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এ কল্পনা বড়ই দুঃসাধ্য যে, তারা রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করতেন। ছাহাবীগণের ইতিহাস আমাদেরকে এ সন্ধান দিচ্ছে যে, রাসূলের জীবদ্দশাতেই হোক আর তাঁর ইন্তিকালের পরেই হোক, তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এক দৃষ্টান্তহীন তাক্বওয়ার উপর। যা তাদেরকে অবশ্যই রোধ করে রাখত

১৪. *মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ৫০০, হা/৩৪৬১; মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, ছহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৬), পৃঃ ৩২৯।*
১৫. *আবু ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮/১৯৮৭), পৃঃ ১৮৩, হা/২৯৫১।*

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে কোন প্রকার মিথ্যা রচনা থেকে'।[১৬]

শুধু তাই নয়, শরী'আতের আহকামের প্রতি, সর্বোপরি শরী'আত সংরক্ষণ ও মানুষের নিকটে তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন বিশেষভাবে অনুরাগী ও সর্বাত্মক দায়িত্বসচেতন। শরী'আতকে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যেভাবে গ্রহণ করতেন, অবিকল তা অন্যের নিকটে পৌঁছে দিতেন। এজন্য যেকোন প্রকারের ত্যাগ স্বীকারেও তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। যখন তাঁরা দেখতে পেতেন যে, কোন আমীর, কোন খলীফা বা ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীন হ'তে সামান্যতম বিচ্যুত হয়েছেন, তখনই তারা তার প্রতিবাদে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন। ফলে অনাকাঙ্খিতভাবে যিনি ভুল করতেন সাথে সাথেই তিনি সংশোধনের সুযোগ লাভে ধন্য হ'তেন। এ পর্যায়ে ছাহাবায়ে কেরামের জীবনের ২/১টি ঘটনা উপস্থাপন করা হ'ল; যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় জাল হাদীছের সূচনা না হওয়ার বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।-

(১) ওমর ফারূক (রা) একদা জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, 'হে লোক সকল! তোমরা স্ত্রীলোকদের মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না। যদি তা (অধিক মোহরানা নির্ধারণ) সম্মানজনক হ'ত তাহ'লে তোমাদের মধ্যে তা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই ছিলেন উত্তম ব্যক্তি। তখন জনৈকা মহিলা দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হে ওমর! থামুন, আল্লাহ আমাদেরকে যা প্রদান করতে চান, আপনি কি তা হ'তে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا-

'তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেই থাক, তবে তাকে এক স্তূপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা হ'তে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না' *(নিসা ২০)*। তখন ওমর (রাঃ) নিম্নোক্ত কথা বলে স্বীয় সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসলেন যে, امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ 'একজন স্ত্রীলোক সঠিক বলেছে এবং একজন পুরুষ ভুল করেছে'।[১৭]

(২) ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) যখন স্বধর্মত্যাগী ও যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, তখন ওমর (রাঃ) তাঁর বিরোধিতা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ-

'আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলবে। অতএব যে ব্যক্তি লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলবে, সে আমার থেকে তার জান ও মাল রক্ষা করল, তবে তার (কালেমার) হক ব্যতীত। আর তার হিসাব (ফায়ছালা) আল্লাহ্র উপর'।[১৮] উল্লেখ্য যে, ওমর (রাঃ) হ'লেন ঐ ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকটে বায়'আত করেছিলেন। সেদিন তিনি অকপটে আবুবকর (রাঃ)-এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিলেন। এত গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি যা হক্ব মনে করলেন তা নিঃসঙ্কোচে উপস্থাপন করলেন।[১৯]

(৩) ওমর (রাঃ) একবার জনৈকা গর্ভবতী ব্যভিচারিণীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার (রজম) নির্দেশ দিলে আলী (রাঃ) সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বললেন,

لَئِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلًا فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَكَ عَلَى مَا فِى بَطْنِهَا سَبِيلًا-

'যদিওবা আল্লাহ তাকে রজম করার একটা পথ আপনার জন্য করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তো তার গর্ভের সন্তানের জন্য এরকম কোন পথ করে দেননি'। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ওমর (রাঃ) তাঁর নির্দেশ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, لَوْلَا عَلِىٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ 'আলী না হ'লে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত'।[২০]

(৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪ হিঃ) ঈদের ছালাতের পূর্বে খুৎবা পাঠের বিষয়ে মদীনার গভর্ণর মারওয়ানের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এটা সুন্নাতের পরিপন্থী ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের বিপরীত।[২১]

উপরোক্ত পর্যালোচনা ও ছাহাবীগণের জীবনের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী দ্বারা একথা অকাট্যভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবীগণ হক ও সত্যের ব্যাপারে নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। সত্যের জন্য তাঁরা জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কাজেই তারা যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করবেন তা আদৌ কল্পনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ) বলেন, وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَكْذِبُ وَلَا كُنَّا نَدْرِى مَا الْكَذِبُ। 'আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনো মিথ্যা বলতাম না এবং মিথ্যা কি তাও জানতাম না'।[২২]

[চলবে]

১৬. *ডঃ মুছত্বফা আস-সুবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরীঈল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃঃ ৭৬।*

১৭. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৬; উল্লেখ্য যে, ওমর (রাঃ)-এর খুৎবাটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) (১৬৪-২৪১ হিঃ) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর সুনান গ্রন্থ প্রণেতাগণ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ) (মৃঃ ১১০ হিঃ)-এর সূত্রে আবুল উযাফা আস-সালামী হ'তে হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। মহিলার প্রতিবাদের খবর বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালা আল-মাওছিলী তার মুসনাদ গ্রন্থে। এই হাদীছটির সনদে একজন দুর্বল রাবী আছে। এছাড়া আরো কয়েকটি মুনকাতা সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে। দ্রঃ আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৬, টীকা-৩।*

১৮. *ছহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২-৩৭৩, হা/৬৯২৪; ছহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫০, হা/১২৪।*

১৯. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৬-৭৭।*

২০. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭।*

২১. *আস-সুন্নাহ ও মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৭।*

২২. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৮; ডঃ আকরাম যিয়া আল-ওমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল-হাকাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫/১৯৮৪), পৃঃ ২১-২২।*

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

ইলম এমন এক সম্পদ, যা বিতরণ করলে আরো বৃদ্ধি পায়। এ সম্পদ চোর-ডাকাত চুরি-লুণ্ঠন করতে পারে না। চোর-ডাকাতের হামলা থেকে চিরমুক্ত থাকে এই সম্পদের অধিকারী। সমাজে এর অধিকারীরাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

ইলম-এর সংজ্ঞাঃ ইলম-এর আভিধানিক অর্থ জানা বা জ্ঞান। পরিভাষায় যা দ্বারা আচরণের পরিবর্তন হয় তাকে 'ইলম' বলে।

শারঈ ইলমঃ মূলতঃ কুরআন-হাদীছের বিদ্যাকে 'শারঈ ইলম' বলে।[১]

শারঈ ইলম অর্জন করার হুকুমঃ

শারঈ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলম অর্জন করা সকল মুসলিমের (নর-নারীর) উপর ফরয'।[২] অর্থাৎ যে পরিমাণ ইলম অর্জিত না হ'লে ইসলামের পাঁচটি রুকন এবং ঈমানের ছয়টি রুকন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না, ঐ পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। ইসলামের খুঁটি-নাটি বিষয়ে গভীর ইলম অর্জন করা সকলের উপর ফরয নয়; বরং এটা 'ফরযে কেফায়াহ'। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক তা অর্জন করলে বাকীরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ যদি তা না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে।

কথা ও কাজের পূর্বে ইলম অর্জন করা ফরযঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে 'কথা ও কাজের পূর্বে ইলম অর্জন করা' শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এর প্রমাণে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। -فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ('হে রাসূল) 'আপনি জেনে নিন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)*।

কথা ও কাজের আগে ইলম অর্জন করা ফরয। একথা আমরা সূরা 'আলাক্ব'-এর প্রতি লক্ষ্য করলেও অনুধাবন করতে পারি। গোটা আরব সমাজ যখন যেনা-ব্যভিচার, চুরি-লুণ্ঠন, বিবাদ-বিসম্বাদ, অত্যাচার-অনাচার প্রভৃতিতে লিপ্ত, তখন নবী করীম (ছাঃ)-কে কোন কথা ও কাজের নির্দেশ না দিয়ে পড়া তথা ইলম অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হ'ল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ১)*।

শারঈ ইলমের গুরুত্বঃ ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা অর্জন না করে ইসলামী জীবন যাপন করা অসম্ভব। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) শারঈ ইলম অর্জন করা সবার জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন। কারণ শারঈ ইলম না থাকার কারণে মানুষ এমন কিছু কথা ও কাজ করে, যা মোটেও শরী'আত সমর্থিত নয়। তাই নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ইলমকে একেবারে ছিনিয়ে নিবেন না। তবে ইলমকে কেড়ে নিবেন আলেমদের মৃত্যু দানের মাধ্যমে। এমনকি যখন আল্লাহ কোন আলেমকে অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা যখন জিজ্ঞাসিত হবে (ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে), তখন তারা বিনা ইলমে ফৎওয়া দিয়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৩]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইলম ছাড়া সুপথে পরিচালিত হওয়া ও অপরকে পরিচালিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আলেমের মর্যাদাঃ

আল্লাহ বলেন, هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি উভয়ে সমান'? *(যুমার ৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্য থেকে আলেমগণই ভয় করেন' *(ফাত্বির ২৮)*। তিনি আরো বলেন,

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন হক্ব উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ব উপাস্য নেই' *(আলে ইমরান ১৯)*। তিনি আরো বলেন,

يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُو الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন এবং জ্ঞানবান আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন' *(আলে ইমরান ১১)*।

---

* *লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ।*

১. *দ্রঃ শায়খ আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বেনাফসিহী ফিল আক্বায়িদ ওয়াল আহকাম।*

২. *ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, সনদ হাসান, ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৮৩।*

৩. *বুখারী, মিশকাত হা/২০৬।*

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ 'আলেমগণ হ'লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী'।[৪]

তিনি আরো বলেন, مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ। 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের পাণ্ডিত্য (জ্ঞান) দান করেন'।[৫] তিনি আরো বলেন,

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُمَنْ عَمِلَ بِهِ لاَيَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ.

'যে ব্যক্তি (শারঈ) ইলম শিক্ষা দিবে সে ঐ সকল ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব পাবে, যারা তার উপর আমল করবে। কিন্তু আমলকারীর ছওয়াব থেকে এতটুকুও কমানো হবে না'।[৬] আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হ'ল। তাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বললেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঐ রূপ, যেরূপ আমার মর্যাদা তোমাদের উপরে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান-যমীনের অধিবাসী, এমনকি পিপিলিকা তার গর্তে থেকে এবং মাছ ও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করে'।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল ব্যতিক্রম (অর্থাৎ ঐ আমলগুলির ছওয়াব মরণের পরেও পেতে থাকবে)। ঐ তিনটি হ'ল, স্থায়ী ছাদাক্বা, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[৮]

আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيْمَانَ الْإِنْصَافُ مِنَ النَّفْسِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ.

'তিনটি বিষয় যে একত্র করল সে যেন পুরা ঈমানকে জমা করল। যেমন- (১) মনের গহীন থেকে ইনছাফ করা (২) পরিমিতভাবে ব্যয় করা (৩) আলেমকে সালাম প্রদান করা'।[৯]

ইলম অন্বেষণকারীর ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার জন্য পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহও তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন'।[১০] ছাফওয়ান ইবনু উসসাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ইলম অর্জনের নিমিত্তে বাড়ী ত্যাগকারী ব্যক্তির উপর খুশি হয়ে ফেরেশতামণ্ডলী তাদের পাখাগুলিকে তার জন্য বিছিয়ে দেন'।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لاَيُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْيُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَمَّ حَجَّتُهُ.

আবু উমামাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যুষে মসজিদের পানে যায় এই উদ্দেশ্যে যে, তথায় সে কল্যাণের শিক্ষা গ্রহণ করবে কিংবা শিক্ষা দিবে, তার ছওয়াব হবে পূর্ণাঙ্গ হজ্জ পালনকারীর ছওয়াবের ন্যায়'।[১২]

ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান হারামঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ-

'আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপনীয় অশ্লীল বিষয়কে হারাম করেছেন। তিনি হারাম করেছেন অন্যকে আল্লাহ্র শরীক করাকে- যার কোন সনদ তিনি অবতীর্ণ করেননি। এছাড়া তোমাদের জ্ঞান ব্যতিরেকে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদের কথা বলাও তিনি হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ 'যে ব্যক্তি বিনা ইলমে ফৎওয়া দিবে, উহার গুনাহ তার উপরেই বর্তাবে যে ফৎওয়া দিয়েছে'।[১৩]

---

৪. *আহমাদ, আবুদাউদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; হাদীছটি ইমাম বুখারী 'সনদবিহীন ইলম' অধ্যায়ে সংকলন করেছেন; মিশকাত হা/.২১২।*
৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০।*
৬. *ইবনু মাজাহ, ছহীহ আত-তারগীব তারহীব ১/১০৪।*
৭. *তিরমিযী, হাদীছ হাসান, ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২১৩।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩।*
৯. *বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায়, তরজমাতুল বাব দ্রঃ আব্দুর রাযযাক; আল-মুছান্নাফ হা/১৯৪৯; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৩১।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১২।*
১১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকেম; ছহীহ তারগীব হা/৮০।*
১২. *তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হাদীছ ছহীহ, ছহীহ আত-তারগীব হা/৮১।*
১৩. *আবুদাউদ, হাকিম, ছহীহুল জামে' হা/৬০৬৮।*

কতিপয় ছাহাবী এক সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় একজনের মাথায় শত্রুপক্ষের পাথর লাগলে মাথা ফেটে যায়। এরপর রাতে তার স্বপ্নদোষ হয়। সে রাতও ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডার। ফলে উপস্থিত সাথীদের জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা আমার জন্য কি গোসল না করার ছাড় পাচ্ছ? উত্তরে তারা বলল না। ফলে তিনি গোসল করলেন। পরে (গোসলের কারণে) মারা যান। সফর হ'তে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ খবর জানানো হ'লে তিনি বলেন, ওরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিষয়টি সম্পর্কে যখন তাদের জানা ছিল না তখন তারা জেনে নেয়নি কেন? অপারগতার চিকিৎসাই তো হ'ল জিজ্ঞাসা করা। তার জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল'।[১৪]

অনেকে ফৎওয়া দেওয়াকে খুব সহজ কাজ মনে করে থাকে। অথচ ফৎওয়া দেওয়ার অর্থই হ'ল জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আল্লাহ্র বিধান বলে দেওয়া। যদি কেউ সে সম্পর্কে আল্লাহ্র বিধান না জেনে ফৎওয়া দেয়, তাহ'লে সে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করল। এ প্রকৃতির লোক অবশ্যই নিম্নের আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَتَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَّهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ط إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَيُفْلِحُوْنَ-

'তোমাদের মুখ হ'তে সাধারণতঃ যে সকল মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে, সেভাবে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে বল না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম। যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে তারা সফলকাম হ'তে পারে না' *(নাহল ১১৬)*।

এজন্যই অজানা বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে 'আমি জানি না' বলে মন্তব্য করাকে ইমাম শা'বী অর্ধেক জ্ঞান বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১৫]

উল্লেখ্য মাসআলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ফৎওয়া পরিলক্ষিত হওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল না জেনে সমাধান দেয়া। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, لَوْ سَكَتَ مَنْ لاَيَدْرِىْ لَسَقَطَ الْخِلاَفُ 'যে জানে না সে যদি চুপ থাকত তবে মতবিরোধের অবসান হ'ত'।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন,

مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لاَيَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُوْلَ لِمَا لاَتَعْلَمُ اَللهُ أَعْلَمُ.

'যে জানে সেই যেন বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে, (এ বিষয়ে) আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ ইহাও ইলমের অন্তর্ভুক্ত যে, তুমি যে বিষয়ে জান না সে বিষয়ে বলবে, 'আল্লাহই ভাল জানেন'।[১৬]

ইলমবিহীন দাওয়াতঃ

ইলমবিহীন দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই দাঈকে আলেম হ'তে হবে নচেৎ তাঁর দাওয়াতের কোন সুফল পাওয়া যাবে না। বরং জনসাধারণ আরো বিভ্রান্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِىْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ.

'(হে রাসূল!) বলে দিন, এই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১০৮)*। ইলমবিহীন দাওয়াত দেয়ার কারণে আজকাল দাওয়াতের সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে না; বরং কুফলই পরিলক্ষিত হচ্ছে। হাযার হাযার বক্তা গরম গরম বক্তব্য দিচ্ছেন অথচ জনগণের মাঝে এর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং মন্দ প্রভাবই বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার কারণ হ'ল, তারা নিজেরাই অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। তাই জাল, মিথ্যা, অবাস্তব কিছু হাদীছ ও কেচ্ছা-কাহিনী ছাড়া জনগণকে কিছুই দিতে পারেন না। হাদীছের নামে তারা সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাল হাদীছ বর্ণনা করেন। যেমন- শুনতে পাওয়া যায় নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী। এর প্রমাণে জনতার সামনে হাদীছও পেশ করে। যেমন

(১) أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ 'আল্লাহ আমার নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন'। অথচ বর্ণনাটি জাল।[১৭] হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব সহ অন্যান্য বিশুদ্ধ কোন হাদীছ গ্রন্থে এর স্থান হয়নি। অথচ এটি সমাজে বহুল প্রচলিত।

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর থেকে আবির্ভূত। আর সমস্ত বস্তু আমার নূর থেকে সৃজিত'। *(দ্রঃ নূরুন্নবীর শুভাগমন-১, পৃঃ)*। এটিও বানাওয়াট। নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে এর অস্তিত্ব নেই। জাল হাদীছের গ্রন্থগুলিতে এটি সংকলিত হয়েছে। কথাটি বাতিল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এর অর্থ হ'ল পৃথিবীতে যত কিছু আছে সবকিছু নবীর নূর থেকে তৈরী। তাহ'লে কুকুর, শুকর, বানর সবই নবীর নূর থেকে তৈরি?

(৩) আরো বর্ণনা করে থাকেন,

لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلاَكَ وفى رواية لولاك لما خلقت الدنيا.

'হে নবী! আপনি না হ'লে আমি আকাশ সৃষ্টি করতাম না। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'আপনি না হ'লে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না'। এ বর্ণনাটিও জাল। জাল হাদীছের গ্রন্থ সমূহে এটি পাওয়া যায়'।[১৮]

১৪. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৬২।*
১৫. *দারেমী, বায়হাক্বী, আল-মাদখাল, আদ্দুরারুল মুন্তাশিরাহ ফিল আহাদীছিল মুশতাহিরাহ, আছার নং ৪৫৯।*
১৬. *মুসলিম হা/২৭৯৮; আদ্দুরারুল মুন্তাশিরাহ, পৃঃ ৪৫৯।*
১৭. *সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৩-এর টীকা।*
১৮. *দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।*

পরিতাপের বিষয় হ'ল, উক্ত বর্ণনাগুলি নির্ঘাত জাল হ'লেও মীলাদ মাহফিল, শবেবরাত ইত্যাদি বিদ'আতী অনুষ্ঠানের মূল পুঁজি। ওয়ায মাহফিলেও বড় বড় বক্তাগণ এ সমস্ত বর্ণনা মধুর সুরে আওড়িয়ে থাকেন।

এই যদি হয় আমাদের দেশের দ্বীন প্রচারকদের অবস্থা। তাহ'লে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। কবির নিম্নোক্ত কথাটি খুবই যথার্থ-

كَبَهِيْمَةٍ عَمْيَاءَ قَادَ زِمَامَهَا × أَعْمَى عَلَى عَوَجِ الطَّرِيْقِ الْحَائِرِ

'তাদের উদাহরণ হ'ল- এক অন্ধ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, যাকে অন্য এক অন্ধ ব্যক্তি বক্র ও দুর্গম পথে পরিচালনা করছে'।[১৯] পথিক ও তার অনুগত বাহন উভয়েই যদি অন্ধ হয় কেউ গন্তব্যে পৌছতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের আলেম-ওলামা ও জনসাধারণ সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন!

প্রকাশ থাকে যে, দাওয়াত দাতাকে আলেম হ'তে হবে এর অর্থ এই নয় যে, তাকে প্রত্যেকটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। বরং তার জন্য ঐ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান রাখা যথেষ্ট, যে বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে।

ইলমের প্রকারভেদঃ

ইলম দুই প্রকার (১) উপকারী ও (২) অপকারী।

উপকারী ইলম বলতে শারঈ ইলমকেই বুঝানো হয়। তবে অন্যান্য বৈধ বিদ্যাও উপকারী ইলম। যেমন- ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, ডাক্তারী বিদ্যা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে অপকারী ইলমের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে যাদু চর্চা, জ্যোতিষী, পকেটমারা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নবী করীম (ছাঃ) ফজর ছালাত শেষে বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে উপকারী ইলম কামনা করছি' *(ইবনু মাজাহ)*। অন্য হাদীছে আছে,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَيُسْتَجَابُ لَهَا.

'হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি অপকারী ইলম হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি। এমন অন্তর হ'তে যা ভয় করে না ও পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দাওয়াত থেকেও যা কবুল হয় না'।[২০]

উপকারী ইলমের নিদর্শনঃ উপকারী ইলমের বেশ কিছু নিদর্শন আছে। প্রত্যেক বিদ্বানের কর্তব্য হ'ল এগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা। যেমন-

(১) ইলম অনুযায়ী আমল করা (২) আত্মপ্রশংসা অপসন্দ করা এবং অহংকার প্রদর্শন না করা (৩) ইলম বৃদ্ধির সাথে সাথে বেশী বিনয়ী হওয়া (৪) নেতৃত্ব, প্রসিদ্ধি এবং দুনিয়ার প্রতি মহব্বত পরিত্যাগ করা (৫) ইলমের দাবী পরিত্যাগ করা (৬) নিজেকে ছোট মনে করা এবং মানুষের প্রতি সুধারণা রাখা।[২১]

দু'প্রকৃতির লোক প্রকৃত ইলম অর্জনে অক্ষমঃ তারা হ'ল, অহংকারী ও অধিক লজ্জাশীল। প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'নাজুক ও অহংকারী ইলম অর্জন করতে পারবে না'।[২২] অহংকারী নিজেকেই সর্বেসর্বা মনে করে। তাই সে অন্যের কাছে ইলম অর্জন করতে যেয়ে ছোট হবে না? এ প্রকৃতির লোকদের নিম্নের হাদীছটি স্মরণযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قِيْلَ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বলা হ'ল, কেউ চায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক (এটা কি অহংকারের মধ্যে গণ্য?)। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ সুন্দর আর তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। তবে অহংকার হ'ল হক্বকে এড়িয়ে চলা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।[২৩]

অনুরূপ অধিক লাজুক ব্যক্তিও ইলম অর্জন করতে পারে না। কারণ তার লজ্জা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে বাধা দিবে। আর জিজ্ঞেস না করলে সে জানতেও পারবে না। তবে বিদ্বানগণ বলেন, 'উহা প্রকৃত লজ্জা নয় যা শরী'আতের জ্ঞানার্জনে বাধা দেয়। বরং উহা দুর্বলতা ও হীনমন্যতা'।[২৪] তাই মহিলা ছাহাবীগণও রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করতে কখনো লজ্জাবোধ করতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّيْنِ. 'সবচেয়ে ভাল মহিলা হ'ল আনছারদের মহিলা। দ্বীনের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের অন্তরায় হয়নি'।[২৫]

একদা উম্মে সুলায়ম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ তো হক্ব বলতে লজ্জা করেন না। মহিলার উপরেও কি গোসল ওয়াজিব, যদি তার স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাকেও গোসল করতে হবে যদি সে পানি (বীর্য) দেখতে পায়'।[২৬]

---

১৯. *দ্রঃ ইমাম নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান, ফাতাওয়া, পৃঃ ৬৫৩।*
২০. *মুসলিম ৮/৮১-৮২।*

২১. *শায়খ বকর আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ, কিতাব, হিলইয়াতু ত্বালেবিল ইলম, পৃঃ ৭১।*
২২. *বুখারী, ফাৎহুল বারী ১/৩০১ পৃঃ।*
২৩. *মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু খুযায়মা, আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৭৬৭৪; মিশকাত হা/৫১০৭।*
২৪. *ফাৎহুল বারী ১/৩০২।*
২৫. *ছহীহ মুসলিম, ফাৎহুল বারী ১/৩০১-৩০২।*
২৬. *বুখারী ফাৎহুল বারীসহ ১/৩০১, 'ইলম' অধ্যায়, 'ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে লজ্জা করা' অনুচ্ছেদ।*

Contents

মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর বোন উম্মে হাবীবাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল কি ঐ কাপড়ে ছালাত পড়তেন যা পরে তিনি মিলন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে যদি তাতে কোন অপবিত্র দেখতে পেতেন তাহ'লে নয়।[২৭]

ইলমের যাকাতঃ

ধন-সম্পদ অর্জিত হ'লে এবং তা নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত বের করা ফরয। অনুরূপ ইলমেরও যাকাত রয়েছে যেমন-

(১) **ইলম প্রচার করাঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার নিকট থেকে পৌছে দাও যদিও তা একটি আয়াতও হয়'।[২৮] আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

'(হে রাসূল!) আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌছে দিন। আর যদি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর রিসালাতকে পৌছালেন না' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফার ময়দানে ভাষণের শেষে বলেছিলেন, فَيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ مِنْكُمُ الْغَائِبَ 'তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌছে দেয়'।[২৯]

পক্ষান্তরে যারা ইলম অর্জন করার পর তা শুধু পুঞ্জীভূত করে রাখে তাদের মুখে ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনের লাগাম পরানো হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ 'কাউকে যদি কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে জানার পরেও তা গোপন করে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার মুখে জাহান্নামের আগুনের লাগাম পরাবেন'।[৩০]

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন তারা জেনে-শুনে হক্ব গোপন করার কারণে।

(২) **ইলম অনুযায়ী আমল করাঃ** আমলবিহীন ইলম ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়। এজন্যই জনৈক আরবী কবি বলেন,

لَوْ كَانَ لِلْعِلْمِ شَرَفٌ مِنْ دُوْنِ التُّقَى × لَكَانَ أَشْرَفَ خَلْقِ اللهِ إِبْلِيْسُ

'যদি তাক্বওয়াবিহীন ইলমের মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীসই সৃষ্টির সেরা মাখলূক বলে পরিগণিত হ'ত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيُحَرِّقُ نَفْسَهُ.

'যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয় অথচ নিজেকে ভুলে থাকে, সে চেরাগের পলিতার ন্যায় যা নিজেকে পুড়িয়ে মানুষকে আলো দিয়ে উপকার করে'।[৩১]

(৩) **হক্ব কথা প্রচার করাঃ** নিজের কিংবা নিজ আত্মীয়-স্বজনের মান-সম্মানের হানি হ'লেও হক্ব প্রচার করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র জন্য ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাক যদিও তাতে নিজেদের অথবা পিতা-মাতার এবং আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতিও হয়' *(নিসা ১৩৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ 'সুতরাং আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা ঘোষণা করে দিন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করে চলুন' *(হিজর ৯৪)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ.

'তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ যে তোমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার সাথে তুমি সদ্ব্যবহার কর। আর হক্ব কথা বলতে থাক যদিও তা তোমার নিজের বিরুদ্ধে যায়'।[৩২]

(৪) **ন্যায়ের আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করাঃ** মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ-

'তাদের মধ্য হ'তে প্রতিটি গোত্রের কিছু কিছু লোকের সমন্বয়ে একটি দল দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞানানুশীলনের জন্য বের হয় না কেন? যাতে করে তারা তাদের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করতে পারে। ফলে তারা সতর্ক হয়ে যায়' *(তওবাহ ১২২)*।

---

২৭. *আবুদাঊদ ১/৫৩, হা/৩৬৬।*
২৮. *বুখারী, ছহীহুল জামে' হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/১৯৮।*
২৯. *বুখারী, ছহীহুল জামে' হা/২১৯৭; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
৩০. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬২৮৪; মিশকাত হা/২২৩।*
৩১. *ছহীহুল জামে', হা/৫৮৩২।*
৩২. *আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯১১।*

বন্ধুত্বের প্রকৃতি

*রফীক আহমাদ**

মানুষ পৃথিবীতে যেসব মূল্যবান গুণাবলীর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে বা তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, বন্দুত্ববোধের বিকাশ তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান। এটা নিঃসন্দেহে একটি অদৃশ্য ও মহাব্যাপক বস্তু এবং সর্বত্র বিরাজিত। আমরা জানি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, তাপ-শৈত্য, ঝড়-বায়ু, স্বরব-নীরব, ভূমিকম্প-ভূমিধস, হ্যারিকেন-সুনামী, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, সুস্থ-অসুস্থ, অত্যাচার-অবিচার, ব্যভিচার, সন্ত্রাস ইত্যাদি অসংখ্য সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা বিশ্বজগত পরিচালিত। এগুলির কোন প্রতিমূর্তি বা অবয়ব নেই। প্রত্যেকটি এক একটি শক্তি বা মহাশক্তির আঁধার। আর এগুলির উৎস ও নিয়ন্ত্রক হ'লেন মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা। তিনি ঊর্ধ্বজগত তথা সপ্ত আসমানের বহু ঊর্ধ্বে অদৃশ্যজগত হ'তে নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু সমূহ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত অদৃশ্য শক্তি সম্পন্ন বস্তুগুলি ছাড়াও নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের মধ্যস্থিত এলাকায় অগণিত দৃশ্য বস্তুও সৃষ্টি করেছেন। মহান স্রষ্টার নিকট এসব সৃষ্ট বস্তু অত্যন্ত প্রিয়। তবে মানব শীর্ষস্থানীয় নিঃসন্দেহে। অর্থাৎ সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষকেই সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ পৃথিবীর বিশাল আয়োজন। পার্থিব জগতে মানুষ মানবতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করুক ও প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। এজন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও রয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার উদ্ভবও ঘটেছে অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্খিতভাবে বিদ্রোহী (শয়তান) ইবলীসের নেতৃত্বে। এটা মানব জীবনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চিন্তায় আত্মসমর্পণকারীরাই আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত এবং তাঁর অনুসরণের অনুসন্ধানে নিবেদিতপ্রাণ। অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা এদের ভালভাবে চেনেন, জানেন, ভালবাসেন এবং তাঁর মনোনীত পথসমূহের সন্ধান দেন। এরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ও বন্ধু। কারণ তারা আল্লাহ্‌র সত্য বিধান ও অসীম অনন্ত নিয়ামতরাজিতে সন্তুষ্ট।

বস্তুতঃ 'বন্ধুত্ব' একটি পবিত্র, উন্নত, অকৃত্রিম, স্বচ্ছ, শক্তিশালী, সর্বজনবিদিত অনন্ত বাণী। এই মহামূল্যবান বাণীর সঠিক মূল্যায়ন মানবজাতির মধ্যে উন্মুক্ত করাই মহান আল্লাহ তা'আলার কাম্য। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বন্ধুত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের অনুকূলে এবং অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন মিথ্যার প্রতিকূলে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মানবজাতির এ শিক্ষাসনদ হ'তে কেবলমাত্র বন্ধুত্বের উপাদান সম্পৃক্ত পবিত্র কুরআনের অসামান্য আলোচনাগুলি তুলে ধরব, যা মানবজাতির নৈতিক চরিত্রে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অবশ্য সাধারণ্যে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুত্বের প্রকাশ ও বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র বিধানমত বন্ধুত্ব স্থাপনের সংখ্যা বা পরিমাণ খুবই স্বল্প। কারণ এ বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যেই অকৃত্রিম উপাদানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে পারলৌকিক চিন্তায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং পার্থিব জগতের স্বার্থ গৌণ বা তুচ্ছ। মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মানব প্রতিনিধিকে নিজেদের ধর্মমত অনুযায়ী পারস্পরিক ভালবাসায় আবদ্ধ হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। যেহেতু তিনি নিজেই মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং এই ভালবাসার সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত নিবিড়, আন্তরিক ও গভীর। সমগ্র মানব জাতিকে এই ভালবাসার সঠিক মূল্যায়ন করার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুনঃপৌনিক আহ্বান জানান হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে।

অতঃপর সমস্ত লজ্জা, জড়তা, দুঃশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি, সংকীর্ণতা, স্পর্শকাতরতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদির স্বপক্ষে মানবজাতিকে জানালেন এক মহামূল্যবান সুসংবাদ। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ-

'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ; যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্‌র দল এবং তারাই বিজয়ী' *(মায়েদাহ ৫৫-৫৬)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ط قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ- لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশগ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি। তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে' *(আন'আম ১২৬-১২৭)*।

মানুষের সার্বক্ষণিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ

* *শিক্ষক (অবঃ), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ- اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ-

'বস্তুতঃ যেকোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর না কেন, আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে আসমান ও যমীনের একটি বস্তুও গোপন থাকে না। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। মনে রেখো, যারা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভীত হয়েছে' *(ইউনুস ৬১-৬৩)*।

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিড়ম্বিত জীবন প্রবাহের বহু ঘটনায় পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি বহু সান্ত্বনার বাণী অবতীর্ণ করেন। অনুরূপ এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَأَنَّ الْكَافِرِيْنَ لاَمَوْلَى لَهُمْ-

'আল্লাহ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নেই' *(মুহাম্মাদ ১১)*।

পৃথিবীর বুকে সৃষ্ট প্রায় যাবতীয় প্রাণী জন্মসূত্রে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসায় আবদ্ধ। তন্মধ্যে মানবজাতির সহজাত বোধ সন্দেহাতীতভাবেই শীর্ষে। তবে স্বয়ং স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বন্ধুত্বের ঘোষণা দেওয়ার মত দুঃসাহস বা সৎ সাহস কোনটিই তার নেই। যেহেতু মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় অসীম সত্তা। তাঁর বিশাল জ্ঞান সমুদ্র, মহাক্ষমতা ও মহারহস্যের সামনে সবকিছুই তুচ্ছ। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ও বহির্জগতের সবকিছুই তাঁর আজ্ঞাবহ, ভয়ে ভীত, সিজদাবনত সার্বক্ষণিক অনুগত। এই মহাব্যবস্থার নেপথ্য কারণ সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা মানবকেই সর্বাধিক ভালবাসেন।

অতঃপর ভালবাসার শ্রেষ্ঠাংশে বা বন্ধুত্বের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা তা বিশ্বসমাজে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সামান্য মানব জাতির প্রতি এই অপ্রত্যাশিত সুসমাচার সত্যিই বিস্ময়ের বিষয় এবং গবেষণাযোগ্য। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে মানব জাতির বন্ধু বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এই ঘোষণার নেপথ্যে যে অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা রয়েছে, তা অবশ্যই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসে সুশিক্ষা গ্রহণের জন্য চারপাশের জগতে বিস্তৃত জ্ঞানের উপকরণ হ'তে জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং এটাই হবে বন্ধুত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি। এ উত্তম শ্রেণীর লোকের পরিচয় বা নমুনা জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ-

'মানুষের মাঝে একশ্রেণীর লোক আছে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের প্রাণের বাজি রাখে। আল্লাই তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান' *(বাক্বারাহ ২০৭)*।

মূলতঃ বর্ণিত আয়াতটির ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি সাধনে নিবেদিতপ্রাণ বান্দার নৈতিক উন্নতি, ন্যায়-নীতি, ধর্মবোধ ও আত্মসমর্পণের বিষয় প্রস্ফুটিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্র সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের কোন স্বপ্নই লুকায়িত নেই, বরং সঠিকভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভ বা মহাবিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভই একমাত্র ব্রত। যেহেতু মানুষ স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী, তাই অসীম জ্ঞানবান আল্লাহ্র সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী নয়, তবে তাঁর অনন্ত স্নেহছায়ায় আশ্রয় লাভে আশাবাদী। এরূপ অকৃত্রিম হৃদয় গঠনে তৎপর ব্যক্তিমাত্রই মহাপ্রাণ আল্লাহ তা'আলার বন্ধুত্বের সীমারেখায় প্রবেশের উপযোগী।

মানব জাতির নেতা বা নবী-রাসূল রূপে আগত সম্মানিত ব্যক্তিগণ সকলেই আল্লাহ্র বন্ধু এবং তাঁদের অকৃত্রিম অনুসারীরাও। বন্ধুত্বের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ط قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ط قَالَ لاَيَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ-

'যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করব। তিনি (ইবরাহীম) বললেন, আমার বংশধর থেকেও! আল্লাহ বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না' *(বাক্বারাহ ১২৪)*।

অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রবল ধর্মীয় চেতনা এবং জগদ্বিখ্যাত মতাদর্শ চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ যে প্রত্যাদেশ করেন তা হ'ল,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً-

'যে আল্লাহ্র নিদর্শনের সামনে মস্তক অবনত করে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে- যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর চাইতে উত্তম ধর্ম কার?

আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন' *(নিসা ১২৫)*। একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ط وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ-

'মানুষের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু' *(আলে ইমরান ৬৮)*।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য থাকে, যা তার শ্রেষ্ঠ ভালবাসার বস্তু। এই ভালবাসার বস্তু বা বিষয়ের প্রতি তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠে এবং সেটাই হয় তার ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জন্য ব্যক্তিগত চিরস্মরণীয় মূল্যায়ন। এলক্ষ্যে যারা অমর হয়ে আছেন, তাঁদের সংখ্যা অগণনীয়। তাদের মধ্যে অনেকে নিঃস্বার্থ আল্লাহ্র প্রেমে, অনেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে, কেউ ধন-সম্পদ আহরণের পথে, কেউ পানাহার ও ভোগ বিলাসের পথে, কেউ দিগ্বিজয়ীর বেশে, কেউ সন্ন্যাসীর বেশে, কেউ সেবাব্রতে, কেউ পাণ্ডিত্য ও লেখকের ভূমিকায়, কেউ বক্তৃতায়, কেউ পাগলের বেশে, আবার কেউ আবিষ্কারের সন্ধানে, কেউ ধ্বংসের কাজে এবং এরূপ অসংখ্য কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থেকে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে আবহমানকাল ধরে।

বর্তমান জগদ্বাসীর অবগতির জন্য সমস্ত বিষয়ই মহাপবিত্র আল-কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে নিষেধ করেননি; বরং তাকে তাঁর আদেশকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে তার প্রিয় কর্মপন্থা স্থির করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তাঁর আদেশ-নির্দেশের অনুসারী তারাই তাঁর বন্ধু এবং তাদেরকেই আল্লাহ ভালবাসেন। যেহেতু ভালবাসার সূত্র ধরেই বন্ধুত্বের জন্ম হয় এবং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার কোন শেষ নেই। সুতরাং নিঃসন্দেহে ভালবাসা বন্ধুত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য পবিত্র বাণীতে বন্ধুত্বের কথা সম্প্রচার করেছেন। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃত হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ط وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ-

'বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহ্র পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ছবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৪৬)*।

যে কোন ব্যক্তি নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণে আল্লাহ্র পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। এদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ-

'যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেযগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেযগারদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৭৬)*।

একই ভাবার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا-

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন' *(মারিয়াম ৯৬)*।

আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও প্রিয় বান্দাদের বিবরণ দিয়ে বলেন,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ج وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ج وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا-

'আমি আপনার প্রতি অহি পাঠিয়েছি, যেমন করে অহি পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর অহি পাঠিয়েছি ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাঊদকে দান করেছি যাবুর গ্রন্থ। এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি, যাঁদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রাসূল পাঠিয়েছি, যাঁদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি' *(নিসা ১৬৩-৬৪)*।

এ পৃথিবী ও পৃথিবীর কতিপয় সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্তুসামগ্রী মানুষের অত্যন্ত প্রিয়, যেমন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, বাড়ী-ঘর, অট্টালিকা ইত্যাদি। কিন্তু তন্মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বা ভালবাসার পাত্র তা একমাত্র সেই জানে, আর মাত্র একজন জানেন, তিনি হলেন অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা। এক্ষেত্রে অর্থাৎ বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিশ্বাসী বান্দাকে বিশ্বাসী বান্দার সঙ্গেই ভালবাসা স্থাপন করতে হবে ও তার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে, অন্যের সঙ্গে অর্থাৎ অবিশ্বাসীর সঙ্গে নয়। কারণ বিশ্বাসী ও পরহেযগার বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।

উপরের আয়াতগুলিতে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং ঈমানদার বা বিশ্বাসী বান্দার জন্য উপরোক্ত

ভালবাসা সম্পৃক্ত আয়াতগুলিই অনুমোদিত হিসাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া বন্ধুত্ব স্থাপনের বা পারস্পরিক সম্পর্ক বা ভালবাসা গড়ে তোলার ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের অনুসরণও নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। তাই শেষোক্ত আয়াতের বর্ণনায় বা ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা কয়েকজন নবী-রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন বা ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র বন্ধু হিসাবে পরিগণিত।

পরিশেষে শেষোক্ত আয়াতের শেষ বাক্যে একটি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তাহ'ল মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের আবেগে আল্লাহ তা'আলার কথা বলার এটাই একমাত্র দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মুসলমান ও এক ইহুদী এক সময়ে একে অপরকে গালমন্দ করল। মুসলমান কসম করে বলল, সেই মহান সত্তার কসম, তিনিই সারা জাহানের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। তখন ইহুদী লোকটিও (কসম করে) বলল, সেই মহান সত্তার কসম! তিনিই সারা জাহানের মধ্যে মূসা (আঃ)-কে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। একথা শুনে মুসলমান লোকটি ইহুদী লোকটিকে চপেটাঘাত করল। তখন ইহুদী লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে তার ও মুসলমান ব্যক্তিটির মধ্যে যা ঘটছে তা জানাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা আমাকে মূসার চাইতে উত্তম বল না। কেননা সিংগার ফুৎকারে সব লোক বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়বে। আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞান লাভ করব। জ্ঞান ফিরে পেয়েই দেখব, মূসা আরশের এক কোন মযবূত করে ধরে আছে। আমি জানি না, তিনি বেহুঁশ হওয়ার পরে আবার আমার আগে হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, নাকি তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ যাদেরকে বেহুঁশ হওয়া থেকে বাদ রেখেছেন' *(বুখারী)*।

আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মানুষের ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও কথা বলার মত সুসংবাদগুলি বিশ্ব সমাজকে বিস্ময়ে অভিভূত করার জন্যই পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ। অতঃপর হাদীছে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ধারা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সরাসরি কথা বলার কোন দ্বিতীয় ইতিহাস নেই। এ বিষয়েও মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاۤءُ ط اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ-

'কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু অহি-র মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়' *(শূরা ৫১)*।

মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অতুলনীয়, সৃষ্টির সূচনা হ'তে শেষ পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে। এর বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আলোচনার শুরুতেই পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি ও তাঁদের অনুসারীদের প্রতি ভালবাসার প্রত্যক্ষবাণী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি নিজেকে সার্বজনীনভাবে মানবজাতির 'বন্ধু' সম্বোধন করেছেন। কিন্তু বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সংক্রান্ত ঐসব আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র অনুগত ব্যক্তিরাই তাঁর বন্ধুত্বের কাতারে রয়েছে, বিপরীতগামীরা নয়। অতঃপর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের শর্ত সমূহ পূরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَيَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْبَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না, তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হ'ল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও' *(আলে ইমরান ১১৮)*।

একই ভাবধারায় অন্যত্র তিনি বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে'? *(নিসা ১৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না' *(মুমতাহিনাহ ১)*।

বন্ধুত্বের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ-

'যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ পরহেযগারদের বন্ধু' *(জাছিয়া ১৯)*।

(চলবে)

মুক্তবুদ্ধির শুভবুদ্ধি

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যথা- ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ। যাকাত এবং হজ্জ বিত্তবানদের উপরে ফরয। প্রথম তিনটি সার্বজনীন অর্থাৎ ধনী-নির্ধন সবার জন্য ফরয। আর প্রথমটির খেলাফ হ'লে অন্যান্যগুলি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। ইসলামে দাখিল হবার প্রথম এবং প্রধান ধাপ হ'ল ঈমান। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। আর বিশ্বাসী হ'লেই আল্লাহ্‌র একত্ববাদ (তাওহীদ), আল্লাহ্‌র কিতাব, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা মণ্ডলী, ক্বিয়ামত, হাশর ইত্যাদির প্রতি কোন সংশয় থাকে না। আল্লাহ তাঁর কিতাব আল-কুরআন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই কিতাব সন্দেহাতীত' আল্লাহভীরু অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য তা পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২-৩)*। অর্থাৎ যা দেখা যায় না অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তার উপরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, কুরআন তাদের জন্য পথ প্রদর্শক। বর্তমান বস্তুবাদী বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা না দেখে কিংবা প্রমাণ না পেয়ে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। উদাহরণতঃ বলা যায় মৃত্যুর পরে কবরে আযাব হবার কথা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা দেখার কিংবা প্রমাণ করার উপায় নেই। কুরআনে আছে, 'সকল মানুষই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ১৮৫)*। আমরা দেখছি যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। বিশ্বাস করছি যে, সকলেরই এরূপ মৃত্যু হবে। কুরআনের এ কথাটা যদি সত্য হয়, তাহ'লে কবরের আযাব সত্য না হবার কি কারণ থাকতে পারে? আমরা আল্লাহকে দেখছি না, কিন্তু দুনিয়া একটি নিয়মের অধীন চলছে যখন, তখন তার একজন নিয়ামক অবশ্যই আছেন। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের কাছে তা চরম সত্যি বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের মনে থাকে না কোন সংশয়। আর তারাই আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসারী মুসলমান। শুধু মুসলমান পরিবারে জন্ম এবং মুসলমানদের জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। খাঁটি মুসলমান হ'তে হ'লে ইসলামের সকল বিধি-বিধান পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে।

অধুনা সমগ্র পৃথিবীতেই মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে অন্ততঃ চার ভাগে। যথা- বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও সংস্কারবাদী। বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মেনে চলেন। অবিশ্বাসীরা মুসলমানী খাদ্য খায়, মুসলিম নামে পরিচয় দেয়, বিবাহে মুসলমানী প্রথা মেনে চলে, মৃত্যুর পর জানাযা, কাফন-দাফনে ইসলামী রীতি রক্ষা করে। কিন্তু ইবাদত বন্দেগীর ধার ধারে না। এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকার করে না এমন লোকও এ সমাজে আছে। তবে পরিচয় দেবার সময়ে বলে আমরা মুসলমান। আমরা গরুর গোশত খাই। ছেলেদের খাৎনা করাই। মৃত্যু হ'লে জানাযা, দাফন, কবর যিয়ারত করি।

সংশয়বাদীরা বলে, আল্লাহ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তবে ছালাত-ছিয়ামে বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও টাকার দাপটে ঘন ঘন হজ্জ পালনে আগ্রহ তাদের থাকে। এরা থাকে দোটানার মধ্যে। আরেক দল আছেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এরা আরবী-ফার্সী, উর্দূ ভাষায় সুদক্ষ না হয়েও কুরআন-হাদীছ, ইসলামী বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করতে চায়। এরা সংস্কারবাদী। এরাই বিশেষতঃ আমাদের বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবী হিসাবে আখ্যায়িত হন। এদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে ইসলাম অনুপস্থিত থাকলেও, এরা পরহেযগার মুসলমানদেরকে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী, ধর্ম ব্যবসায় ধর্মোন্মাদ ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের শুরু উনবিংশ শতাব্দী হ'লেও তার বিস্তৃতি ঘটে বিংশ শতাব্দী থেকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দু ধর্ম সংস্কারের অনুসরণেই বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিকশিত হ'তে থাকে। এ কথা বলার যুক্তিসংগত কারণ আছে। নিন্দার্থে নয়, যা সত্যি তা-ই বলছি। প্রচলিত হিন্দু ধর্মে ঐশ্বরিক গ্রন্থ অনেকগুলি। আবার গ্রন্থান্তরে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোন গ্রন্থে বলা হয়নি যে, এ গ্রন্থে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ গ্রন্থগুলি কোন প্রেরিত পুরুষের (নবী) মাধ্যমে পাওয়া নয়। এসব গ্রন্থ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, শ্রীকৃষ্ণ, বশিষ্ট, বাল্মিকী, মনু প্রমুখ মুনি, অবতার, কবির রচনা। হয়ত এ কারণে হিন্দু ধর্মে বলা হয়, 'নসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্' (এমন কোন মুনি নেই যার মত ভিন্ন নয়)। আর এ কারণেই হিন্দু ধর্মে নানা সংস্কার এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার সমাহার ঘটেছে। শেষে বলা হয়েছে 'মহাজনো যেন গতঃসপন্থাঃ (মহৎ ব্যক্তির পথই অনুসরণীয়)। রাজা রামমোহন রায় তেমনই এক মহৎ ব্যক্তি। তিনি হিন্দু ধর্মের সংস্কারক। এরূপ সংস্কারক হিন্দু ধর্মে আরো রয়েছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম একমাত্র আল্লাহ্‌র ধর্ম। আল্লাহ্‌র কিতাব আল্লাহ্‌রই রচনা। এ ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এ ধর্ম আল্লাহ প্রচার করিয়েছেন তার মনোনীত নবী-রাসূলগণের দ্বারা। এ ধর্ম সংস্কার করবার অধিকার কোন মানুষকে দেওয়া হয়নি। দুনিয়াতেও রাজার আইন রাজাই সংশোধন কিংবা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রজার পক্ষে সংশোধন-পরিবর্তনের অধিকার নেই। সারা জাহানের রাজার রাজা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র আইন সংশোধন-পরিবর্তনের অধিকার সৃষ্টজীব মানুষের কী করে থাকতে পারে? কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, এবং তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অস্বীকার করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(বাক্বারাহ ১২১)*। কুরআন পাকে আল্লাহ আরো বলেন, 'যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত সমূহ পড়ে

** সম্পাদক, কালান্তর, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*

শুনাবেন, তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জিনিস শিক্ষা দেবেন, যা তোমরা পূর্বে জানতে না' *(বাক্বারাহ ১৫১)*। কুরআন পাকে আরো বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা তোমরা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ কর না' *(আ'রাফ ৩)*। অতএব কুরআন মাজীদে আমরা যা পাই, তা-ই অনুসরণীয়। এখানে কারো কোন রূপ মাতুব্বরী খাটবে না। আল্লাহ্‌র বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হবার অবকাশ মানুষের নেই। যারা বিচ্যুত হবে, তারা পথভ্রষ্ট।

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম সংস্কার আর পাশ্চাত্যের ত্রিত্ববাদ এবং মার্ক্সবাদ অনুসরণ করে আব্দুল ওদূদ, আবুল হোসেন, আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রহমান, দাউদ হায়দার, তসলিমা নাছরীন প্রমুখ যা বলেন, তা মুসলমানের জন্য গ্রহণীয় নয়। তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন হয় না। শুনামাত্র বোঝা যায় যে, তা খোদ ইবলীসের মস্তিষ্কপ্রসূত। আর ইবলীস আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত এবং মানব জাতির মহাশত্রু। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই সে মানুষের সঙ্গে দাগাবাজি শুরু করে দিয়েছে। যারা ইবলীসের ভাষায় কথা বলে, তারা ইবলীসের চেলা। ইবলীসের চেলারা কী করে মানবহিতৈষী হয়? যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন মেনে চলবে তারাই সঠিক পথে থাকবে। যারা ইবলীসের ধোঁকায় পড়বে, তারা ঈমান হারিয়ে পথভ্রষ্ট হবে।

মুক্তবুদ্ধির আবুল হোসেন-এর উক্তি, 'মুসলমানেরা ইসলামকে যেভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, তাহাতে যথেষ্ট অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান বা বুদ্ধির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না'। তিনি আরও বলেন, 'যদি দেখা যায় যে, ইসলামের কোন বিধি মানব-সমাজের কোন উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তবে নির্বিকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তদস্থলে নতুন বিধি গড়িতে হইবে, পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর কল্যাণ নাই'। মুক্তবুদ্ধির আবুল হোসেনরা খাঁটি মুসলমানকে মনে করেন অন্ধবিশ্বাসী, অদৃশ্যে বিশ্বাসী বলেন না। আর তাদের বিবেচনায় বিশ্বাসীদেরই জ্ঞান বা বুদ্ধির অভাব রয়েছে। এরা মুক্তবুদ্ধির আলোকে ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র বিধিতে মানব-সমাজের অকল্যাণ দেখতে পায়। এদের বিবেচনায় পর্দা 'অবরোধ' এবং নারীর জন্য অকল্যাণকর। আযানে শব্দ দূষণ হয়, মানুষের মনোযোগ আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট করে তাই কবি শামসুর রহমান এবং তসলিমা নাছরীনরা তার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে। এটা তাদের মুক্তবুদ্ধির পরিচয়। তাই এরূপ ইসলামী বিষয় সংশোধন কিংবা পরিবর্তনের জন্য তারা নির্বিকভাবে নতুন বিধি গড়বার পক্ষপাতী। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধি, যা রাসূল (ছাঃ) প্রচার করেছেন তা পরিবর্তন-সংশোধন করবার অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে? এ অধিকার তাদের শয়তানের কাছেই প্রাপ্ত। Satanic Verses (স্যাটানিক ভার্সেস) শয়তানেই লেখে। যারা তার সমর্থক তারা শয়তানেরই শাগরেদ। তাদের বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির সমর্থকরা কেউ কেউ আবার শুভাশুভের প্রশ্ন তুলেছে। 'মুক্তবুদ্ধি ও শুভবুদ্ধি' নামে মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম সাময়িকপত্র 'লোকায়ত' একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে-২০০৩-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রবন্ধে আছে, '১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে 'দৈনিক সংবাদ'-এর দাউদ হায়দার কবিতা লেখেন 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নার কালো বন্যায়'। এ কবিতা প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মানুরাগী, মুসলমানরা 'দাউদ হায়দারের কল্লা চাই' বলে মিছিল বের করে। তাদের অভিযোগ দাউদ হায়দার ধর্মের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন। ধর্ম প্রবর্তকদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে তাদের মর্যাদা হানি করেছেন। দাউদ হায়দার ধর্মের দুশমন! সুতরাং তার বিচার চাই! ফাঁসি চাই! কল্লা চাই! সেদিনের মিছিল খুব বড় ছিল না। তবে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে সেটা ছিল একটা ধারার সূচনা। উদ্ধৃতি আর বেশি টানব না। তবে সেই প্রবন্ধের আলোকেই লেখকের মানসিকতা তুলে ধরবার চেষ্টা করব। লেখকের বিবেচনায় প্রতিবাদী মুসলমানরা ধর্মানুরাগী, ধর্মান্ধ, ধর্মব্যবসায়ী। তাই তারা 'দাউদ হায়দারের কল্লা চাই' বলে মিছিল বের করে। দাউদ হায়দার, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাছরীন, সালমান রুশদীরা ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম প্রচারক মহাপুরুষকে নিয়ে মশকারা করেছেন রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে আরোহন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্য। তারা ধর্মপ্রাণ মানুষদের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বই লিখলে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের কল্লা চেয়ে মিছিল করবেন, তাদের বই নিষিদ্ধ করবার দাবী তুলবেন, সেই ফাঁকে মুক্তবুদ্ধিওয়ালারা যিদের বশবর্তী হয়ে নিষিদ্ধ বই বেশী কিনবে, বেশী পড়বে। লেখকের বিবেচনায় এটা তাদের মুক্তবুদ্ধি হ'লেও শুভবুদ্ধি নয়। এ কারণে যে, তাতে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ঐক্য এবং জোশ বৃদ্ধি করে। নতুবা ধর্মের বিশেষতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যারা লেখেন, তারা মন্দ কিছু করছেন না। মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের মত যারা নামে-ধামে মুসলমান, তারা ঈমানদার মুসলমানদের মধ্যে ধর্মান্ধতা, ধর্ম ব্যবসা দেখতে পান, কিন্তু বে-ঈমানদের মধ্যে অধর্মের, অকল্যাণের কিছু দেখতে পান না। মুক্তবুদ্ধির লোকদের শুভবুদ্ধি থাকলেও তারা যে ধর্মদ্রোহী, তাতে সন্দেহ কী? মহান আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আইন না মেনে, সূদে-ঘুষে-ডাকাতিতে অর্থ উপার্জন করে সমাজ সংস্কারক এবং দাতা হাতেম তাঈ সেজে বসলে তাকে 'ভালো মানুষ' বলতে পারেন তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির লোকেরাই। ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তারা 'দাগাবাজ' হিসাবেই বিবেচিত।

আমাদের সমাজে একদল লোক রয়েছে, যারা ধর্মাচরণে শিথিল অর্থাৎ ইচ্ছে হ'লে ধর্মবিধি মেনে চলে আবার কখনও বা মানে না। এরা গাফিল। তাদের কৃতকর্মের ফল তারাই ভোগ করবে। এরা অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে

আঘাত হানে না। কাউকে অধর্মাচারী হ'তে প্ররোচিত করে না কিংবা ধর্মের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখে না। অন্য এক দল আমাদের সমাজে রয়েছে, তারা ধর্মবিধি মেনে চলে না এবং অন্যকেও সীমালংঘনে উৎসাহিত করে। এরা ধর্ম গ্রন্থে ত্রুটি দেখতে পায়, নবী-রাসূলদের চরিত্রে স্খলন লক্ষ্য করে। আর সেই সব নিয়ে নির্ভিক চিত্তে মুক্তিবুদ্ধি ফলাও করে বসে। এরা শুধু গাফিল নয়; এরাই শয়তানের প্রথম শ্রেণীর শাগরেদ। এরাই বলে "The Quran should be rivised thoroughly" মোদ্দাকথা, ইসলাম মুমিন মুসলমান এদের চক্ষুশূল।

সংস্কারবাদী মুক্তবুদ্ধির খ্রীষ্টানদের দ্বারা বারংবার সংশোধিত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব ইঞ্জীল শরীফ বাইবেলে পরিণত হয়েছে। বাইবেলের কোন হাফিয আগেও ছিল না, এখনও নেই। সুতরাং বিবৃত করা সহজসাধ্য। আল্লাহ্‌র শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সর্বযুগের মানুষের মধ্যে তার অসংখ্য হাফিয ছিল, আজও আছে। এই কুরআনই বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে। তা প্রমাণিত সত্য। সেগুলি কারো উন্নতির পথ রোধ করে দাঁড়ায় না। যারা শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী সেজেছে, তাদের কাছে ইসলামী অনুশাসন বাধা স্বরূপ। কেননা ইসলাম যথেচ্ছাচার অনুমোদন করে না। মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীরা যাকে শুভবুদ্ধি বলে, তাও শুভবুদ্ধি নয়; সে বুদ্ধি শয়তানী ধোঁকাবাজী মাত্র॥

পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ খেজুরঃ ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে এই ধরণীতে পাঠিয়ে তাদের স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণের জন্য নানা প্রকার সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবারের যোগান দিয়েছেন। তাদেরকে দিয়েছেন প্রচুর ভিটামিন সমৃদ্ধ শক্তিবর্ধক নানা জাতের ফল। যা খেয়ে মানুষ সুন্দরভাবে সুস্থ শরীরে জীবন পরিচালনা করতে পারে। মহান আল্লাহ যে সকল নি'আমত পূর্ণ ফল মানুষের খাবারের জন্য সৃজন করেছেন তন্মধ্যে 'খেজুর' অন্যতম। এর মধ্যে তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও স্বাস্থ্যসম্মত গুণাগুণ। আবার খেজুর আমাদের ছিয়ামরত অবস্থায় সারাদিন অনাহারে থেকে সূর্যাস্তের মুহূর্তে ইফতার শুরুর অন্যতম ফলও বটে। মহানবী (ছাঃ) খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

বিশ্বের বহু দেশে খেজুরের দর্শন মেলে। চাষাবাদও হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, চির সবুজের দেশ আমাদের মাতৃভূমি ছোট্ট এই বাংলাদেশেও খেজুর উৎপন্ন হয়। যা ভক্ষণ করে আমরা পরিতৃপ্ত হই। আমরা কি খেজুরের গুণাগুণ সম্পর্কে একটি বার ভেবে দেখেছি? মহান আল্লাহ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এসব ফল সৃজন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এ সবের মধ্যে রেখেছেন চিন্তাশীল গবেষক ব্যক্তিদের জন্য জ্ঞানের অনেক খোরাক। এসব সৃষ্টি মহান স্রষ্টাকে চেনার নিদর্শন বললেও অত্যুক্তি হবে না। অত্র প্রবন্ধে খেজুরের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

*** খেজুরের চাষাবাদঃ** Phoenix dactylifera নামক খেজুর শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই খেজুর Palm জাতীয় পরিবারভুক্ত। পামজাতীয় পরিবারভুক্ত নারিকেল গাছের পরেই কার্যকারিতার দিক থেকে খেজুর গাছের স্থান দ্বিতীয়।[১] আরব দেশে খেজুর গাছ (Phoenix dactylifera) সুপ্রাচীন উৎস সম্বলিত এক প্রকার ফলের গাছ। মধ্যপ্রাচ্যে এ গাছের চাষ চলে আসছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর থেকে।[২]

Date-palm নামক খেজুর গাছ প্রায় ৪০০০ বছর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরব দেশে জন্মে। এসব খেজুর গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ঝুলতে দেখা যায়। শক্ত খেজুর-বিচির চার পাশে পুষ্টিকর সুমিষ্ট শাঁসালো বস্তু ঘিরে থাকে। ১০-১৫ বছর বয়স হ'লে খেজুর গাছে ফল ধরে। এসব খেজুর গাছ প্রায় ১০০ থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থেকে ফল দান করে।[৩]

উত্তর আফ্রিকার অনেক অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইরান, সঊদী আরব, পাকিস্তান ও ভারতে খেজুর গাছ স্থানীয় উদ্ভিদ। দক্ষিণ ইরাক, মদীনার কাছাকাছি মরুদ্যান ও উর্বর জমি এবং দক্ষিণ আরবের উপকূলীয় অঞ্চলে খেজুর উৎপন্ন হয়। ইরাক, সঊদী আরব, ইরান উন্নতমানের খেজুরের জন্য বিখ্যাত।[৪] উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে খেজুরই হ'ল প্রধান খাদ্য। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়কালেও আরবদের নিকট এই খেজুর ছিল প্রধান খাদ্যবস্তু।[৫] খেজুর গাছ আমাদের দেশেও প্রায় সব জায়গায় দেখা যায়। ভারতবর্ষ দেশী খেজুরের আদি নিবাস। বাংলাদেশের যশোর, ফরিদপুর ও উত্তরবঙ্গে খেজুর গাছ বেশী জন্মে।[৬]

*** যেভাবে ফলন বাড়ানো যায়ঃ** কৃত্রিম পরাগ-মিলনের মাধ্যমে ফলন বাড়ানো যেতে পারে। এজন্য একজন উৎপাদনকারী পুং-বৃক্ষের মঞ্জুরী কেটে নিয়ে স্ত্রী-বৃক্ষের শাখায় ফুলের থোকায় বেঁধে দেয়। তখন ফুলের শাখাগুলি খোলস বা মোচা থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করে।[৭] এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَأْبُرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِيْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ-

রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আসলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছের তা'বীর করছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ কেন করছ? তারা উত্তর করল, আমরা বরাবরই এরূপ করে আসছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মনে হয় তোমরা এরূপ না করলেই উত্তম হ'ত। সুতরাং তারা এ পদ্ধতি ত্যাগ করল। কিন্তু এতে (সে বছর) ফলন কম হ'ল। তিনি (রাবী) বলেন, লোকেরা এ ঘটনা মহানবীর নিকট উল্লেখ করল। তখন মহানবী (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে, আর আমি যখন (তোমাদেরকে দুনিয়া সম্পর্কে) আমার নিজের মত অনুসারে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন (মনে করবে যে) আমিও একজন মানুষ'।[৮]

** আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

১. *Science in Al-Quran Board of Researher's, Scientific Indication in the Holy Quran (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2nd Edition: June, 1995), P. 281.*

২. *তদেব, P. 149.*

৩. *তদেব, P. 281.*

৪. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর, ২০০৪, পৃঃ ১৩, কলাম ৫।*

৫. *Scientific Indication in the Holy Quran, P. 281.*

৬. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর '০৪, পৃঃ ১৩।*

৭. *Scientific Indication in the Holy Quran, P. 149.*

৮. *মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্ব- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবু ইসলামী, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৮৫ইং/১৪০৫হিঃ), হা/১৪৭।*

Contents

হাদীছে আলোচিত তা'বীরের পরিচয় দিতে গিয়ে মেশকাত শরীফের প্রান্তটীকায় বলা হয়েছে, 'মূলতঃ আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের পরাগায়ন পদ্ধতিকে তা'বীর বলা হয়। আরবরা এজন্য স্ত্রী খেজুর গাছের ফুলের কলি ফেড়ে তার মধ্যে পুরুষ গাছের পুষ্পকুঁড়ি লাগিয়ে দিত। এর ফলে খেজুরের উৎপাদন বেশী হ'ত।[৯] বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক উদ্ভিদই নর-মাদী দু'রকম থাকে। নরের কেশর মাদীর কেশরের সাথে মিলিত হ'লেই তাতে ফল জন্মে। এমনকি কোন কোন গাছে এক সাথে নর-মাদী দু'রকমের ফুল হয় এবং নরের কেশর মাদীতে প্রবেশ করে; কীট ও বায়ুই এই সকল কেশর এক ফুল হ'তে অন্য ফুলে বহন করে নিয়ে যায়, তাতেই ফল হয়'।[১০] প্রকৃতপক্ষে মহানবী (ছাঃ) ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার উপর ভিত্তি করেই এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটা কোন শারঈ বিষয় ছিল না; বরং কৃষি সংক্রান্ত বিষয়। বিধায় তা মহানবী (ছাঃ)-এর জানার বাইরে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

*** খেজুরের রসঃ** বাংলাদেশ সহ এ উপমহাদেশে যে খেজুর পাওয়া যায় তার বিচির গায়ে শাঁসের পরিমাণ তত পুরু নয়। তবে রস খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি। গাছের গলায় হাঁড়ি ঝুলিয়ে এই রস সংগ্রহ করা হয়। এই রস পান করলে দেহ-মন সতেজ হয়ে ওঠে। এই রসে তাপ দিয়ে গাঢ় আঠালো গুড় তৈরী হয়।[১১]

খেজুরের রস পুষ্টিকর পানীয়। শীত মৌসুমে গাছের উপরিভাগে কাণ্ডের একটু অংশ চেছে সংগ্রহ করা হয় সুস্বাদু রস। এটি অত্যন্ত সুপেয় পানীয়। প্রচুর ভিটামিন ও শতকরা ১৪ ভাগ শর্করা এতে পাওয়া যায়। টাটকা কাঁচা রস যেমন খাওয়া যায়, আবার রস জ্বাল দিয়ে ঘন করে তৈরী করা হয় উপাদেয় খেজুরের গুড়। আয়ুর্বেদী মতে খেজুরের রস হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্র ও মুত্র বাড়ায়, বাত ও শ্লেষ্মা কমায়।[১২]

*** আল-কুরআনের আলোকে খেজুরঃ** মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান রাব্বুল আ'লামীন খেজুরের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহপাক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। আমি এর দ্বারা সকল প্রকার গাছপালা উৎপাদন করি, সবুজ-শ্যামল ফসল নির্গত করি যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। এর ফলে বসন্তকালে খেজুর গাছের গলা থেকে খেজুর ছড়া থোকায় থোকায় ঝুলতে থাকে। অনুরূপভাবে বেদানা, জলপাই, আঙ্গুর প্রভৃতি গাছের বাগান তৈরী করি। এগুলি শ্রেণীগতভাবে এক ধরনের হ'লেও বৈচিত্র্যে ভিন্ন। ঐ সমস্ত গাছে যখন ফল ধরে তখন এই ফলের কাঁচা-পাকা দৃশ্য আমাদের চোখে প্রশান্তি এনে দেয়। চেয়ে দেখ! যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য ঐসব দ্রব্যের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে' *(আন'আম ৯৯)*। অত্র আয়াতে খেজুরের সামান্য পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে খেজুর গাছের উৎপাদনের উৎসের কথাও বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বিধৃত হয়েছে, 'খেজুর ও আঙ্গুর থেকে তোমরা মধ্যম ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(নাহল ৬৭)*। এ আয়াতে বলা হয়েছে খেজুর ও আঙ্গুর থেকে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। কুমারী মারয়াম (আঃ) যখন খেজুর গাছের নীচে বাচ্চা প্রসব করে দুর্বল এবং তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দিলেন, 'খেজুর গাছের গোড়া ধরে তোমার নিজের দিকে ঝাঁকুনি দাও, তাহ'লে সুপরিপক্ক সুস্বাদু খেজুর তোমার কাছে ঝরে পড়বে' *(মারয়াম ২৫)*।

প্রসবের অব্যবহিত পরে মা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অনুভব করে, কারণ প্রসবকালে জরায়ুর সংকোচন-ব্যথার ফলে যে শক্তি ক্ষয় হয় তা পূরণ করতে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। তাই মারয়াম (আঃ)-এর সত্বর শক্তি লাভের জন্য আল্লাহ পাক পুষ্টিকর খাদ্য খেজুর সরবরাহ করেছিলেন।[১৩]

*** হাদীছের আলোকে খেজুরঃ** খেজুর মহানবী (ছাঃ) নিজে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছেন সাথে সাথে অন্যদেরকেও খেতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে দারিদ্রপীড়িত মুসলিম সমাজে খেজুরই ছিল অন্যতম খাদ্য। অনেক সময় খেজুর খেয়েই মহানবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। যার প্রমাণ হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থ সমূহে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। যেমন- জাবালা ইবনু মুহাইম (রাঃ) বলেন, এক বছর আমরা আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের সাথে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হয়ে পড়লাম। আমাদেরকে দেয়া হ'ত একটি করে খেজুর। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং আমরা তখন আহাররত থাকলে তিনি বলতেন, একত্রে দু'খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, অবশ্য অপর ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে খাওয়া যায়।[১৪]

মহানবী (ছাঃ) নিজেও বিভিন্ন প্রকার খেজুর খেতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাকড়ীর সাথে তাজা খেজুর খেতে দেখেছি'।[১৫] আনাসের রেওয়ায়েতে অপর হাদীছে আছে, 'তিনি উপুড় হয়ে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। অপর বর্ণনায় আছে 'তিনি উহা খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলেন'।[১৬]

মহানবী (ছাঃ) যেসব জিনিস খেতে বেশী পসন্দ করতেন তন্মধ্যে খেজুর অন্যতম। সোলামী গোত্রীয় বুসরের দু'পুত্র বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন,

৯. *ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাত্বিব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া পুস্তকালয় তা.বি), পৃঃ ২৮, ১নং টীকা।*

১০. *মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী (রহঃ), বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয়, প্রকাশকালঃ আগষ্ট, ১৯৯৮ইং), ১/১১১ পৃঃ, ১ নং টীকা।*

১১. *Scientific Indication in the Holy Quran, P. 281.*

১২. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর '০৪, পৃঃ ১৩।*

১৩. *Scientific Indication in the Holy Quran, P. 316.*

১৪. *বুখারী ও মুসলিম; ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহঃ), রিয়াযুছ ছালেহীন (রিয়াযঃ দারুল মা'মুন লিত-তুরাছ, ১৯৮৯), হা/৭৪২।*

১৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৫।*

১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৭।*

তখন আমরা মাখন ও খেজুর তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলাম। আর তিনি মাখন ও খেজুর খেতে বেশী পসন্দ করতেন'।[১৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'মহানবী (ছাঃ) তাজা-পাকা খেজুর দ্বারা খরবুজা খেতেন'।[১৮] মহানবী (ছাঃ) খেজুরের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, 'সে গৃহবাসী অভুক্ত নয় যাদের কাছে খেজুর আছে'। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে। তিনি বলেছেন, 'হে আয়েশা! যে ঘরে খেজুর নেই, সে গৃহবাসী অভুক্ত'।[১৯]

মহানবী (ছাঃ) ও তাঁর পরিবার অনেক সময় শুধু খেজুর খেয়েই জীবন যাপন করতেন। তাও আবার পরিমাণে ছিল খুবই সামান্য। যা খেয়ে ক্ষুধা পূর্ণভাবে নিবারণ হ'ত না। রাসূল (ছাঃ)-এর সহধর্মিনী আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'কখনো কখনো আমাদের পূর্ণ একটি মাস এমনভাবে অতিবাহিত হ'ত যে, তন্মধ্যে আমরা আগুন জ্বালাতাম না, শুধু খোরমা-খেজুর ও পানি দ্বারাই আমাদের দিন গুজরান হ'ত। তবে কোন কোন সময় কিছু গোশত হাদিয়া স্বরূপ পেতাম'।[২০] আয়েশা (রাঃ) হ'তে অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে দু'দিন আটার রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হ'তে পারেননি; বরং দু'দিনের একদিন খেজুর খেয়ে কাটাতেন' (অর্থাৎ একদিন রুটি অপর দিন খেজুর)।[২১] আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, 'এমন অবস্থায় মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয় যে, আমরা দু'কালো বস্তু (খেজুর ও পানি)ও পেট পুরে খেতে পাইনি'।[২২]

নো'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি (মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে) বলেন, 'তোমরা কি ইচ্ছামত পানাহার করছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী (ছাঃ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, নিম্নমানের খেজুরও এই পরিমাণ তাঁর জুটেনি, যা দ্বারা তাঁর নিজ উদর পূরণ হ'তে পারে'।[২৩] উল্লেখিত হাদীছগুলি দ্বারা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অবস্থা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। এ সময় দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদের ক্ষুধা মেটানোর অন্যতম উপকরণ ছিল বহুগুণে গুণান্বিত এই খেজুর। যা খেয়ে তাঁরা মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছেন।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও খেজুরের কার্যকারিতা বিদ্যমান। কারণ খেজুরের মধ্যেও বহু রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। যার প্রমাণ মহানবী (ছাঃ)-এর বাণীতে পাওয়া যায়। যেমন- সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকালে সাতটি 'আজওয়া'[২৪] খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও জাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না'।[২৫] আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) আরো পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'মদীনার উচ্চভূমির আজওয়া' খেজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর ভোরে উহা (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক'।[২৬] তিনি এর মাধ্যমে চিকিৎসার পরামর্শও দিয়েছেন। সা'দ (রাঃ) বলেন, এক সময় আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নবী করীম (ছাঃ) আমার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আসলেন। তিনি তাঁর হাতখানা আমার দু'স্তনের মধ্যখানে (বুকের উপর) রাখলেন। এতে আমি আমার কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি একজন হৃদরোগী। সুতরাং তুমি ছাক্বীফ গোত্রীয় হারেস ইবনে কালদার নিকট যাও। সে একজন চিকিৎসক। পরে তিনি বললেন, সে যেন অবশ্যই মদীনার সাতটি 'আজওয়া' খেজুর বীচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়'।[২৭] উল্লিখিত হাদীছগুলি দ্বারা বুঝা যায়, খেজুর রোগ প্রতিষেধক হিসাবেও অনন্য। বিভিন্ন রোগের মহৌষধী গুণাগুণ মহান আল্লাহ এই খেজুরের মধ্যে সংস্থাপন করেছেন।

*** ইফতারী হিসাবে খেজুরঃ** মহানবী (ছাঃ) ছিয়াম রত অবস্থায় সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থেকে সূর্যাস্তের সময় খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। ছাহাবাগণকেও খেজুর দিয়ে ইফতার করতে নির্দেশ দিতেন। একান্তই যদি খেজুর পাওয়া না যায় তবে পানি দ্বারা ইফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সালমান ইবনু আমের আদদাবযী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন তার খুরমা-খেজুর দিয়ে ইফতার করা উচিত। তবে যদি সে খুরমা-খেজুর না পায় তাহ'লে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ পানি হচ্ছে পবিত্র'।[২৮]

অন্যত্র আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের (মাগরিব) পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তিনি তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর (অর্থাৎ খুরমা) দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি তাও না পেতেন তাহ'লে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন'।[২৯] হাদীছ দ্বয়ে খেজুর দিয়ে ইফতার করার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মূলতঃ এ হাদীছগুলিও খেজুরের গুণাগুণের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

*** বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খেজুরঃ** জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উন্নত যুগে গবেষণায় এ তথ্য উদঘাটিত হয়েছে যে, খেজুরের মধ্যে অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। বিজ্ঞানীরা খেজুরের

---

১৭. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৩২।
১৮. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪২২৫।
১৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৯।
২০. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯২।
২১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৩।
২২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৪।
২৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৫।
২৪. আজওয়া মদীনার একটি উন্নতমানের খেজুর। এর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশেষভাবে দো'আ করেছেন। এটা তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট ও বর্ণে কালো। দ্রঃ বাংলা মিশকাত, ৮/১৫২ পৃঃ, ৪০০৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।
২৫. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯০।
২৬. মুসলিম, মিশখাত হা/৪১৯১।
২৭. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২২৪।
২৮ আবুদাঊদ, তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১২৩৮।
২৯. আবুদাঊদ ও তিরমিযী, সনদ হাসান, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১২৩৯।

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

রাসায়নিক উপাদানের তালিকা এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩০]

প্রোটিন	২.০০	মাগনেসিয়াম	৫৮.৯০
কার্বোহাইড্রেট	২৪.০০	কপার	০.২১
ক্যালরি	২.০০	আয়রণ	১.৬১
সোডিয়াম	৪.৭০	ফসফরাস	৬৩৮.০০
পটাশিয়াম	৭৫৪.০০	সালফার	৫১.৬০
ক্যালসিয়াম	৬৭.৯০	ক্লোরিন	২৯০.০০

খেজুরের পুষ্টিগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে Scientific Indication in the holy Quran গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে যে, The chief nutritional value being their light sugar content which varies from 60 to70 percent and the presence of some quantity of vitamins A, B, B_2 and nicotinic acid.

অর্থাৎ 'খেজুরের চিনি-উপাদান অতিশয় পুষ্টিগুণের অধিকারী, খেজুরে চিনি উপাদানের পরিমাণ ৬০-৭০%। এছাড়া খেজুরে আছে স্বল্প পরিমাণ ভিটামিন A, B, B_2 এবং নিকোটিন এসিড'।[৩১]

খেজুরে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে। এসব ভিটামিন নানাভাবে শরীরের স্বাভাবিক গঠন ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহযোগিতা করে। খেজুরের ঔষধিগুণ হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। খেজুর আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় স্বাস্থ্যসম্মত আদর্শ খাবার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। খেজুর মধুর শীতল, স্নিগ্ধ, রুচি বর্ধক, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগ নিবারক। এটা বল বাড়ায় ও শুক্র বৃদ্ধি করে।[৩২]

খেজুরের বহুবিধ পুষ্টিগুণের কারণেই বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) খেজুর দ্বারা ইফতার করার প্রতি মুসলিম জাতিকে উৎসাহিত করেছেন। সারাদিন ছিয়াম রাখার পর শরীরের শক্তি কমে যায়। একারণে ইফতার এমন জিনিস দ্বারা করা উচিত যা দ্রুত হযম হয় ও শক্তি বৃদ্ধি করে। সাহারীর পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করা হয় না এবং শরীরের ক্যালরী অথবা স্নায়ুবিক শক্তি একাধারে কমতে থাকে। এজন্য খেজুর স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্টমানের খাদ্য যা ভক্ষণে স্নায়ুবিক শক্তি স্বাভাবিক হয় এবং শরীর বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধি থেকে বেঁচে যায়। যদি শরীরের স্নায়ুবিক শক্তি ও তাপমাত্রা কন্ট্রোল করা না যায় তাহ'লে নিম্নোক্ত রোগগুলি সৃষ্টি হয়- লো ব্লাড প্রেসার, প্যারালাইসিস, ফ্যাসিয়াল প্যারালাইসিস এবং মাথা ঘোরা ইত্যাদি।

খাদ্যগুণ কম থাকার কারণে রক্ত স্বল্প রোগীদের জন্য ইফতারের সময় আয়রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আর প্রাকৃতিকভাবেই খেজুরের ভিতর তা রয়েছে।[৩৩]

৩০. *ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ভাষান্তরঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২০ হিঃ), ১/১৫৯ পৃঃ।*
৩১. *Scientific Indication in the Holy Quran, P. 316.*
৩২. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর'০৪, পৃঃ ১৩।*
৩৩. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ১/১৬০ পৃঃ।*

মানুষের শরীরে সুগারের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে ক্ষুধা লাগে। তাই রোযা রেখে খেজুর দ্বারা ইফতার করার প্রতি ইসলামে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর দু'টি খেজুর আহারেই সুগারের ঘাটতি পূরণ হয় এবং শরীর তার প্রয়োজনীয় আহার্য লাভ করে।[৩৪]

কিছু কিছু লোকের শরীর শুষ্ক হয়ে যায়। এ সব লোক যখন ছিয়াম রাখে তখন তাদের শুষ্কতা আরো বৃদ্ধি পায়। খেজুর যেহেতু স্বাভাবিক প্রকৃতির তাই তা ছায়েমের জন্য বড়ই উপকারী। গ্রীষ্মকালে রোযাদারগণ পিপাসার্ত থাকেন, তারা ইফতারের সময় যদি সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি পান করেন তাহ'লে পাকস্থলীতে গ্যাস, তাপ বৃদ্ধি পেয়ে লিভার ফুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি ছায়েম খেজুর খাওয়ার পর পানি খায় তাহ'লে নানা রকম বিপদ থেকে বেঁচে যায়।[৩৫]

খেজুর বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এগুলির রং, আকার-আকৃতি যেমন বিভিন্ন তেমনি এর স্বাদও হয় ভিন্ন ভিন্ন। উন্নতমানের কয়েকটি খেজুর হচ্ছে সুখখাল, শাকবী, বরণী, জারী জালী কালকাহ, আজওয়া ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে আজওয়া সবচেয়ে উন্নতমানের।[৩৬]

* **সমাপনীঃ** উপস্থাপিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূলের বাণী তথা হাদীছ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে যে, খেজুর বহু পুষ্টিগণে ভরপুর এবং অনেক রোগের প্রতিষেধকও বটে। আর খেজুর গাছ থেকে শীতকালে সংগৃহীত খেজুরের রস একটি সুমিষ্ট ও সুপেয় পানীয়। এ রসেও রয়েছে বিভিন্ন গুণাগুণ। তাই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে খেজুর খেতেন এবং জগতবাসীকে খেজুর খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহ যত কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছুই মানুষের উপকারের জন্য। তাঁর কোন সৃষ্টিই অনর্থক নয়; বরং প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে লুকায়িত আছে অনেক অজানা তথ্য ও গুঢ় রহস্য। বিধায় মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞান যতই গবেষণা করবে ততই নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। তেমনি খেজুর নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা করলে হয়ত আরো অনেক নতুন তথ্য বের হয়ে আসবে।

তাই আসুন! আমরা পুষ্টিগুণে ভরপুর খেজুর খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলি এবং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপনে মনোনিবেশ করি।

৩৪. *ঐ, ৩/১২৫ পৃঃ।*
৩৫. *ঐ, ১/১৬০ পৃঃ।*
৩৬. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর'০৪, পৃঃ ১৩।*

ইসলামী মূল্যবোধঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশে

*মুহাম্মাদ শরীফ ফেরদাউস**

ইসলামী মূল্যবোধ কথাটির সাথে জড়িয়ে আছে উপমহাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ৯০% মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের স্মৃতিময় সোনালী দিনের কাহিনী। ইসলাম নামক মহান আদর্শের গোড়াপত্তন করেন মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য নবী করীম (ছাঃ) নিজস্ব কোন মতামত খাটাননি। তিনি যা কিছুই বলেছেন তা মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে অহি-র মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যা তাঁর নিকটে অহি হিসাবে প্রেরণ করা হয়' *(নাজম ৩-৪)*। এই দ্বীনে ইসলামের সার্বজনীন হেদায়েতের প্রসারে মহানবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন সফলভাবে।

মহানবী (ছাঃ)-এর ওফাতের পর চার খলীফা পর্যায়ক্রমে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে টিকিয়ে রেখেছেন। ইসলামের সুমহান বাণী সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলামের নির্ভীক সেনানীরা দুর্জয় সিংহের মত ছুটে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তারই সূত্র ধরে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলার রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে এদেশের সর্বোচ্চ প্রাসাদের চূড়ায় স্থাপন করেন ইসলামের বিজয় নিশান। এছাড়াও বিভিন্ন অলী-আউলিয়া বিভিন্ন সময়ে এই ভূ-খণ্ডে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তারা ইসলাম এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ আদর্শকে পুরোহিত শাসিত ধর্মশোষিত মানবগোষ্ঠীর সামনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন, ফলে স্রোতের পানির মত মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তারই সুবাদে আমরা পেয়েছি ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশ। কালের স্রোতে এই অঞ্চলের ইসলাম প্রিয় মানুষের মনের আশায় কখনো প্রদীপ জ্বলেছে, কখনো বা তা ফিকে হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত ভারতে মুসলমানগণ নিষ্পেষিত হয়েছিল পৌত্তলিকতার যাঁতাকলে। এখেকে উত্তরণের জন্য মুসলমানরা একটি নিজস্ব স্বাধীন আবাস কামনা করেছিল, যাতে তারা ইসলামী মূল্যবোধকে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। প্রথমদিকে ফলাফল ভালই ছিল। ১৯৪৭ সালে ভাগ হ'ল অবিভক্ত ভারত। প্রতিষ্ঠিত হ'ল মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র আবাস পাকিস্তান। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মুসলমানরা। মুসলমানদের মনে এমন এক ধারণা হ'ল যে, হয়ত আমরা আবার সেই ইসলামের সোনালী দিন ফিরে পাব, ফিরে পাব ইসলামী খেলাফত, প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী মূল্যবোধ। কিন্তু ফলাফল কি হ'ল? ইসলামী মূল্যবোধ কি পুরোপুরি মুক্তির পথ দেখল? না। নামমাত্র কিছু ইসলামী আইন সংযোজন পরিমার্জন করে তৈরী হ'ল পাক সংবিধান। কুরআনের দু'একটি আইন এবং অধিকাংশই মানব মস্তিষ্কপ্রসূত আইনের জগাখিচুড়ী পাকিয়ে সংবিধান তৈরী করে দেশ চালাতে লাগল এক শ্রেণীর শাসকচক্র। সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম আবাসভূমি পাকিস্তানেও শুরু হয় বর্ণবৈষম্য, সাদা-কালো বিভেদ, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দ্বন্দ্ব। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামী খেলাফতের উত্তরসূরি পাক ভূখণ্ডে যেখানে শান্তির সুবাতাস বইবার কথা ছিল, সেখানে ইসলামী মূল্যবোধকে পুরোপুরি গ্রহণ না করায় পাক-ভূখণ্ডে জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'তে থাকল। যার ফলাফল স্বরূপ মাত্র ২৪ বছর অতিক্রান্ত হ'তে না হ'তেই দ্বিখণ্ডিত হ'ল এই পাক ভূ-খণ্ড।

১৯৭১ সালে গঠিত হ'ল স্বাধীন বাংলাদেশ। এই ভূখণ্ডের ইসলামপ্রিয় জনগণ আর একবার আশার মুখ দেখল যে, এবার হয়ত সেই কাংখিত ইসলামী ঐতিহ্যের চূড়ান্ত প্রতিফলনের ক্ষণ উপস্থিত, প্রবাহিত হবে বুঝি এবার চির কল্যাণের সেই হারানো ফল্গুধারা। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ ছাহেব ইসলামী মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে কমিউনিজম, সেক্যুলারিজম এবং ব্রিটিশ সংবিধান ঘষে-মেজে সৃষ্টি করলেন আরেক সংবিধান। শুরু হ'ল দেশ শাসন। তৎসঙ্গে শুরু হ'ল ইসলামের পদদলন ও মুসলিম নির্যাতন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ ছাহেব সপরিবারে নিহত হ'লে শুরু হয় ক্ষমতার পালাবদল। এদেশের শাসকগোষ্ঠীর শুভবুদ্ধির উদয় হয় যে, এদেশের অধিকাংশ মানুষই তো ইসলামী চেতনায় সমুন্নত। এদেরকে বিগড়ে দিলে তো পদ, অর্থ, সম্মান সবই হারাতে হয়। তাই নীতি পাল্টাল শাসকচক্র। ইসলামকে যে যার অনুকূলে নিতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল। তবে তা আন্তরিকভাবে নয়, মৌখিক! উপরে উপরে ইসলামের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালায়, কেউবা সংবিধানের কিছুটা আইন কেটে ছেটে সংযোজন-সংশোধন করলেও ইসলামী মূল্যবোধের দেখা মিলল না।

পালাক্রমে শাসকচক্র বদল হয়। ইসলামী মূল্যবোধের চেতনাদীপ্ত মুসলমানেরা শাসক বদলের সাথে সাথে আশার আলো দেখার আশা করে। কিন্তু আশা তো খাটি আশা হয়ে আসে না, শাসকচক্র নামমাত্র ইসলামী মূল্যবোধ গ্রহণ করলেও পশ্চাতে ইসলামী চেতনা বিনষ্টের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। সামরিক শাসক এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করে সংবিধানের প্রস্তাবনা সহ কিছু স্থানে ইসলামী ছাপ লাগাতে সমর্থ হন যাতে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন মানুষগুলি তাদের সাথে থেকে তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে সাহায্য করেন। তাঁর ৯ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে ইসলামী মূল্যবোধের নামে সরকার গঠন করেন জাতীয়তাবাদী শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু এবারও ইসলামী মূল্যবোধের কোন অগ্রগতি হয়নি। অগ্রগতি হয়েছে এতটুকুই যে ইসলামী মূল্যবোধের ভাঁজ ধরে তাঁরা ক্ষমতায় যেতে পেরেছেন।

* *জোংড়া, সরকারেরহাট, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।*

প্রচলিত গণতন্ত্রের 'আশীর্বাদে' ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসে কমিউনিজমের ধাচে গড়া আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী। তারা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তারা পূর্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শুরু করে আলেম-ওলামা, দাঁড়ি-টুপি-পাগড়ী ওয়ালাদের উপর নির্মম অত্যাচার। বুলেটের গুলীতে ঝাঁঝরা করে দিল দ্বীনী হাফেযদের বুক, মিথ্যা মামলায় আটক হয় দ্বীনী ইলমধারী মুসলমানগণ। ইসলামকে বিকৃত, কটাক্ষ করে প্রকাশ করে গ্রন্থ সমগ্র। কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে তা পোষ্টারিং করে মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে মারাত্মক আঘাত করা হয়। ছালাতরত মুছল্লীদের উপর নিমর্ম অত্যাচার চালানো হয়। সংস্কৃতির নামে হিন্দুয়ানী ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চালু করা হয়, শিখা অনির্বান, শিখা চিরন্তন, মঙ্গলপ্রদীপ, তিলক চন্দন ইত্যাদির ব্যবহার চালু করে ইসলামী মূল্যবোধের শিকড় উপড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

অবশেষে অতিক্রান্ত হয় পাঁচ বছর। নির্বাচিত হয় ইসলামী মূল্যবোধের চেতনাসম্পন্ন চার দলীয় ঐক্যজোট। এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের চোখ আবারও আশায় চকচক করে উঠল! কিন্তু হায় ঠুটো জগন্নাথের আর হাত গজাল না। যেই তো সেই। হকপন্থী, সত্যবাদীদের হ'তে হচ্ছে লাঞ্ছিত। সন্ত্রাস, বোমা হামলা, ডাকাতি ইত্যাদির সাথে জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সেই মু'মিন-মুসলমানদের যারা সত্যের সন্ধানে নির্ভীক, রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ, আল-কুরআনের আইন বাস্তবায়ন, দেশ ও মানবতার সেবায় যাঁরা জীবন বিলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত তাদেরকে। যারা বাংলার সোনার ছেলেদের খাঁটি সোনা বানানোর দায়িত্বে নিয়োজিত এসব ইসলামপ্রিয় দেশপ্রেমিক মহান নেতাদেরকে চরম হয়রানি করে কারারুদ্ধ করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে, শারিরীক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছে, রোজগারের পথ বন্ধ করে দিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করেছে। কোথায় কোন সন্ত্রাসীর মাথায় টুপি, মুখে দাঁড়ি দেখে গণহারে দাঁড়ি-টুপিওয়ালাদের জেল-যুলুম, নির্যাতন, কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা সম্পন্ন বই কারো হাতে দেখলে সে জঙ্গী-সন্ত্রাসী, ইসলামী নীতি-নৈতিকতাকে আকড়ে ধরলে তাকে বলা হচ্ছে মৌলবাদী। এভাবেই ইসলামী মূল্যবোধের ধারা আজ বর্তমান। এতদস্বত্ত্বেও ইসলামী মূল্যবোধের সরকার কর্তৃক ইসলাম ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের উপর বর্তমানের মত এত অত্যাচার, এত নির্যাতনের দৃশ্য আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। বিশেষতঃ ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য আপোষহীন(!) সংগ্রাম চালাতে সদা প্রস্তুত জ্ঞাতিগোষ্ঠী আজ এত নীরব কেন? কেন তাঁরা আজ এত প্রসন্ন চিত্তে উপভোগ্য নেত্রে এসব দেখেও না দেখার ভান করে নিজেদের অন্তঃসারশূণ্যতাকে ঢাকতে চাচ্ছেন? দ্বীনের খেদমতের পরিবর্তে ক্ষমতা দখলের লকলকে উদগ্র বাসনাই তাঁদের মধ্যে যে বেশী লক্ষনীয় তা আর অপরিষ্কার নয়। হামিদ কারজাইদের উত্তরসূরি হ'তে এতটুকু সময় তাঁরা নিলেন না। ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের স্বরূপ এভাবেই জনগণের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে আস্তে আস্তে। যে মহান শিক্ষাগুরু সন্ত্রাসবাদ, নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে তাঁর সংগঠনকে পরিচালনা করেন, সেই সংগঠনকে বলা হচ্ছে জঙ্গী সংগঠন এবং তাঁকেই আটকানো হচ্ছে সন্ত্রাসের ফ্রেমে। তিনি নাকি বোমা হামলাকারী! সন্ত্রাসী! ছি...! ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদারদের নির্লজ্জতার এ কী চিত্র!

অতীতে দেখা গেছে দেশের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ পাশ্চাত্য শক্তি এদেশের উপর জেঁকে বসেছিল। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ রাজবল্লভ, ঘসেটি বেগম এদের চক্রান্তে পতন হয় নবাব সিরাজুদ্দৌলার। অতঃপর নামমাত্র নবাব হয় মীরজাফর। কিন্তু প্রকৃত শাসক হয় ব্রিটিশ শক্তি। আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে তালেবান কারজাই বিরোধের জের ধরে পাশ্চাত্য শক্তি আফগানিস্তানে শিকড় গেড়ে বসল! শী'আ-সুন্নী, কুর্দীর কোন্দলে সেই পাশ্চাত্য শক্তি আসন করে নিল ইরাকে। এখন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে ইরান, সিরিয়া-লিবিয়ার প্রতি। তারা কোন দেশের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। বক যেমন তার এক চোখ বন্ধ করে এক পা তুলে অধীর আগ্রহে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে পুটি মাছের জন্য। কখন সুযোগ পায় খপ করে পুটি মাছকে ধরে খায়। তেমনি পাশ্চাত্য শক্তিও সেই বকের মত অপেক্ষায় আছ যখনই সুযোগ পাবে তখনই নির্লজ্জের মত ঠোকর মারবে।

আজ ইসলামী মূল্যবোধের সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্যের সেই বক এক চোখ বন্ধ করে এদেশের দিকে চেয়ে আছে। যদি পুটি মাছের মত লাফালাফি, কামড়া-কামড়ি করে নিজেরাই নিস্তেজ হয়ে পড়ি তাহ'লে বক তার আহার করতে যথেষ্ট সময় পাবে। তাই আজ খুবই প্রয়োজন প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার। মুখে ইসলাম, অন্তরে হরিনাম হ'লে তার পরিণাম দেশের জনগণ বিপর্যয়ের গভীরে হারিয়ে যাবে। ঈমানের যেমন তিনটি শর্ত (১) মুখে উচ্চারণ করা (২) অন্তরে বিশ্বাস করা (৩) কার্যে পরিণত করা, তেমনি ইসলামী মূল্যবোধেরও এরূপ তিনটি শর্ত অবশ্যই পূরণীয়। শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ইসলামের কথা বলে জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য নয়, প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধকে ধারণ ও লালন করতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে যেমন ইসলামী মূল্যবোধকে ধারণ করা হয়, তৎসঙ্গে রাষ্ট্র শাসন নীতিতে ইসলামী মূল্যবোধের স্থান দিতে হবে। সেই সাথে আচার-আচরণেও ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী ফায়ছালা করতে হবে। তবেই প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। রক্ষা হবে দেশ-সমাজ-জাতি। আর যদি মুখে ইসলামী মূল্যবোধ আর অন্তরে কুস্বার্থ পরিপোষনের মত মিরজাফরী চরিত্রের আরো উন্নতি সাধন হয়, তাহ'লে নবাব সিরাজুদ্দৌলা, ইরাক-আফগানিস্তানের মত ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। আল্লাহ এই দেশ-জাতি ও ইসলামকে হেফাযত করুন- আমীন!!

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'আল-হিসবা'-র অপরিহার্যতা

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

হিজরী পঞ্চদশ শতকের শুরুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার যে সূত্রপাত হয়েছে, সমকালীন আর্থ-সামাজিক সমস্যার মুকাবেলা এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান সেক্ষেত্রে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারণের মাধ্যমে সুবিচার (আদল) ও কল্যাণ (ইহসান) প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী দিক-নির্দেশনা যেমন যরূরী, তেমনি আয়াসসাধ্য ব্যাপারও বটে। এই কাজে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণকে একদিকে যেমন সমসাময়িক কালের সমস্যাবলী গভীরভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণা করতে হবে অন্যদিকে তেমনি ইসলামী মূল্যবোধের ও নীতিমালার আলোকে সেসবের সমাধান ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পাশাপাশি ইসলামের সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগের ইতিহাস ও অন্যান্য বই এবং সন্দর্ভসমূহও গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে এ প্রসঙ্গে সে যুগে লিখিত এমন কিছু বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে আপাতঃদৃষ্টিতে যেগুলি শুধুমাত্র ফিক্বহ ও হাদীছ শাস্ত্রের চর্চা বলে বিভ্রম হ'তে পারে। প্রকৃতপক্ষে সেসব বই ও দীর্ঘ প্রবন্ধে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কে রয়েছে গভীর পর্যালোচনা ও দিক-নির্দেশনা। 'আল-হিসবা' বিষয়ক আলোচনা তেমনি এক প্রসঙ্গ।

ব্যক্তি মানুষের পাশাপাশি সমষ্টি মানুষের কিসে কল্যাণ হবে, কিভাবে চললে তার ইহলৌকিক মঙ্গল ও উন্নতির সাথে সাথে পারলৌকিক মুক্তির পথও সুগম হবে এবং সেই সাথে রাষ্ট্রেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তার সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ রয়েছে ইসলামে। ইসলামের সেই কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক পদক্ষেপের শুরু হয় রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সময় হ'তে। তার ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) এবং মনীষী ও চিন্তাবিদদের হাতে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হ'তে পারে, সমাজবিরোধী কাজের মাধ্যমে দেশের ও জনগণের অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে। এরই প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'আল-হিসবা'-র প্রতিষ্ঠা।

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

কল্যাণ রাষ্ট্রের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদানের ধারণা আধুনিক অর্থনীতিতে একেবারে সাম্প্রতিক। বলা যায়, ১৯৩০-এর দশকের পরে। কুখ্যাত মার্কিনী মহামন্দা দূরীকরণ এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভগ্নদশায় উপনীত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার জন্য জন মের্নাড কেইনস ও তাঁর অনুসারীদের প্রয়াসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, সীমিত নিয়ন্ত্রণ, সামষ্টিক উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদানেরও উদ্যোগ শুরু হয়। এর কিছুকাল পূর্ব হ'তে ইউরোপে 'ফেবিয়ান সোশ্যালিষ্ট' (Fabian Socialist) ও 'ইউটোপিয়ান সোশ্যালিষ্টরা' (Utopian Socialist) একই সঙ্গে ব্যক্তিকল্যাণ ও সমষ্টিকল্যাণ তথা রাষ্ট্রীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা কখনো কাজে বাস্তব রূপ লাভ করেনি। বরং এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে অস্ত্রের জোরে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সর্বময় ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় সামষ্টিক উন্নতি ও কল্যাণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, মানব প্রকৃতিবিরোধী এই পদক্ষেপ কল্যাণ বয়ে আনেনি, বরং স্বগৃহেই তা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে, ১৭৭৬ সালে এ্যাডাম স্মীথের "An Inquiry into the Causes of the Wealth of Nations" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক অর্থনীতি চর্চার যুগের সূত্রপাত। সেই সাথে সেক্যুলার অর্থনীতিরও। শুরু হয় মানুষের নানাবিধ অর্থনৈতিক প্রয়াস ও বাণিজ্যিক কর্মোদ্যোগের সুনির্দিষ্ট আধুনিক নামকরণ। এই যুগে ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ থেকে অর্থনীতিকে বিচ্যুত করা হয় এবং একই সঙ্গে সমষ্টির চাইতে ব্যষ্টিই বেশী গুরুত্ব পেতে শুরু করে। উপরন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি ও কতখানি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কতখানি জনকল্যাণধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে এই সেক্যুলার অর্থনীতি থাকে একেবারে নিশ্চুপ। অনেক পরে এ.সি. পিগু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Wealth Economics" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেও প্রধানতঃ সেই আলোচনা ছিল ব্যক্তির লাভালাভ নিয়ে, বিশাল জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের কল্যাণ তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল না।

এর বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতির 'আল-হিসবা' এক অনন্য সাধারণ ব্যতিক্রম। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং সুবিচার ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'আল-হিসবা'-র প্রতিষ্ঠা ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আরবী শব্দ 'হিসবা'-র ধাতুগত অর্থ গণনা বা পুরস্কার। এই ধাতু হ'তে উৎপন্ন শব্দ 'ইহতেসাব'-এর অর্থ 'কোন বিষয় বিবেচনায় আনা' 'অন্যের জন্য কৃত সৎ কাজের জন্য আখিরাতে আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা'। ব্যবহারগত দিক থেকে হিসবার অর্থ এমন এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যার দায়িত্ব সৎ কাজে মানুষকে সহায়তা করা বা নির্দেশ দেওয়া (আমর

বিল মা'রূফ) এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়া বা নিরস্ত করা (নাহী আনিল মুনকার)। বস্তুতঃ ইসলামী অর্থনীতির তথা রাষ্ট্রের দায়িত্বই হচ্ছে এমন ব্যবস্থার আয়োজন করা, যার দ্বারা অপরিহার্যভাবেই সুনীতির (মা'রূফ) প্রতিষ্ঠা হবে এবং দুর্নীতির (মুনকার) উচ্ছেদ হবে।

মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসূলে করীম (ছাঃ) প্রথমদিকে এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নেন। বহু প্রসিদ্ধ হাদীছ হ'তে জানা যায়, তিনি নিজেই বাজার পরিদর্শন করেছেন, ব্যবসায়ীদের ওযনে কারচুপি ও দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশাতে নিষেধ করেছেন, মজুদদারীর (ইহতিকার) বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যখনই কাউকে জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখেছেন, তাকে কঠোরভাবে দমন করেছেন। অনুরূপভাবে পানির নহরের ব্যবস্থাপনা, খেজুর বাগানের তত্ত্বাবধান, ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি প্রত্যক্ষভাবে নযর রেখেছেন। এজন্যই ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে প্রথম 'মুহতাসিব' (আল-হিসবার দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত ব্যক্তি) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলে তিনি মদীনায় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে এবং মক্কায় সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ)-কে মুহতাসিব হিসাবে নিয়োগ করেন।

খুলাফায়ে রাশেদার আমলে 'মুহতাসিবে'র দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয়। জনকল্যাণের সাথে ধর্মের তথা ইহকালীন সাফল্যের সাথে পারলৌকিক পুরস্কার লাভের যে অনুভূতি মিশ্রিত রয়েছে, ইসলামী শাসন ও সভ্যতার পতনকাল পর্যন্তও তা অক্ষুণ্ন ছিল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শাসনামলে সেক্যুলার সভ্যতার যাঁতাকলে এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব নিদারুণভাবে হ্রাস করা হয় এবং মুসলিম প্রধান এলাকাতেই দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'তে ধর্মীয় অনুভূতি ও দায়িত্ব লোপের প্রয়াস চালানো হয়। 'আল-হিসবা'র অন্তর্ভুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নব্যসৃষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। নতুন কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীলগণ ধর্মীয় তাকীদ ও অনুভূতি বিবর্জিতভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালনে তৎপর হন। ইসলামী সভ্যতার পতনের পূর্বেও ইসলামী শাসনাধীন বিস্তীর্ণ এলাকায় নানা নামে 'মুহতাসিবে'র পদটি চালু ছিল বলে জানা যায়। যেমন বাগদাদের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহের দায়িত্বশীলের পদবী ছিল 'মুহতাসিব' উত্তর আফ্রিকায় এটি ছিল 'সাহিবুস সূক', তুরস্কে ছিল 'মুহতাসিব আগাজী' এবং ভারতবর্ষে 'কোতোয়াল'।

আল-হিসবা বিষয়ে খুলাফায়ে রাশে (রাঃ)-এর পরবর্তী যুগ হ'তে শুরু করে ইসলামী শাসনামলের পতন যুগ পূর্ব পর্যন্ত বহু খ্যাতনামা হাদীছবেত্তা, ফক্বীহ ও আইনবেত্তা অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেসবকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে আল-হিসবার তত্ত্ব ও দর্শন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে মুহতাসিবের (আল-হিসবার দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত ব্যক্তি) দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ ও সেসব যথাযথ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা।

এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন প্রখ্যাত মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)। তাঁর সুবিখ্যাত 'আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম' গ্রন্থে এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। তিনি মুহতাসিমের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি নিয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে মুহতাসিবের কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে দ্বীনি আহকাম বাস্তবায়ন জুয়া ও সূদের কারবার উচ্ছেদ বাজার তদারকী, দ্রব্যমূল্যের উপর নযরদারী, সরকারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান এবং সম্পদের মালিকানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

অন্যান্য যাঁরা আল-হিসবার পরিধি এবং মুহতাসিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী, আবু ওবায়েদ, ইবনু হাযম এবং ইবনুল ক্বাইয়িম। বিশেষতঃ শেষোক্ত জনের 'আত-তুরুকুল হুক্মিয়াহ'-তে জনস্বার্থ সংরক্ষণ, ন্যায়সঙ্গত মূল্য, উপযুক্ত মজুরী নির্ধারণ ও বাজারে কোনভাবে অপূর্ণতা থাকলে তা দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা গ্রহণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আক্ষেপের বিষয়, মুসলমানদের সেই সোনালী দিনের কার্যক্রমের সাথে আজকের মুসলিম রাষ্টসমূহের সরকার বা জনগণের কোন সাযুজ্য বা সম্পর্ক নেই। ইতিহাস বিস্তৃতি ও পুঁজিবাদী ভোগপ্রবণতা আজ এতই প্রকট হয়েছে যে, ইসলামী অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল উপদানগুলিকে প্রতিনিয়তই অবহেলা ও উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেজন্যই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এলাহী মদদ হ'তে যেমন আজ মুসলিম উম্মাহ বঞ্চিত তেমনি অপমান ও লাঞ্ছনা তার নিত্যদিনের প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন ও তার বাস্তব অনুশীলন।

মনীষী চরিত

শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

৩. আত-তা'লীকুল মুগনী আলাদ-দারাকুৎনীঃ

সুনানে দারাকুৎনী হাদীছ শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত সংকলন। অথচ এমন একটি গ্রন্থ মুদ্রিত না থাকায় ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত কষ্ট করে উহার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তার দ্বারা উপকৃত হতেন। সেকারণ আযীমাবাদী চড়া দামে সুনানে দারাকুৎনীর একটি পাণ্ডুলিপি ক্রয় করেন। অতঃপর বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭হিঃ/১৮৩২-৯০খৃঃ) এবং শায়খ রফীউদ্দীন শুকরানবীর (মৃঃ ১৩৩৮) কাছে সংরক্ষিত সুনানে দারাকুৎনীর আরো দু'টি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তার ক্রীত কপির সাথে মিলিয়ে একটি বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করেন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনীও সংযোজন করেন।[৬৬] আযীমাবাদী বলেন,

هذه تعليقات شتى علقتها على السنن للإمام علي بن عمر بن أحمد الدارقطني وقت مطالعة ذلك الكتاب المبارك، اكتفى فيها على تنقيد بعض أحاديثه وبيان علله، وكشف بعض مطالبه على سبيل الإيجاز والاختصار، آخذاً من كتب هذا الفن المبارك، عسى الله أن ينفع بها من يريد مطالعته، أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصا لوجهه ويدخرها ذخيرة لعاقبتي.

'ইমাম আলী বিন ওমর বিন আহমাদ আদ-দারাকুৎনী (রহঃ)-এর বরকতময় সুনান গ্রন্থটি অধ্যয়নকালে আমি উহার এই টীকা-টিপ্পনীগুলি রচনা করেছি। এই বরকতময় শাস্ত্র তথা হাদীছ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর আলোকে আমি উক্ত গ্রন্থটির কতিপয় হাদীছের সমালোচনা করা, উহার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা এবং সংক্ষিপ্তাকারে উহার কতিপয় উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা যথেষ্ট মনে করেছি। আশা করা যায় আল্লাহ এর দ্বারা অধ্যয়নকারীর উপকার সাধন করবেন। আল্লাহ যেন এটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিচিত্তে কবুল করেন এবং আমার (পরকালীন) ফলাফলের জন্য সঞ্চিত ধন রূপে জমা করে রাখেন'।[৬৭]

সুনানে দারাকুৎনীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে আযীমাবাদীর উক্ত গ্রন্থটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তাই বর্তমানকালের মুহাদ্দিছগণ এই গ্রন্থটিকে বিশেষ যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করে থাকেন।[৬৮]

এ গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. গ্রন্থটির শুরুতে গ্রন্থকার তিনটি পরিচ্ছেদ সম্বলিত একটি মূল্যবান ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। ১ম পরিচ্ছেদে ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)-এর জীবনী, ২য় পরিচ্ছেদে ইমাম দারাকুৎনী থেকে সুনানে দারাকুৎনী যে সকল রাবী বর্ণনা করেছেন তাদের ও উহার বিভিন্ন কপির মধ্যে বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে এবং ৩য় পরিচ্ছেদে টীকাকার আযীমাবাদী হ'তে ইমাম দারাকুৎনী পর্যন্ত সুনানে দারাকুৎনীর সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৬৯]

২. এতে তিনি সনদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখপূর্বক হাদীছের তাখরীজ করেছেন এবং সনদে উল্লেখিত রাবীদের সম্পর্কে সমালোচক মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য পেশ করেছেন। এসব ক্ষেত্রে জা'রহ-তা'দীল (হাদীছ সমালোচনা শাস্ত্র), আসমাউর রিজাল, ত্বাবাকাতুর রুওয়াত (রাবীদের স্তর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী), ইতিহাস ও সীরাহ-এর প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছেন।

৩. হাদীছের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২)-এর বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' থেকে সংকলন করেছেন এবং বিস্তারিত জানার জন্য পাঠককে হাদীছের অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

৪. তিনি বর্ণনাকারীগণের নাম অথবা দুর্বোধ্য শব্দাবলীর হরকত প্রদান করেছেন। যেমন- 'পবিত্রতা' অধ্যায়ের ৮নং হাদীছে উল্লেখিত الدربى। শব্দের হরকত প্রদান করতে গিয়ে বলেন, وهو بفتح الدال المهملة وسكون الراء وفى آخرها باء موحدة- 'শব্দটির নুকতাবিহীন 'দাল' বর্ণটি যবর, 'রা' বর্ণটি সাকিন এবং শেষে এক নুকতাওয়ালা 'বা' বর্ণটি রয়েছে'। অনুরূপভাবে একই অধ্যায়ের ৪নং হাদীছের الحديثة। শব্দের হরকত দিতে গিয়ে বলেন, بفتح الحاء اسم موضع 'হা' বর্ণে যবর। একটি স্থানের নাম'।[৭০]

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৬. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১০৫-১০৭।*

৬৭. *শামসুল হক আযীমাবাদী, আত-তা'লীকুল মুগনী আলাদ-দারাকুৎনী (বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ৩য় সংস্করণঃ ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭।*

৬৮. *ডঃ মুহাম্মাদ ইকরামুল ইসলাম, ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন উমার আদ-দারাকুতনীঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃঃ ১৫৬।*

৬৯. *আত-তা'লীকুল মুগনী ১/৭-১২।*

৭০. *ঐ, ১/১৬।*

৫. টীকা- টিপ্পনীর ক্ষেত্রে তিনি সুনানে দারাকুৎনীর কতিপয় ইবারত উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩১০ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে দু'খণ্ডে (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৪) এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৮৬হিঃ/১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে কায়রোর 'দারুল মাহাসিন' প্রকাশনী থেকে ২য় সংস্করণ[৭১] এবং বৈরুতের 'আলামুল কুতুব' প্রকাশনী থেকে ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ১ম দু'খণ্ডের ৩য় সংস্করণ এবং ১৪০৬হিঃ/১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৪. ই'লামু আহলিল আছর বিআহকামি রাক'আতায়িল ফাজরঃ

এ গ্রন্থে তিনি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত, আদায়ের সময়, পঠিতব্য সূরা, এতে ক্বিরাআত জোরে না আস্তে, তা আদায় করার পর শোয়া সুন্নাত, ফজরের ফরয ছালাতের পর কথা বলা ও পঠিতব্য দো'আয়ে মাছূরা, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত ফজরের পর নফল ছালাত আদায় মাকরূহ, ইক্বামত দেয়ার পর মুক্তাদীর ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত শুরু করা মাকরূহ, ছালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়, যে ব্যক্তি ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে পারেনি সে ফরয ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে তা আদায় করতে পারবে কি-না, সুন্নাত ও নফল ছালাত কাযা করা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন।

এ গ্রন্থে লেখক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে- প্রত্যেক অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীছ ও আছারসমূহ উল্লেখ করে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীছের ভাষ্যকার ও মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য পেশ করেছেন। অতঃপর সেগুলি পর্যালোচনা করে সবচেয়ে শক্তিশালী ও দলীলের নিকটবর্তী মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে বিরোধীরা যেসব হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করেছেন সেগুলির যথোচিত সমালোচনা করেছেন, হাদীছগুলি ছহীহ কি-না যঈফ তা বর্ণনা করেছেন। সনদে কোন দুর্বল, মিথ্যুক বা মিথ্যার দোষে দুষ্ট রাবী থাকলে তা উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যাপারে হাদীছ সমালোচনা বিশারদদের মতামত উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটিতে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর লেখক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে পারেনি, সে ফরয ছালাতের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে তা আদায় করে নিবে। আর যে সূর্যোদয়ের পূর্বে আদায় করতে পারেনি, সে সূর্যোদয়ের পর আদায় করবে। 'সুন্নাত কাযা করা যায় না' বলে যেন তা ছেড়ে না দেয়।

গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী বলেন, 'এটি স্নেহধন্য শামসুল হকের এক অনন্য কীর্তি। এতে তিনি দলীলের আলোকে ফজরের সুন্নাত ছালাতের আদব এবং তৎসংশ্লিষ্ট দশটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যা দর্শনে চক্ষু শীতল এবং আত্মা প্রফুল্ল হয়'। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৩০৬ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে এবং ২য় সংস্করণ লায়েলপুর, পাকিস্তানের 'ইদারাতুল উলূম আল-আছারিয়া' থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. আল-আকওয়ালুছ ছহীহাহ ফী আহকামিন নাসীকাহ (ফার্সী)ঃ

এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীছের আলোকে আক্বীকা ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসায়েল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দিল্লীর 'ফারূকী প্রেস' থেকে ১২৯৭ হিজরীতে এটি প্রকাশিত হয়।

৬. আত-তাহকীকাতুল উলা বিইছবাতি ফারযিইয়াতিল জুম'আহ ফিল কুরা (উর্দূ)ঃ এ গ্রন্থে তিনি গ্রামে জুম'আর ছালাতের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয় কি-না, হানাফী বিদ্বানদের গ্রন্থাবলীতে জুম'আ আদায়ের জন্য যে শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি কি ছহীহ হাদীছ থেকে গৃহীত? জুম'আর ছালাত আদায়ের পর অনেকে যোহরের ছালাত আদায় করে, এটা জায়েয কি-না এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এটি পাটনার 'আহমাদী প্রেস' থেকে ১৩০৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৭. তা'লীকাত আলা 'ইস'আফিল মুবাত্ত্বা'ঃ জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১) রচিত 'ইস'আফুল মুবাত্ত্বা বিরিজালিল মুওয়াত্ত্বা' গ্রন্থের এটি সংক্ষিপ্ত টীকা। আযীমাবাদী কৃত টীকাসহ মূল গ্রন্থটি দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে ১৩২০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৮. রাফউল ইলতিবাস আন বা'যিন নাসঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীর ২৪ জায়গায় وقال بعض الناس (কতিপয় লোক বলেছেন) বলে কিছু মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সমালোচনা করেছেন। এর প্রত্যুত্তরেই জনৈক হানাফী আলেম 'বা'যুন নাস ফীদাফয়িল ওয়াসওয়াস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এতে তিনি হানাফী মাযহাবের তাকলীদ করতে গিয়ে প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরে গেছেন। তাই এ গ্রন্থের জবাব দানের জন্য আযীমাবাদী উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে তিনি দলীল-প্রমাণের আলোকে ইমাম বুখারীর বর্ণিত মাসআলাগুলি বিবৃত করেছেন। দিল্লীর 'মোস্তফাঈ প্রেস' থেকে ১৩১১ হিজরীতে এর ১ম সংস্করণ, মুলতানের 'শামসিয়া প্রেস' থেকে ১৩৫৮ হিজরীতে ২য় সংস্করণ এবং বেনারসের জামে'আ সালাফিয়া থেকে ১৩৯৬ হিঃ/১৯৭৬ সালে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৯. উকূদুল জুমান ফী জাওয়াযে তা'লীমিল কিতাবাহ লিন নিসওয়ান (ফার্সী)ঃ মহিলারা জ্ঞানার্জন করতে পারবে কি-না এ প্রশ্নের জবাব দান করা হয়েছে এ গ্রন্থে। ১৩১১ হিজরীতে দিল্লীর 'ফারূকী প্রেস' থেকে 'বুলূগুল মারাম' এর বিখ্যাত ভাষ্য 'সুবুলুস সালাম'-এর শেষে এবং এর আরবী অনুবাদ ১৩৮১হিঃ/১৯৬১ সালে দামেশকের

---

৭১. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১১১-১২।*

'আল-মাকতাবুল ইসলামী' থেকে প্রকাশিত হয়।

১০. ফাতাওয়া রাদ্দে তা'যিয়াদারী (উর্দূ)ঃ তা'যিয়া নির্মাণ কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত কি-না? তওবা করার পর যদি কেউ এরূপ কর্ম সম্পাদন করে তবে তার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি? যেসব হানাফী তা'যিয়া প্রস্তুতকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তাদেরকে ভালবাসে, তাদের সাথে শোক ও আনন্দ প্রকাশে অংশগ্রহণ করে এবং তাদেরকে তাদের জঘন্য কাজ থেকে নিষেধ করে না, তাদের ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে? এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে উক্ত গ্রন্থে। বেনারসের 'মাতবা'আতু সাঈদ আল-মাতাবে' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশ সন অনুল্লিখিত।

১১. আল-কাওলুল মুহাক্কাক (ফার্সী)ঃ জন্তু খাসী করা শরীয়তে জায়েয আছে কি-না এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে ছোট্ট এই পুস্তিকাটিতে। ১৩০৬ হিজরীতে অপরাপর কয়েকটি গ্রন্থের সাথে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

১২. আল-কালামুল মুবীন ফিল জাহরি বিত-তামীন ওয়ার রাদ্দি আলাল 'কাওলিল মাতীন' (উর্দূ)ঃ এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ আলী মির্যাপুরী আমীন আস্তে বলার স্বপক্ষে 'আল-কাওলুল মাতীন ফী ইখফায়িত তামীন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আযীমাবাদী মির্যাপুরীর গ্রন্থে উল্লেখিত সকল দলীলের প্রত্যুত্তর প্রদান করে আমীন জোরে বলা প্রমাণ করেন। ১৩০৩ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৩. আল-মাকতূবুল লাতীফ ইলাল মুহাদ্দিছ আশ-শারীফঃ এ গ্রন্থে তিনি 'ইজাযা' (সনদ) বিশেষ করে 'ইজাযা আম্মাহ' এর প্রকার, এর শুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মতপার্থক্য, দলীল-প্রমাণ, যে সমস্ত মুহাদ্দিছ 'ইজাযা আম্মাহ' প্রদান করেছেন তাদের জীবনী প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করে শেষের দিকে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীকে 'ইজাযা' সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন করেছেন। অন্যান্য পাঁচটি পুস্তিকার সাথে ১৩১৪ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

১৪. হিদায়াতুন নাজদায়ন ইলা হুকমিল মু'আনাকা ওয়াল মুছাফাহা বা'দাল ঈদায়ন (উর্দূ)ঃ ঈদের ছালাতের পর মুছাফাহ ও মু'আনাকা (কোলাকুলি) করার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য কি? উভয়ের হুকুম কি একই? না এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে? এর সময় ও স্থান কি? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। পাটনার 'আহসানুল মাতাবি' থেকে এটি প্রকাশিত হয়। জীবনীকার মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেছেন।

১৫. গুনয়াতুল আলমাঈঃ হাদীছ ও উছূলে হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। তাবারানীর 'আল-মু'জামুছ ছাগীর' এর সাথে ১৩১১ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে এবং ১৩৮৮হিঃ/ ১৯৬৮ সনে মদীনা মুনাউওয়ারার 'সালাফিয়া লাইব্রেরী' থেকে দ্বিতীয়বার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৬. তুহফাতুল মুতাহাজ্জিদীন আল-আবরার ফী আখবারে ছালাতিল বিতর ওয়া কিয়ামে রামাযান আনিন নাবিইয়িল মুখতার (অপ্রকাশিত)ঃ এতে তিনি বিতর ও তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছ ও আছারগুলিকে সংকলন করেছেন।

১৭. তাযকিরাতুন নুবালা ফী তারাজুমিল ওলামা (ফার্সী, অপ্রকাশিত)ঃ এ গ্রন্থে তিনি ভারতের বিশেষতঃ বিহার ও পাটনার ওলামায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা করেছেন।

১৮. সীরাতে শায়খ মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ ঝাউ ইলাহাবাদী (অপ্রকাশিত ও অপূর্ণাঙ্গ)ঃ এ গ্রন্থে তিনি প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ঝাউ-এর জীবনী আলোচনা করেছেন।

১৯. ফাযলুল বারী শারহু ছুলাছিয়াতিল বুখারী (অসম্পূর্ণ)ঃ ছহীহ বুখারীতে পুনরুল্লেখ সহ ২২টি আর পুনরুল্লেখ ব্যতীত ১৬টি ছুলাছিয়াত হাদীছ রয়েছে। আযীমাবাদী এ সকল হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এ গ্রন্থে।

২০. আন-নাজমুল ওয়াহ্হাজ ফী শরহে মুক্বাদ্দামাতিছ ছহীহ লিমুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ (অপ্রকাশিত)ঃ ইমাম মুসলিম ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় হাদীছ শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আযীমাবাদী উক্ত গ্রন্থে 'মুক্বাদ্দামা মুসলিম'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

২১. নুখবাতুত তাওয়ারীখ (ফার্সী, অপ্রকাশিত)ঃ এ গ্রন্থে তিনি আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা করেছেন।

২২. আন-নূরুল লামে' ফী আখবারে ছালাতিল জুম'আ আনিল নাবিইয়িশ শাফি' (অপূর্ণাঙ্গ ও অপ্রকাশিত)ঃ জুম'আর ছালাত সম্পর্কে যেসব হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সেগুলি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

২৩. নিহায়াতুর রুসূখ ফী মু'জামিশ শুয়ূখ (অপ্রকাশিত)ঃ আযীমাবাদীর শিক্ষক এবং তার সনদের সিলসিলায় যে সমস্ত মনীষী আছেন তাদের জীবনী আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

২৪. আল-বিজাযাহ ফিল ইজাযাহ (অপ্রকাশিত)ঃ আযীমাবাদী তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে যেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন অথবা শ্রবণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে বর্ণনার অনুমতি লাভ করেছেন সেসব গ্রন্থের সনদ বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

২৫. হাদিইয়াতুল লাওযাঈ বিনিকাতিত তিরমিযী (অপ্রকাশিত)ঃ ইমাম তিরমিযীর জীবনী, তাঁর শিক্ষক মণ্ডলী, তিরমিযীর ভাষ্যকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

২৬. গায়াতুল বায়ান ফী হুকমি ইসতি'মালিল আনবার ওয়ায যা'আফরান।

২৭. তা'লীকাত আলা সুনানিন নাসাঈ।

২৮. তাফরীহুল মুতাযাক্কিরীন ফী যিকরে কুতুবিল মুতাআখখেরীন।

২৯. তানকীহুল মাসায়েল (ফাতাওয়া সংকলন)।

৩০. আর-রিসালাহ ফিল-ফিক্বহ।[৭২]

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আযীমাবাদীঃ

১. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী বলেন, 'তিনি এমন বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁর জন্য হিন্দুস্তান এখনও গর্ব করতে পারে। তিনি আজীবন ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। হাদীছের জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে সুদূর মদীনা, ইয়েমেন এবং নাজদ থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসত। হাদীছে সুনানে আবূদাঊদের উৎকৃষ্ট শরাহ তিনি লিখেন। এ শরাহ পাঠ করে আরব-আজমের যবান থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য নির্গত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে'।[৭৩]

২. জীবনীকার মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী বলেন,

كان رحمه الله جامعا بين العلوم العقلية والأدبية والدينية، متضلعا منها، ذا بصرتام بها، ولاسيما بعلم الحديث، فقد كان واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجالهما، قادرا على التمييز بين صحاح الأسانيد من ضعافها، يعرف المحفوظ، والمعلل، والشاذ، والمنقطع، والناسخ، والمنسوخ، والراجح، والمرجوح، وغيرها من أنواع الحديث كلها. قل من يدانيه فى معرفة أسماء الرجال والجرح والتعديل والطبقات فى عصره، وقد كان عارفا بمعانى الحديث وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، له قدرة واسعة فى شرح الحديث وكشف معضلاته، يتكلم فى المواضع التى ربما تشكل على الباحثين والمحققين، وكذلك كان عارفا بالخلاف بين المذاهب مع أدلتها، صائب الرأى فى الأمور التى هى من معارك الآراء.

'শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয়কারী ছিলেন। এগুলিতে বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ ও পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হাদীছের সনদ, মতন ও রিজাল শাস্ত্রে ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী, ছহীহ ও যঈফ সনদের মাঝে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম। তিনি মাহফূয, মু'আল্লাল, শায, মুনকাতি', নাসিখ-মানসূখ, প্রাধান্যযোগ্য ও প্রাধান্যদেয় ও হাদীছের অন্যান্য সকল প্রকার সম্পর্কে জানতেন। সমকালীন এমন আলেম কমই ছিল যিনি আসমাউর রিজাল, জারহ-তা'দীল ও তাবাকাত সম্পর্কে জ্ঞাতিতে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। হাদীছের মর্ম, ফিক্বহুল হাদীছ ও হাদীছ থেকে সূক্ষ্ম মাসআলা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন। হাদীছের ব্যাখ্যা ও দুর্বোধ্যতা নিরসনে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি এমন সব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন যা গবেষক ও মুহাদ্দিছগণের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। অনুরূপভাবে তিনি মাযহাবগুলির মতভেদ দলীলসহ জ্ঞাত ছিলেন। মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[৭৪]

৩. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, من كبار محدثى الهند الذين قادوا حركة السنة والسلفية، وأحد نوابغ العصر ممن يشار إليه بالبنان. 'ভারতের বড় বড় মুহাদ্দিছ, যারা সুন্নাহ ও সালাফী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম এবং সমকালীন ঐ সমস্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একজন যাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়'।[৭৫]

৪. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক তাঁর পি-এইচ.ডি থিসিসে আযীমাবাদী সহ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছাত্রের নামোল্লেখ করার পর বলেন, 'এঁরা সকলে হাদীছ শাস্ত্রের প্রসারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁদের শত শত ছাত্রদেরকেও এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সারা ভারতে প্রেরণ করেছিলেন' (who dedicated their lives for the spread of Hadith learning and who sent out hundreds of their own pupils all over India).[৭৬]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, হিজরী ত্রয়োদশ শতকের খ্যাতনামা ভারতীয় মুহাদ্দিছ ছিলেন আযীমাবাদী। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর নিরলস অনুশীলন ও সাধনা নিরুপমেয়। হাদীছের সনদ, মতন, আসমাউর রিজাল, জারহ-তা'দীল প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর মনীষার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতে হাদীছ শাস্ত্র প্রচার-প্রসারের অন্যতম দিকপাল। আমৃত্যু সুন্নাহর খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত করে হাদীছ শাস্ত্রের দিগ্বলয়ে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন তিনি। হাদীছ শাস্ত্রের এই মহীরুহ আহলেহাদীছ জামা'আতের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন অনন্তকাল। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাঊস দান করুন! আমীন!!

---

৭২. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭১-২৩০।*

৭৩. *আবুল হাসানাত আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, মূলঃ হিন্দুস্তান কী কাদীম ইসলামী দরসগাহেঁ, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ৪৯।*

৭৪. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৪৫।*

৭৫. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৫।*

৭৬. *Dr. Muhammad Ishaq, India's Contribution to the Study of Hadith Literature (Dhaka: Islmic Foundation Bangladesh, 3rd edition 1995), p. 175.*

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা মরণ

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

(২য় কিস্তি)

প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে হবেঃ

প্রত্যেক প্রাণীর মরণ নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়েই হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

'প্রত্যেকে সম্প্রদায়ের জন্যই এককেটি ওয়াদা রয়েছে। যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে' *(ইউনুস ৪৯)*। মরণের ভয়ে মানুষ যত সুরক্ষিত স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন মৃত্যু যথাসময়ে এবং যথাস্থানে পৌঁছবেই। আল্লাহ্‌র বাণী,

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরে অবস্থান কর' *(নিসা ৭৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দাঊদ (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মর্যাদাবান। যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেন, যাতে তিনি আসা পর্যন্ত অন্য কেউ তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হ'ল। এ সময় তাঁর স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখলেন যে, একজন পুরুষ লোক ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? তালাবদ্ধ ঘরে কিভাবে প্রবেশ করল? আল্লাহ্‌র কসম! দাঊদ (আঃ)-এর কাছে আমরা লজ্জায় পড়ব। এমনি সময় দাঊদ (আঃ) ফিরে এলেন এবং দেখলেন ঘরের মধ্যখানে একজন পুরুষ লোক দাঁড়িয়ে আছে। দাঊদ (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? লোকটি বলল, আমি সেই জন, যে রাজা-বাদশাকে তোয়াক্কা করে না এবং কোন আড়ালই তাকে আটকাতে পারে না। দাঊদ (আঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাহ'লে আপনি নিশ্চয়ই 'মালাকুল মঊত'? আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য আপনাকে স্বাগতম। এর অল্পক্ষণ পরেই তাঁর রূহ কবয করা হ'ল। অতঃপর তাঁকে গোসল দেওয়া হ'ল ও কাফন পরান হ'ল। ইতিমধ্যে সূর্য উদিত হ'ল। সুলায়মান (আঃ) পাখীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা দাঊদ (আঃ)-এর উপরে ছায়া করে রাখ। পাখীরা তাই করল। সন্ধ্যা হ'লে সুলায়মান (আঃ) পাখীদেরকে বললেন, তোমরা এখন পাখা সংকুচিত করে নাও। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, পাখীরা কিভাবে তাদের পাখা মেলেছিল এবং কিভাবে বন্ধ করেছিল তা তিনি নিজের হাত দিয়ে আমাদেরকে দেখাতে লাগলেন। দাঊদ (আঃ)-এর উপরে ঐ দিন ছায়া দানে দীর্ঘ ডানা বিশিষ্ট বায পাখীর ভূমিকাই প্রধান ছিল'।[৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একদিন মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। যখন তিনি মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলেন তখন তিনি তাকে চপেটাঘাত করলেন। ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে গিয়ে আরয করলেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট প্রেরণ করেছেন যিনি মৃত্যু চান না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাঁর কাছে পুনরায় যাও এবং তাকে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে বল। এ কথাটিও বল যে, তার হাতের নীচে যতগুলি চুল পড়বে তাঁকে তত বছরের আয়ু দেয়া হবে। মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারপর কি হবে? আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক তাহ'লে এখনই তা হয়ে যাক।[৯]

মানুষের মৃত্যু কখন আসবে, কোথায় আসবে এবং কিভাবে হবে তা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন। আর এ কারণে মানুষের উচিত সব সময় এই আগত অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) মুসলমান হয়ে অসংখ্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কোন যুদ্ধে তিনি মারা যাননি! মরণশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতঃ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি। তোমরা এসে দেখ যে, আমার শরীরের এমন কোন অঙ্গ নেই যেখানে বল্লম, বর্শা, তীর, তরবারি বা অন্যকোন অস্ত্রের চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিল না বলে আজ তোমরা দেখছ যে আমি গৃহে বিছানায় মৃত্যুবরণ করছি। সুতরাং কাপুরুষের দল আমার জীবন হ'তে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে'।[১০]

কবি যুহাইর বিন আবী সুলমা বলেন,

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه × إن يرم أسباب السماء بسلم

'যে ব্যক্তি মৃত্যুর কারণে পলায়ন করে তাকে মৃত্যু পেয়ে বসবেই। যদিও সে সিঁড়ির সাহায্যে আকাশমার্গেও

---

* *তুলাগাঁও, নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

৮. *আহমদ, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ২/৪২ পৃঃ।*
৯. *বুখারী, আল-বিদায়াহওয়ান নিহায়াহ ১/৭০২ পৃঃ।*
১০. *তাফসীর ইবনু কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, ৭/৪৮৪ পৃঃ।*

আরোহণ করে'।[১১]

এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুদীর্ঘ গল্প তাবেঈ মুজাহিদ (রহঃ)-এর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, পূর্ব যুগে একটি স্ত্রীলোক গর্ভবতী ছিল। তার প্রসব বেদনা উঠে এবং সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। সে তখন তার পরিচারককে বলে, যাও কোন জায়গা হ'তে আগুন নিয়ে এসো। পরিচারক বাহিরে গিয়ে দেখে যে দরজার উপর একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটি পরিচারককে জিজ্ঞেস করল স্ত্রীলোকটি কী সন্তান প্রসব করেছে? সে বলল, কন্যা সন্তান। লোকটি তখন বলল, জেনে রাখ যে, এ মেয়েটি একশ' জন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করবে এবং বর্তমানে স্ত্রীলোকটির যে পরিচারক রয়েছে শেষে তার সাথে এর বিয়ে হবে। আর একটি মাকড়সা তার মৃত্যুর কারণ হবে।

একথা শুনে চাকরটি সেখান থেকে ফিরে যায় এবং ঐ মেয়েটির পেট ফেড়ে দেয়। অতঃপর তাকে মৃত মনে করে তথা হ'তে পলায়ন করে। এ অবস্থা দেখে তার মা তার পেট সেলাই করে দেয় এবং চিকিৎসা করতে আরম্ভ করে। অবশেষে মেয়েটির ক্ষতস্থান ভাল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়। মেয়েটি যৌবনে পর্দাপণ করে। সে ছিল খুব সুন্দরী। তখন সে ব্যভিচার শুরু করে। আর ঐ দিকে চাকরটি সমুদ্রপথে পালিয়ে গিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করে এবং বহু অর্থ উপার্জন করে। দীর্ঘদিন পর প্রচুর ধন-সম্পদ সহ সে তার সেই গ্রামে ফিরে আসে। তারপর সে একটি বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে আমি বিয়ে করতে চাই। এ গ্রামের যে খুব সুশ্রী মেয়ে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। বৃদ্ধা তথা হ'তে বিদায় নেয়। ঐ গ্রামের ঐ মেয়েটি অপেক্ষা সুশ্রী মেয়ে আর একটিও ছিল না বলে সে তাকেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং বিয়ে হয়ে যায়। সে সব কিছু ত্যাগ করে লোকটির নিকট চলেও আসে। তার ঐ স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বলুন তো আপনি কে? কোথা হ'তে এসেছেন এবং কিভাবেই বা এখানে এসেছেন? লোকটি তখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বলে, এখানে আমি একটি স্ত্রীলোকের পরিচারক ছিলাম। তার মেয়ের সঙ্গে এরূপ কাজ করে এখান হ'তে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বহু বছর পরে এসেছি। তখন মেয়েটি বলে, যে মেয়েটির পেট ফেড়ে আপনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, আমি সেই মেয়ে। এ বলে সে তার ক্ষত স্থানের দাগও দেখিয়ে দেয়। তখন লোকটির বিশ্বাস হয়ে যায়। অতঃপর সে মেয়েটিকে বলে, তুমি যখন ঐ মেয়ে তখন তোমার সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা জানার আছে। তা এই যে, তুমি পূর্বে একশ' জন লোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। মেয়েটি তখন বলল কথা ঠিক, কিন্তু আমার গণনা মনে নেই।

লোকটি বলে, তোমার সম্পর্কে আমার আরও একটি কথা জানা আছে, তা হ'ল একটি মাকড়সা তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। যা হোক, তোমার প্রতি আমার খুবই ভালবাসা রয়েছে। কাজেই আমি তোমাকে একটি সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করে দিচ্ছি। তুমি সেখানে অবস্থান করবে। তাহ'লে সেখানে কোন পোকা-মাকড়ও প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর মেয়েটির জন্য সে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং সে সেখানেই বাস করতে থাকে। কিছুদিন পর একদা তারা স্বামী-স্ত্রী ঐ প্রাসাদের মধ্যে বসে রয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ ছাদের উপর একটি মাকড়সা দেখা গেছে। ওটা দেখা মাত্রই মেয়েটি বলে, আচ্ছা এটা আমার প্রাণ নেয় নেবে, কিন্তু আমিই এর প্রাণ নেব।

অতঃপর সে চাকরকে বলে, মাকড়সাটিকে আমার নিকট জ্যান্ত ধরে আন। চাকরটি ধরে আনে। সে তখন মাকড়সাটিকে স্বীয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দলিত করে। ফলে মাকড়সাটির প্রাণ নির্গত হয়। মাকড়সার দেহের যে রস বের হয় তা তার বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ ও মাংসের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। ফলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং পা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তাতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে যায়।[১২]

মানুষের মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়েই হবে, এই নির্দিষ্ট সময় কারো বৃদ্ধ বয়সে, কারো যৌবনে, কারো শিশু বয়সে, কারো মায়ের গর্ভেই মৃত্যু হয়ে যায়। এই নির্দিষ্ট সময় কার কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। মহান আল্লাহ্র বলেন,

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَايَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যু দান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সমন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ, সর্বশক্তিমান *(নাহল ৭০)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْآ أَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ- هُوَ الَّذِىْ يُحْىِ وَيُمِيْتُ فَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ-

'তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর এবং বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন বলেন, হয়ে যা, তা তখনই হয়ে যাবে' *(মু'মিন ৬৭-৬৮)*।

---

১১. *ঐ, পৃঃ ৪৮৪।*

১২. *তাফসীর ইবনু কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুজীবুর রহমান ৭/৪৮৪ পৃঃ।*

ওমর (রাঃ) সিরিয়ার দিকে গমন করেন এবং সারাবা নামক স্থানে পৌছলে আবু উবায়দাহ ইবনু জাররাহ (রাঃ) প্রমুখ সেনাপতিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তাঁকে সংবাদ দেন যে, সিরিয়ায় আজকাল প্লেগ রোগ ছড়িয়েছে পড়ছে। এখন তারাও সেখানে যাবে না এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষ আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) এসে তাদের সাথে মিলিত হন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন এমন জায়গায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমরা অবস্থান করছ, তখন সেখান থেকে তার ভয়ে পলায়ন করো না। আর যখন তোমরা কোন জায়গায় মহামারীর সংবাদ শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেও না। ওমর (রাঃ) একথা শুনে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে সেখান থেকে ফিরে যান।[১৩]

মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক কিংবা মহামারী থেকেই হোক, আল্লাহ ও তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যাদের এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না। তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ। জিহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারী আক্রান্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয় এবং মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলেই সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়াও বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন তাকে মৃত্যু থেকেও রক্ষা করতে পারেন। জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে নবী করীম (ছাঃ) একটি মানযিলে অবতরণ করেন। তখন জনগণ ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজির খোঁজে বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় হাতিয়ার একটি গাছে লটকিয়ে রাখেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁর তরবারিখানা হাতে টেনে নিয়ে বলে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে কে বাঁচাতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মহিমান্বিত আল্লাহ্। সে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় ঐ উত্তরই দিলেন। বেদুঈন তৃতীয়বার বলল, আপনাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন যে, একথা বলার সাথে সাথে বেদুঈনের হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে ডাক দিলেন। তারা এসে গেলে তিনি তাদের কাছে বেদুঈনের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। সে তখনও তাঁর পার্শ্বে বসা ছিল। কিন্তু তিনি তার কোন প্রতিশোধ নিলেন না। ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, কতগুলি লোক প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তারা গুপ্তঘাতক হিসাবে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন।[১৪]

[চলবে]

১৩. *বুখারী, মুসলিম।*

১৪. *ইবনু কাছীর, ঐ, পৃঃ ৭৬।*

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্য অঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক 'আত-তাহরীক' সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। সে কারণে বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্যিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্‌হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

Contents

চিকিৎসা জগৎ

এইড্স ও ধর্মীয় অনুশাসন

*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান**

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন রোগের সঙ্গে লড়াই করে আসছে। ইংল্যাণ্ডে এক সময় প্লেগের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। তখনও এ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। সময়ের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক। কিন্তু বিজ্ঞানের এই চরম সাফল্যের যুগেও মানুষকে থমকে দিয়েছে যে রোগটি তার নাম 'এইড্স'। এইড্সের কার্যকরী চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বিজ্ঞানীরা এ রোগের কাছে হার মেনেছে, নতি স্বীকার করেছে। তাই এখন তারা বলতে বাধ্য হচ্ছে 'এইড্স' প্রতিরোধের বিকল্প নেই।

এক সময় মানুষ অবাধ যৌনাচারকে (বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে) উন্নত কালচার মনে করত। ফলে যৌনাচারে ছিল না কোন বাধা-নিষেধ। আর এই অবৈধ যৌনতার বিশ্বায়নই 'এইড্স' এর অন্যতম প্রধান কারণ। এই যৌনাচার শুধু নারী-পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভাবতেও ঘৃণা হয়, কিছু মানুষরূপী জানোয়ার নানা প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গেও যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। কথিত আছে আফ্রিকার বিভিন্ন প্রাণীর দেহ থেকে যৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম মানব শরীরে মরণব্যাধি, ঘাতকব্যাধি 'এইড্স' প্রবেশ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে অবৈধ যৌনাচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এটা একটি চরম ঘৃণ্য ও জঘন্য অসামাজিক কাজ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে মহাপাপ। এইড্স সম্পর্কে এখন বলা হচ্ছে, 'এইড্স প্রতিরোধ করুন। এইড্স প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন'। কিন্তু এক সময় উন্নত বিশ্বে এবং খৃষ্টান, ইহুদী সহ অমুসলিমরা এই ধর্মীয় অনুশাসনকে অবজ্ঞা করত, উপহাস করত। এখন তারাই বলছে, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন, এইড্স দূরে থাকবে।

HIV ও AIDS কি?

HIV হচ্ছেঃ H=হিউম্যান (মানুষের) I= ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস) V= ভাইরাস (জীবাণু) অর্থাৎ যে জীবাণুর কারণে এইড্স রোগ হয় তার নাম HIV.

AIDS হচ্ছেঃ A= এ্যাকোয়ার্ড (অর্জিত) I=ইমিউনো (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) D=ডিফিসিয়েন্সি (হ্রাস) S=সিনড্রোম (অবস্থা)। অর্থাৎ বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার অবস্থাকে 'এইড্স' বলে।

পৃথিবী কাঁপানো বর্তমান শতাব্দীর ভয়াবহ আতঙ্ক এইড্সের অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসন কিছুকাল আগেও ছিল উন্নত বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ। মাত্র এক দশকের ব্যবধানে রোগটি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। এইড্সের শিকার বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশও। বিশ্বে বর্তমানে 'এইড্স' রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশী। এ অবস্থানে আগে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের এই আতঙ্ক।

এইড্সের উৎপত্তি ও বিস্তারঃ ১৯৮১ সালে আমেরিকায় 'রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ কেন্দ্র'(সিডিসি) একজন সমকামী পুরুষের শরীরে প্রথম এইড্স শনাক্ত করে। ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্র (সিডিসি) আনুষ্ঠানিকভাবে 'এইড্স' শব্দটি ব্যবহার করে। মিডিয়া এবং ডাক্তারদের কাছে এইড্স সমকামীদের রোগ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৯৮৩ সালে এইচ.আই.ভি (HIV) ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়। আশির দশকে আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়ে মরণব্যাধি এইড্স। উগাণ্ডায় এ রোগকে বলা হয় 'স্লিম'। উগাণ্ডার জনৈক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অ্যান্টনিলার গাবা ১৯৮৪-তে প্রথম 'স্লিম' শব্দটি ব্যবহার করেন। এইড্স হ'লে মানুষের শরীরের সব এন্টিবডি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় এবং কোন ঔষধই শরীরে তেমন কাজ করে না। ফলে ধীরে ধীরে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই উগাণ্ডায় 'এইড্স'কে বলা হয় 'স্লিম'। দক্ষিণ উগাণ্ডার 'মাসাকা' ও 'রাকাই' এলাকায় এবং ভিক্টোরিয়া হ্রদের পশ্চিম তীরের বিভিন্ন বন্দরে এই রোগ এমন তান্ডব চালিয়েছিল যে, লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল।

অবাধ ও অবৈধ যৌনতার বিশ্বায়নে যুবক-যুবতী বিবাহপূর্ব যৌনতায় অভ্যস্ত। স্যাটেলাইটের বদৌলতে যৌনতা আজ সর্বব্যাপী কালো থাবা বিস্তার করে চলেছে। যার শিকার ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, ফিল্ম তারকা, আমলা, রিক্সা, বাস ও ট্রাক চালক সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ।

যেভাবে এইড্স ছড়ায়ঃ

১. HIV সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে কনডম ছাড়া যৌন সঙ্গম করলে।

২. HIV সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে।

৩. HIV সংক্রমিত নেশা গ্রহণকারীর অপরিশোধিত সূচ, সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে।

৪. HIV সংক্রমিত মা থেকে শিশুর মধ্যে গর্ভে থাকাকালীন, জন্মের সময় অথবা জন্মের পর মায়ের দুধ খাওয়ার ফলে।

৫. HIV সংক্রমিত ব্যক্তির সেভিং ব্লেড ব্যবহার করলে।

৬. HIV সংক্রমিত ব্যক্তির অপারেশনের সময় অথবা সেলাইয়ের প্রাক্কালে কোনভাবে ডাক্তারের হাতে সূচ অথবা ব্লেডের মাধ্যমে রক্তপাত ঘটলে।

৭. বাস অথবা অন্য কোন যানবাহনে একসিডেন্ট হয়ে কোন সুস্থ মানুষের দুর্ঘটনার ক্ষতস্থানে HIV সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত মিশ্রিত হ'লে।

এভাবে নিজের অজান্তেই এইড্স প্রতিনিয়ত মানব শরীরে প্রবেশ করছে। এইড্স কোনভাবেই প্রতিকার করা সম্ভব নয়। একবার কোনভাবে এ রোগে আক্রান্ত হ'লে মৃত্যু অবধারিত। HIV বা AIDS-এ আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে কিছু বুঝা যায় না। আক্রান্ত হওয়ার ৭-১০ বছরের মধ্যে এর বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যারা একটু সাহসী অথবা দুঃশ্চিন্তা কম করে তাদের ক্ষেত্রে আরো পরে লক্ষণগুলি ফুটে উঠে। ধর্মীয় অনুশাসন ও ব্যাপক সচেতনতার মধ্য দিয়ে এইড্স এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এইড্স মহামারীর আশংকা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এখনও 'এইচআইভি' বা 'এইড্স' সম্পর্কে অনেকের তেমন স্বচ্ছ ধারণা নেই।

এইড্স নির্ণয় পদ্ধতিঃ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা, বীর্য, জরায়ু মুখের নিউরণ, সেরিএক্সাইনাল ফ্লুইড, চোখের পানি, মুখের লালা, প্রস্রাব এবং বুকের দুধ পরীক্ষার মাধ্যমে এইড্স নির্ণয় করা সম্ভব। এইড্স প্রতিরোধে এবং হ্রাসে তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চস্তরের সবার শক্তিশালী সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'এইড্স' বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তিকরণ আবশ্যক।

তাছাড়া আমাদের দেশে 'এইড্স' এর স্ক্রিনিং টেষ্ট শুরু করা আবশ্যক। মরণব্যাধি এইড্স বর্তমানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা। এটা হ্রাসে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সচেতনতা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এ রোগ মানব শরীরে কোনভাবে প্রবেশের সুযোগ পেত না। ধর্মীয় অনুশাসন শুধু সামাজিক এবং ধর্মীয় শৃংখলার জন্যই প্রয়োজন নয় বরং মানুষের সুস্থ-সুন্দর দেহকাঠামো গঠনের জন্যও আবশ্যক। অবৈধ যৌনাচারে শুধু এইড্স নয় হেপাটাইটিস বি, সিফলিস, জরায়ুর মুখে ক্যান্সার, ব্রেষ্ট ক্যান্সারসহ আরো নানা জটিল রোগ হয়ে থাকে। অতএব আসুন, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি, এইড্স সহ আরো নানা রোগ প্রতিরোধ করি এবং সুস্থ, সুন্দর ও সুখী জীবন গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

* *প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ক্ষেত-খামার

বার্ড ফ্লুঃ প্রতিকার এবং করণীয়

'বার্ড ফ্লু' আবারও বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশসহ সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে এর প্রাদুর্ভাব রোধে দেশে দেশে নেয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি ও সতর্কতা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বেশী চিন্তিত বাংলাদেশের হ্যাচারি মালিক ও পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা। এর কারণ শীত মৌসুমে এদেশে আসে 'বার্ড ফ্লু' বাহক অতিথি পাখি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ মুহূর্তে চিন্তিত ও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, প্রয়োজন সচেতনতা।

বার্ড ফ্লু কিঃ

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা পাখিবাহিত এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। 'অর্থোমিক্সি ভাইরিডি' গোত্রের এই ভাইরাস প্রথম শনাক্ত করা হয় ১৮৭৮ সালে ইতালিতে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই রোগ 'ফাউল প্লেগ' নামে পরিচিতি ছিল, যার বর্তমান নাম 'বার্ড ফ্লু'। এই রোগের ভাইরাসের দু'টি বিপরীত চরিত্রের সাইকোপ্রোটিন ও নিউরামিনিডেজ যা পাখির শরীরে আক্রমণ করে রক্তক্ষরণ ঘটায় এবং স্নায়ু সিস্টেমকে নিস্তেজ করে দেয়। গঠন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে 'বার্ড ফ্লু'কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- এ, বি ও সি। এর মধ্যে 'এ' টাইপই সবচেয়ে মারাত্মক, যা পশু-পাখিতে ছাড়াও মানুষেও ছড়ায়। অদ্যাবধি 'এ' টাইপের ১৫টি হেমিগ্লুটিনিন এবং নয়টি নিউরামিনিডেজ উপজাতের সন্ধান পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, স্কটল্যাণ্ড, মেক্সিকো, পাকিস্তান, আমেরিকায় এই ভাইরাসের দু'টি সাব টাইপের মারাত্মক সংক্রমণতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এশিয়ায় সর্বপ্রথম হংকংয়ে ১৯৯৭ সালে 'বার্ড ফ্লু'র অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং ৬ জনের মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী সময়ে সেখানে প্রায় ১৫ লাখ পোল্ট্রি যন্ত্রণী ভিত্তিতে মাত্র ৩ দিনের মধ্যে ধ্বংস করা হয়। হংকংয়ের পর এই ভাইরাস ব্যাপকভাবে দেখা দেয় দক্ষিণ কোরিয়া ও পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানে। ফলে আমাদের জন্য উদ্বেগের কারণ, উল্লিখিত দেশগুলি থেকে আমাদের দেশে মুরগির প্যারেন্টস আমদানি করা হয়।

বার্ড ফ্লু কিভাবে ছড়ায়ঃ

বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে দেশে চরে বেড়ানো যাযাবর জলচর পাখি ও বন্য পাখি এই রোগের প্রধান বাহক। 'বার্ড ফ্লু' ভাইরাস পাখির অন্ত্রে বাস করে, যা বিষ্ঠা ও মলের সাহায্যে পরিবেশ ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস কিংবা আক্রান্ত পাখির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে শ্লেষ্মা ও কফ আকারে বেরিয়ে এসে সুস্থ পাখির দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ঢুকে পড়ে। একটি পাখি ফ্লু আক্রান্ত হওয়ার পরপরই তা দ্রুত মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে পুরো খামারে।

আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণঃ

'বার্ড ফ্লু'তে আক্রান্ত হওয়ার পর ৩ থেকে ১২ দিনের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত মুরগির পালক এলোমেলো হয়ে যায়। স্বাভাবিক সতেজতা নষ্ট হয়ে যায়। দেহে প্রচণ্ড তাপমাত্রার পাশাপাশি পেটের অসুখ দেখা দেয়। ডিম উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। পানির মত পাতলা পায়খানা হয়। বয়স্ক মুরগির মাথার ঝুটি ও কানের লতি ফুলে যায়, চারদিকে পানি জমে যায়। ঝুটির গোড়ায় রক্তক্ষরণ হয়, ফুলে যায় এবং বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। পায়ের পাতা এবং বুক জয়েন্টের মধ্য জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে রক্ত জমে যায়। শ্বাসকষ্টও এ রোগের অন্যতম লক্ষণ। উল্লিখিত যেকোন এক বা একাধিক লক্ষণ হ'লে বুঝতে হবে তা 'বার্ড ফ্লু' উপসর্গ। রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পোল্ট্রির ব্যাপক মৃত্যু ঘটে। রোগ আক্রমণে মৃত্যুহার শতকরা একশ' ভাগ। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দেশ 'বার্ড ফ্লু' সংক্রামক ৮টি দেশ থেকে প্যারেন্টস বাচ্চা আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশে এ রোগের অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়নি, তবে যেহেতু রোগটি অতিথি পাখির মাধ্যমে ছড়ায়, তাই 'বার্ড ফ্লু' ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। আমাদের পোল্ট্রি খামারের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটিতে মাত্র 'বায়োসিকিউরিটি' আছে। এছাড়া প্রায় ১০০ ভাগ খামারই উন্মুক্ত। ফলে সেগুলিতে সহজে অতিথি পাখি বা বুনো পাখি প্রবেশ করতে পারে। সচেতন না হ'লে যদি ঘাতক এই রোগটির আক্রমণ হয়, তাহ'লে কিছুই করার থাকবে না। বিপুল আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি বেকার হয়ে পড়বে দুই কোটির বেশী মানুষ।

সতর্কতাঃ

'বার্ড ফ্লু' সংক্রমণ রোধে কঠোরভাবে জৈব নিরাপত্তা বা 'বায়োসিকিউরিটি' মেনে চলতে হবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে গরম জলে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে খামার ও খামারের সব আসবাব ধৌত করতে হবে। এক্টিভ ক্লোরিণযুক্ত জীবাণুনাশক যেমন- হেলমেড টিমসিন ভিকরণ নিয়মিত স্প্রে করতে হবে।

বিশেষজ্ঞের মতামতঃ

শীত আসন্ন। এ সময় বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথি পাখি আসবে আমাদের দেশে। এসব পাখির সঙ্গে আমাদের গৃহপালিত ও অন্যান্য পাখির মেলামেশা হয়। যেহেতু অতিথি পাখির মাধ্যমে 'বার্ড ফ্লু' সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশী, তাই গৃহপালিত হাঁস-মুরগি যেন অতিথি পাখির সংস্পর্শে না যায় সেজন্য 'বায়োসিকিউরিটি' মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এবং পশুসম্পদ অধিদফতর। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু পালন বিভাগের চেয়ারম্যান মোফাজ্জল হোসাইন জানান, 'বার্ড ফ্লু' প্রতিরোধে আমাদের সচেতনতাই একমাত্র প্রতিষেধক।

কবিতা

রাহ্‌বার

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

যুগ-যুগান্তর ধরে অনুর্বর ছিল যে ভূমি
সেই জনপদে জাগিয়েছ প্রাণ তুমি।
ভুলেছিল যারা নিজেদের পরিচিতি,
বাতিলকেই যারা করেছিল আপন অতি
তাদের তুমি চিনিয়েছ নিজ পথ।
তোমার পরশে হক্ব প্রতিষ্ঠায় তারা
নিয়েছিল দৃপ্ত শপথ।
সঠিক পথের তুমি যে রাহ্‌বার,
তোমার প্রেরণায় যারা হয়েছে দুর্বার
তাদের তরে বাতিল আজ শঙ্কিত,
ত্বাগূতের তখতে ত্বাউস হয়েছে প্রকম্পিত।
তাইতো আজি তাদেরই উপর নির্যাতন,
কথিত সমাজ দেখল না তোমার মান।
ইসলামের নির্ভেজাল বাণী করতে প্রচার,
জাগ্রত হয়েছিল হৃদয় সবার।
কিন্তু হয়েছে বাতিল প্রকম্পিত
তাইতো তারা চেয়েছে করতে স্তিমিত
অহির পথ, তবুও জাগ্রত আমরা
হক্বের পথে করতে কুরবান জীবন সারা।
তুমি দেখিয়েছ সঠিক পথ,
তাইতো তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় নব উদ্দামে
আমাদের দৃপ্ত শপথ।
***

স্বাধীনতা মানে

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার, দৌলতপুর, খুলনা।

স্বাধীনতা মানে অপাপবিদ্ধ
শিশুর মুখের হাসি,
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
রাখাল ছেলের বাঁশী।
স্বাধীনতা মানে অভয় কণ্ঠে
স্বদেশ প্রেমের গান,
প্রিয়জন হারা ব্যথাতুর চিতে
শোষণের অবসান।
স্বাধীনতা মানে নদী ভরা দেশে
উথাল পাথাল ঢেউ,
কষ্টের ফলে অর্জিত বলে
ভুলিতে পারি না কেউ।
স্বাধীনতা মানে ভূ-গোলের বুকে
নতুন জাতির উত্থান,
বেশী শ্রম দিয়ে গড়েছিল যারা
ভেঙ্গে দিয়ে সেই পাকিস্তান।
***

বিস্ফোরণ

-আনোয়ার হোসাইন
চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

গালিব তোমার শূন্য হাত
নিজেই তুমি বিস্ফোরণ।
শুনে তুমি খুশি হবে,
বাইরে কত আন্দোলন।
হাতে তোমার শিকল পরা,
বাম-ডানরা দিশেহারা।
ভোট ভিকারী অযোগ্যদের
উঠছে কেঁপে সিংহাসন।
গালিব তোমার শূন্য হাত
নিজেই তুমি বিস্ফোরণ।
কচি কাঁচার হাতে বেড়ী
দেখে কাঁদে ঈমানী,
তাহাজ্জুদে বসে কাঁদে
দেখে তোমার হয়রানি।
ফের'আউনের যাদুর দলে
মূসার প্রভুর সমর্থন,
তেমন সময় আসতে বুঝি
দেরী নেই আর বেশীক্ষণ?
গালিব তোমার শূন্য হাত
নিজেই তুমি বিস্ফোরণ।
ওৎবা, শায়বা, আবু জাহল
ভীতু যেতে বদরে,
জোট বেজোটের বদর যেন
দেখছি অতি অদূরে।
মিথ্যে দিয়ে রোধ হবে না
প্রভুর দেওয়া আন্দোলন,
ইবনে তাইমিয়ার কলম হাতে
লিখে চল আমরণ।
গালিব তোমার শূন্য হাত
নিজেই তুমি বিস্ফোরণ।
***

মহাদিবসে

-তারিক
ঈদগাহ বাজার
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

সেদিন এই খরতপ্ত সূর্য হবে জ্যোতিহীন
নক্ষত্ররা পড়বে খসে ঝরা পাতার মত
এই যে স্থির পর্বত-তাও হবে চালিত।
দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী ও যারা ছিল আদরের ধন
উপেক্ষিত হবে সেদিন।
বন্য পশুপাল হবে একত্রিত
আর সমুদ্র হবে উত্তাল,
যার যার আত্মা সংযোজিত হবে মৃতদেহে,
জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে
কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল তাকে?
সেদিন মানবের আমলনামা হবে উন্মোচিত।
আসমান সমূহকে নেয়া হবে গুটিয়ে
জাহান্নামের অগ্নি হবে প্রজ্জ্বলিত

আর জান্নাত হবে নিকটবর্তী
প্রত্যেকেই জেনে নেবে
এনেছে সে কি পাথেয়?
(সূরা তাকবীর ১-১৪ অনুসরণে)
***

কেয়ামতের দিন

-মুহাম্মাদ আনারুল ইসলাম
বনকিশোর, চারঘাট, রাজশাহী।

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে
কাঁপিবে থর থর,
বের করে দেবে যা কিছু আছে
তার পেটের ভিতর।
মানুষ বলবে একি হ'ল
কাঁপছ কেন তুমি?
উত্তর দেবে পৃথিবী
আমি রবের আদেশ মানি।
সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন
দলে বের হয়ে যাবে,
কারণ তাদের সব কর্ম
তাদেরকে দেখান হবে।
কেউ যদি অনু পরিমাণ
সৎকাজ করে থাকে,
সব দৃশ্য আঁখির পাতায়
সুস্পষ্ট দেখান হবে।
আর যদি কেউ সরিষা পরিমাণ
অসৎকাজ করে থাকে,
বিন্দু পরিমাণ না লুকিয়ে
পূর্ণ দেখান হবে।
***

সত্যবানী

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
দুয়ারপাল, পোরশা, নওগাঁ।

ইসলাম জাগো! মুসলিম জাগো!
আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য।
কুরআন সেই ধর্মের, সেই উপাসনার মহাবানী
সত্য তোমার ভূষণ।
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ।
তুমি জাগো-
মুক্ত বিশ্বের বন্য শিশু তুমি।
তোমায় পোষ মানায় কে?
দূরন্ত চঞ্চলতা, দুর্দমনীয় বেগ, ছায়ানটের নৃত্য রাগ
তোমার রক্তে।
তোমাকে থামায় কে?
উষ্ণ তোমার খুন,
মস্ত তোমার যিগর,
দারায তোমার দিল,
তোমায় রুখে কে?
পাষাণ তোমার কবাট বক্ষ
লৌহ তোমার পিঞ্জর
অজেয় তোমার বাহু,
তোমায় মারে কে?
জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে
প্রাণ প্রতিষ্ঠা তোমার পর্বত গুহাতে।
***

অমর হাফীয ভাই

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ আকন্দ
আরবী বিভাগ
সরকারী আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
বগুড়া।

অসীমের মাঝে হারিয়ে গেছ, পাই নাকো খুঁজে তাই
যেদিকে তাকাই সব আছে, শুধু আপনি নাই।
আপনি চলে গেছেন সবকিছু ছেড়ে, স্নেহ-মায়া, রাজনীতি
অবহেলা ভরে দু'পায়ে দলেছ কত সুমধুর স্মৃতি।
একি নিষ্ঠুর অভিমান হাফিয ভাই! একি পরিহাস তব?
জনমের মত চলে গেলে দূরে, একি খেলা অভিনব?
ভালবাসা, উপদেশ দিয়ে কেন মুগ্ধ করেছিলেন মোদেরে,
আজ যদি আপনি সে বাঁধন ছিঁড়ে এত দূর যাবেন সরে।
মোদের হৃদয় আপনার মত বুঝিবে কি আর কেহ,
শত আবদার পুরাবে কি কেউ ছড়িয়ে শীতল স্নেহ।
কেউ বুঝবে না, বুঝাবে না কেউ, কাকে হারিয়েছি মোরা
তাঁর মত সুধীজন, বন্ধুবাৎসল খুঁজে পাব না কোথা।
কত দিন যাবে, কত রাত যাবে, কত মাস, কাল যাবে পেরিয়ে
বছরের পর বছর ফুরাবে, আপনি আসবেন না ফিরে।
জানি আপনি কোথায় আছেন, ঘুমিয়ে নীরবে।
জানি আপনি কোন দিনও ফিরবেন না মোদের মাঝে আর
বছরের পর বছর আপনার স্মৃতি মোদের কাঁদাবে বার বার।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)-এর সঠিক উত্তর

১। কাঠাল হ'তে কাল ২। ফুরকান হ'তে কান
৩। মাগুর হ'তে মা ৪। সাঈদ হ'তে ঈদ
৫। কলম, কম, কল।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বৃহত্তম)-এর সঠিক উত্তর

১। মস্কোর ঘন্টা ২। নিপার বাধ (রাশিয়া)।
৩। হিমালয় ৪। জেদ্দা বিমান বন্দর (সঊদী আরব)।
৫। প্রশান্ত মহাসাগর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। লবণ বর্ষাকালে গলে যায় কেন?
২। দিনে তারা দেখা যায় না কেন?
৩। মেঘ কিভাবে সৃষ্টি হয়?
৪। জোয়ার হয় কেন?
৫। ভাটা হয় কেন?

❒ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জীবন্ত ব-দ্বীপ কোনটি?
২। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মোট যেলা কয়টি?
৩। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য কত?
৪। বাংলাদেশের উষ্ণতম যেলা কোনটি?
৫। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে মোট কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?
৬। বাংলাদেশের কোন যেলাকে 'সাগর কন্যা' বলা হয়?
৭। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় 'টাইডাল বন' কোনটি?

❒ শিহাবুদ্দীন আহমাদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

মোহনপুর, রাজশাহী, ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মৌগাছি শাখার উদ্যোগে সোনামণি বালক-বালিকাদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর থানা সোনামণি উপদেষ্টা ডাঃ সাইফুল ইসলাম। পরিশেষে মোহনপুর থানা প্রধান উপদেষ্টা জনাব নিযামুদ্দীনের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র থানা সোনামণি পরিচালক জনাব আব্দুল আযীয, কুরআন তেলাওয়াত করে হাফীযুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে নাছরীন খাতুন।

পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী, ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর পিয়ারপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি পিয়ারপুর শাখার উদ্যোগে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব যয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সমাবেশ শেষে আলোচিত বিষয়ের উপর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এতে সুলতানা ১ম স্থান, রুবিনা আখতার ২য় স্থান ও সালমা খাতুন ৩য় স্থান অধিকার করে। সুধী সহ প্রায় শতাধিক সোনামণির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি রুবিনা আখতার এবং পরিচালনা করে অত্র শাখা পরিচালক আযহারুল ইসলাম।

(১) নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী, ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সোনামণিদের প্রশিক্ষণ দেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি সহ-পরিচালক দেলওয়ার হোসাইন ও কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয ছাদীকুর রহমান।

শাখা গঠনঃ

❒ মৌগাছী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহী।

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ নিযামুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ ডাঃ সাইফুল ইসলাম
পরিচালক ঃ আব্দুল ওয়াহেদ
সহ-পরিচালক ঃ নাঈমুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ তোজাম্মেল হক্ব

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদক ঃ নাজমুল হক্ব
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ রায়হান
প্রচার সম্পাদক ঃ হাফীযুর রহমান
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মাজিদুল ইসলাম
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ জুয়েল রানা।

❒ মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহী।

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ নবীবুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন
পরিচালক ঃ বেলালুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম (১)
সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম (২)।

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদক ঃ নাঈমুল ইসলাম
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শাহীদুল ইসলাম
প্রচার সম্পাদক ঃ মুস্তাফীযুর রহমান
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মিনহাজুল ইসলাম
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মিনারুল ইসলাম।

❒ মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহী।

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ নবীবুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন
পরিচালক ঃ বেলালুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম (১)
সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম (২)।

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শুকতারা
সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মা'ছূমা আক্তার
প্রচার সম্পাদিকা ঃ নাদিয়া আক্তার
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ পারভীন
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ আফরোজা।

Contents

ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

ঢাকা ঘোষণা'র মধ্য দিয়ে গত ১৩ নভেম্বর ঢাকায় ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ও পরিকল্পিত উপায়ে দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নসহ পরবর্তী দশকের জন্য দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি রোডম্যাপ প্রণয়নে সাত শীর্ষ নেতা একমত হয়েছেন। 'ঢাকা ঘোষণা'য় ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সার্কের তৃতীয় দশককে 'দারিদ্র্য বিমোচন দশক' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। 'ঢাকা ঘোষণা'য় ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সকল প্রকার বঞ্চনা, সামাজিক যুলুমের অবসান ঘটানোর জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ১৩ নভেম্বর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন। গত ১২ নভেম্বর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে সার্কের ত্রয়োদশ সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়।

ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেড়শ' কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সার্ক কর্মসূচী জোরদার ও সম্প্রসারিত করার দৃপ্ত প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সামনের দিনগুলিতে দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করণ এবং সন্ত্রাস দমনে সার্ক সদস্য দেশগুলির মধ্যকার সহযোগিতা জোরদার করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

'ঢাকা ঘোষণা'য় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন সার্ক নেতৃবৃন্দ। তারা সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্য অনুমোদন করেছেন। দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (সাফটা) নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করতে তার নেগোশিয়েশন দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতি সার্ক নেতারা জোর দিয়েছেন। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে সাফটা চালু হওয়ার কথা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পথে 'সাফটা' হবে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলষ্টোন। এ লক্ষ্যে নভেম্বরের মধ্যে কারিগরি বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'সাফটা' কার্যকারিতার সহযোগিতামূলক জাতীয় কর্মকাণ্ডগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার নির্দেশনাও সার্ক নেতৃবৃন্দ দিয়েছেন।

'ঢাকা ঘোষণা'য় সার্কের ছোট সদস্য রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার বিষয়ও উল্লেখ করা হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব পদে একজন এশীয় যাতে নির্বাচিত হ'তে পারেন সে ব্যাপারে সার্ক নেতৃবৃন্দ একমত হন এবং এক্ষেত্রে জাতিসংঘ মহাসচিব পদে শ্রীলংকার প্রার্থীর কথা উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ২০০৭ সালে ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে।

সার্ক দেশগুলির মধ্যে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরঃ

আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্কভুক্ত দেশগুলি গত ১৩ নভেম্বর তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানগণের উপস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শুল্ক বিষয়ে পারস্পরিক প্রশাসনিক সহায়তা, দ্বৈতকর পরিহার এবং সার্ক সালিশি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা এ তিনটি বিষয়ে ১৩ নভেম্বর পৃথক তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিনিয়োগ সংরক্ষণ বিষয়ে পৃথক একটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বারের মত সার্কের চেয়ারপার্সন নির্বাচিতঃ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বারের মত দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-এর চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বিদায়ী সার্ক চেয়ারপার্সন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আযীযের কাছ থেকে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সার্কের চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করবেন। রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক শীর্ষ সম্মেলনে স্বাগতিক দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন।

এর আগে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম সাত জাতি রাষ্ট্র জোটের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তখন তিনি ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এ নিয়ে দু'দফা চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হ'লেও বাংলাদেশ এবার তৃতীয় দফা চেয়ারকান্ট্রির সম্মান পেল। ১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ।

আফগানিস্তান সার্কের অষ্টম সদস্য, চীন ও জাপান ডায়লগ পার্টনারঃ

আফগানিস্তানকে সার্কের অষ্টম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ঢাকা সম্মেলনে। একই সঙ্গে সার্ক নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছেন চীন ও জাপানকে সার্কের সহযোগী সদস্য এবং ডায়লগ পার্টনার হিসাবে যুক্ত করতে। ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে গত ১৩ নভেম্বর সংস্থার চেয়ারপার্সন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং সার্কের নতুন সদস্য হিসাবে আফগানিস্তানকে স্বাগত জানান। 'ঢাকা ঘোষণা'য়ও বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, সার্ক নেতৃবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অবকাশ যাপনকালে পারস্পরিক আলোচনায় আফগানিস্তানকে সার্কের পূর্ণ সদস্য পদ দেওয়া এবং চীন ও জাপানকে সহযোগী সদস্য হিসাবে যুক্ত করার বিষয়ে একমত হন। সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ আগামী বছর জুলাই মাসে তাদের ২৭তম বৈঠকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াকে প্রথম সার্ক পদক প্রদানঃ

দু'দশকের মাথায় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা পেলেন সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। প্রথম সার্ক পদক (সার্ক এ্যাওয়ার্ড ২০০৪) দেয়া হয়েছে সার্কের উদ্যোক্তা জিয়াউর রহমানকে। গত ১২ নভেম্বর সার্কের ত্রয়োদশ শীর্ষ

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সার্কের বিদায়ী চেয়ারপার্সন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আযীয সার্ক প্রতিষ্ঠায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরষ্কারের জন্য জিয়াউর রহমানের নাম ঘোষণা করেন। জিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে বিদায়ী চেয়ারপার্সনের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট জিয়া ও সার্কের নতুন চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান। পুরস্কার হিসাবে ২৫ হাযার ডলারের একটি চেক, একটি ক্রেষ্ট ও একটি সম্মাননা পত্র প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সার্ক পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গত বছর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে। এর আগে ২০০২ সালে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়।

প্রতিটি সার্ক সম্মেলনে যোগদানকারী একমাত্র প্রেসিডেন্টঃ

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামূন আব্দুল কাইউম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের যাত্রালগ্ন ১৯৮৫ থেকে গত ১২ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলনের প্রতিটি সম্মেলনেই অংশগ্রহণ করেন। সার্কভুক্ত বাকী ৬টি দেশের কোন রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের ভাগ্যে এই বিরল সুযোগ ঘটেনি। তবে স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি দু'বার সার্কের চেয়ারপার্সন হওয়াসহ ৬ বার সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে দ্বিতীয় সৌভাগ্যবান সরকার প্রধান।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, নেপালের রাজা বিরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামূন আব্দুল কাইউম এবং ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক অংশ নেন।

উন্নয়ন সাফল্যে সার্ক অঞ্চলে বাংলাদেশ তৃতীয়ঃ

জাতিসংঘ বিশ্বের ১১০টি দেশের বাণিজ্য ও উন্নয়নে সাফল্যের পরিমাপে নতুন সূচকে সার্ক অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় স্থানে নির্ধারণ করেছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর লরেন্স ক্লেইন-এর তত্ত্বাবধানে আঙ্কটাড সচিবালয়ে প্রস্তুত করা সূচকে মানব উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমন্বয় পরিমাপ করা হয়েছে এবং এতে সকল দেশের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সাফল্য পর্যবেক্ষণ, অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় থেকে শুরু করে বাণিজ্য প্রক্রিয়া ও নীতি সূচক থেকে মানব উন্নয়ন সূচক পর্যন্ত মোট ২৯টি সূচকের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে টিডিআই-এ বাণিজ্য ও উন্নয়নে ডেনমার্ক হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সফল দেশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।

বোমা হামলায় ঝালকাঠিতে দুই বিচারক নিহত

ঝালকাঠিতে বোমা হামলায় দুই বিচারক নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এরা হ'লেন ঝালকাঠি জজ আদালতের সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল আহমাদ চৌধুরী (৩৫) ও জগন্নাথ পাঁড়ে (৩২)। গত ১২ নভেম্বর সোমবার সকাল ৯-টায় ঝালকাঠি শহরের অফিসার্স পাড়ায় জাজেস কোয়ার্টারের সামনে বিচারকদের বহনকারী মাইক্রোবাসের ভেতরে খুব কাছ থেকে শক্তিশালী বোমা ছুঁড়ে মারা হয়। এ ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পান আরেক বিচারক আব্দুল আউয়াল। হামলাকারী রাজশাহীর ডাঁশমারীর মামূন আরেক তাজা বোমাসহ আহতাবস্থায় নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার হয়েছে। সে জেএমবির সদস্য বলে জানিয়েছে। এই ঘটনায় জজ আদালতের পিয়ন আব্দুল মান্নান, একজন পথচারী ও স্কুল ছাত্র লোকমান আহত হয়েছে।

জানা যায়, সোমবার সকাল ৯-টায় ঝালকাঠি জজশিপের জাজেস কোয়ার্টার থেকে সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল আহমাদ ও জগন্নাথ পাঁড়ে তাদের বহনকারী মাইক্রোবাসে আরোহণ করেন। এরপর আব্দুল আউয়াল নামের অপর একজন সহকারী জজকে তোলার জন্য গাড়ী অপেক্ষমান থাকা অবস্থায়ই ঘাতক মামূন গাড়ীর কাছে এগিয়ে এসে একজন বিচারককে 'স্যার আপনার একটি চিঠি আছে' বলে ব্যাগের চেইন খুলতে থাকে। বিচারক সোহেল চৌধুরী এ সময় 'কিসের চিঠি' এখানে কোন চিঠি গ্রহণ করা হবে না' বলতেই হামলাকারী ১টি বোমা গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে মারে। বিকট শব্দে বোমাটা বিস্ফোরিত হয়ে ছাদ উড়ে গিয়ে পুরো গাড়ীটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থালেই সোহেল চৌধুরী নিহত হন। গুরুতর আহত বিচারক জগন্নাথ পাঁড়েকে প্রথম ঝালকাঠি এবং পরে বরিশাল শের-এ বাংলা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের পথেই তার মৃত্যু ঘটে।-বোমা হামলাকারী মামূন স্বীকার করেছে জেএমবি প্রধান আব্দুর রহমানের নির্দেশেই সে এ হামলা চালিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ৭ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা বাতিল

ক্রয় নির্দেশিকা লংঘনের অভিযোগে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের ৩টি প্রকল্প থেকে প্রায় ৭ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা বাতিল করেছে এবং এই অর্থ বিশ্বব্যাংককে ফেরত দিয়ে এসব প্রকল্পের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে বলেছে। সম্প্রতি এই তিনটি প্রকল্পের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক প্রয়োজনীয় তদন্তের পর নানা অনিয়ম খুঁজে পেয়ে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে গত ৭ নভেম্বর জানিয়েছে। প্রকল্প ৩টির দু'টি হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এবং একটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের। প্রকল্পগুলি হচ্ছে- 'হেলথ এণ্ড পপুলেশন প্রোগ্রাম প্রোজেক্ট' (এইচপিপিপি), 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম' (এনএনপি) এবং 'মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রোজেক্ট' (এমএসপি)। এ তিনটি প্রকল্প থেকে বিশ্বব্যাংক সর্বমোট ৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকার ঋণ সহায়তা প্রত্যাহার করেছে। যার মধ্যে এমএসপি ও এইচপিপিপি প্রকল্পের ১২টি কন্ট্রাক্টের টাকার পরিমাণ হচ্ছে ৪ কোটি ৮০ লাখ এবং এনএনপি প্রকল্পে ২ কোটি ৪ লাখ।

বিশ্বের বৃহত্তম কুরআন শরীফ বাংলাদেশে!

অনিন্দ্য সুন্দর হস্তাক্ষরে খচিত একখানি পবিত্র কুরআন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম শাখা লাইব্রেরীতে শোভা পাচ্ছে। এই কুরআনখানি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বলে দাবী করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। রাজশাহীর শিল্পী মুহাম্মাদ হামীদুযযামান আর্ট পেপারের উপর কালো কালিতে এই পবিত্র কুরআনখানি দৃষ্টিনন্দন শৈলীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পবিত্র শিল্পকর্মটি শিল্পী হামীদুযযামান ১৯৮১ সালে লেখা শুরু করেন এবং শেষ করেন ৮ বছরে। এক হাযার একশ' পৃষ্ঠা সম্বলিত এই মহাগ্রন্থের ওযন হচ্ছে ৬১ কেজি, লম্বায় ০.৭৩৮ মিটার, চওড়ায় ০.৫৮৫ মিটার এবং উচ্চতায় ০.২২৯ মিটার।

স্বদেশ

দরিদ্র বিশ্ব থেকে মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে

দরিদ্র বিশ্ব থেকে উন্নত বিশ্বে মেধা পাচারের উদ্বেগজনক একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। এর ফলে উন্নতরা আরো উন্নতি করছে এবং গরীব দেশগুলি আরো নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আফ্রিকা, সেন্ট্রাল আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলসহ মোট ৩টি রাষ্ট্রে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে এ পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত সন্তানটি যদি তার মেধাকে স্বদেশের কাজে ব্যবহারে সক্ষম হ'তেন, তবে দরিদ্র দেশটি হয়ত লাভবান হ'ত। কিন্তু সেই মেধাকে কাজে লাগানোর কোন ক্ষেত্র না থাকায় তারা আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য ছুটছেন উন্নত বিশ্বে। একারণেই দরিদ্র দেশগুলি উন্নয়নমুখী হচ্ছে না। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়ে গঠিত 'অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট'র জন্য চালানো হয় এই জরিপ।

ঘানা, মুজাম্বিক, কেনিয়া, উগান্ডা, এল সালভেদরের মত গরীব রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক উচ্চশিক্ষিতরাই উন্নত রাষ্ট্র তথা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাচ্ছেন। এর হার আরো অনেক বেশী হাইতি এবং জ্যামাইকার ক্ষেত্রে। এ দু'টি দেশের উচ্চশিক্ষিত ৮০% নারী-পুরুষই উন্নত রাষ্ট্রে পাড়ি জমাচ্ছেন। অপর দিকে ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিলের মত দেশের মাত্র ৫% শিক্ষিত লোক উন্নত রাষ্ট্রে পাড়ি দিচ্ছেন। অর্থ এবং বিত্তের জন্য মেধা মাইগ্রেশনের এই প্রবাহ অব্যাহত থাকলে বিশ্বের ভারসাম্য ব্যাহত হবে বলেও আশংকা করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের ঐ জরিপ রিপোর্টে।

মাহিন্দ রাজাপাকসে শ্রীলংকার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ রাজাপাকসে জয় লাভ করেছেন। রাজাপাকসে ভোট পেয়েছেন ৫০.২৯ শতাংশ। তার পক্ষে মোট ভোট পড়েছে ৪৮ লাখ ৮০ হাযার। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল ডানপন্থী রনিল বিক্রম সিঙ্গে পেয়েছেন ৪৬ লাখ ৯০ হাযার ভোট। এই নির্বাচনে মোট ৯৭ লাখ ভোটার ভোট দিয়েছে। সর্বমোট প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ১৩ জন। উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর রাজাপাকসে ছয় বছর মেয়াদের জন্য শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন।

মার্কিন পাসপোর্টে ইলেক্ট্রনিক্স আইডেন্টিফিকেশন চিপস

তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও স্টেট ডিপার্টমেন্ট আগামী বছর থেকে আমেরিকান পাসপোর্টে 'ইলেকট্রনিক্স আইডেন্টিফিকেশন চিপস' সংযুক্ত করবে এবং এ নির্দেশ পুরোপুরি বহাল করা হবে আগামী বছরের অক্টোবর মাস থেকে। যে সব দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে আসলে ভিসা লাগে না তাদেরকেও এ ধরনের পাসপোর্ট বহনের সার্কুলার দান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই পন্থা অবলম্বনের বিকল্প নেই বলে স্টেট ডিপার্টমেন্ট উল্লেখ করেছে।

উল্লেখ্য, 'ইলেক্ট্রনিক্স আইডেন্টিফিকেশন চিপস' সংযুক্ত করার ফলে পাসপোর্টে যেসব তথ্য এবং ছবি থাকবে তা কম্পিউটারেও পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন সীমান্ত বা এয়ারপোর্টের নিরাপত্তা রক্ষীরা। একই সাথে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের সাথে মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, পাসপোর্টটি জাল কি-না। এ ব্যবস্থা চালুর ফলে সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসী হিসাবে সন্দেহভাজনরা আমেরিকায় প্রবেশাধিকার পাবে না।

২০০৪ সাল থেকে ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ২৬ হাযার মার্কিন তাঁবেদার প্রাণ হারিয়েছে

ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াইয়ে মার্কিনী ছাড়া তাদের সহযোগী দেশের হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর একটি হিসাব দিয়েছে। এদের মধ্যে ইরাকী তাঁবেদার গোষ্ঠীও রয়েছে। তাতে দেখা গেছে, ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারী থেকে সেখানে এ পর্যন্ত ২৬ হাযার লোক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে কিংবা আহত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, অতিসম্প্রতি গত ২৯ আগষ্ট থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন নিহত হয়েছে আনুমানিক ৬৪ জন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে

আলোর নীচে অন্ধকারের মতই যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন এলাকার মানুষ বাংলাদেশের চেয়েও চরম অভাবে দিনাতিপাত করছে। হাযার হাযার মানুষ না খেয়ে রাস্তার উপর ঘুমাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। ৩ কোটি ৭০ লাখ আমেরিকান জীবন-যাপন করছে চরম দারিদ্র্যকে নিত্যসঙ্গী করে। আর এ সংখ্যা বেড়ে চললেও মাথাব্যথা নেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের।

ইলিনায়স স্টেটের নেমব্রুকের ৫৫% অধিবাসী জীবন-যাপন করছেন দারিদ্র্যসীমার নীচে। এর মধ্যে ৪০% এর বাড়ীর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় হচ্ছে মাত্র ৯৭০০ ডলার। এই সিটিতে নেই কোন ব্যাংক, নেই ঔষধের দোকান। ইট বিছানো রাস্তার পরিমাণও নিতান্তই কম। সিটি মেয়র রেভারেন্ড জন ডেসন বলেন, নিউ অরলিন্সের অধিবাসীরা এখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, একই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি বছরের পর বছর ধরে। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, এখানকার লোকজন বেঁচে রয়েছে সামান্য কিছু খেয়ে কিংবা না খেয়েই।

আমেরিকায় ১৬ শতাধিক মসজিদে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত

আমেরিকার মুসলমানরা এবার একত্রে ঈদ উদযাপন করে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এক দশকের মধ্যে এবারই প্রথম সকল আমেরিকান মুসলিম একই দিন গত ৩ নভেম্বর পবিত্র ঈদুল ফিতর পালন করায় কম্যুনিটি ঐক্য নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমেরিকায় ১৬ শতাধিক মসজিদে ৪ সহস্রাধিক ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। ফলে ঈদের আনন্দ এবার সকলের জন্য ব্যতিক্রমী আমেজ বয়ে আনে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ভারতীয়, আফগানী, মিসরী, গায়নীজ, এ্যারাবিয়ান সকলের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে

যায়। ছোট্টমণি থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে মাথায় টুপি এবং নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবী, কাবুলী-অ্যারাবিয়ান পোশাকে সজ্জিত শত সহস্র মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়েছিল ঈদের দিন নিউইয়র্ক অঞ্চলের রাজপথ।

প্রায় প্রতিটি মসজিদেই দুয়ের অধিক জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের পরিচালনাধীন কোন কোন মসজিদে ৭টি পর্যন্ত জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশীদের বৃহত্তম জামা'আত হয়েছে ব্রুকলীনে 'বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে'। এখানে ৪ সহস্রাধিক মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করেছেন। কম্যুনিটির অন্য বড় জামা'আতগুলি অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মদীনা মসজিদ ও আল-আমীন মসজিদে।

ভারতে ঈদে গরু জবাই করায় ৩ মুসলমান হত্যা

গরু জবাই করার কথিত অপরাধে উত্তর ভারতের এক গ্রামে উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু জনতা মুসলমানদের বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তিনজন মুসলমানকে হত্যা করে। উত্তর প্রদেশের মেহেদীপুর গ্রামের হিন্দুরা ৫ নভেম্বর রাতে এই হামলা চালায়। কারণ তারা জানতে পারে যে, ৪ নভেম্বর শুক্রবার মুসলমানরা ঈদুল ফিত্বর উপলক্ষে গরু জবাই করেছে। বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে ৩ ব্যক্তি নিহত হওয়া ছাড়াও ৪০টি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের ১৮ কোটি লোকের ১৫ শতাংশ মুসলমান।

ভিয়েতনামের মত ইরাকেও পরাজিত হবে যুক্তরাষ্ট্র

-মার্কিন সমরবিদ

যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষ সমরবিদ ও প্রতিরক্ষা বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা বলেছেন, তার দেশ ভিয়েতনামের মত ইরাক যুদ্ধেও নির্ঘাত পরাজয় বরণ করবে। ১২ নভেম্বর নিউজার্সির ম্যাপললিফে চার শতাধিক লোকের এক সমাবেশে ড্যানিয়েল এলসবার্গ (৭৪) নামের ভিয়েতনাম ফেরত সমরবিদ একথা বলেন। তিনি বলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের মত ইরাক যুদ্ধও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। বুশের ইরাক নীতির তীব্র সমালোচনা করে এলসবার্গ বলেন, তিনি (বুশ) ইরাক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন মিথ্যা কথা বলে এবং ইরাকে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে মিথ্যা কথা বলে তাও তিনি যুক্তরাষ্ট্রবাসীর কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাচ্ছেন। ইরাকে মার্কিন হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত ঘটনা বুশ কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রবাসীকে জানতে দেবে না। কারণ তা জানানো হ'লে এখনই ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য মার্কিনীরা তার উপর প্রচণ্ড চাপ দেবে। তিনি জানান, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ঠিক এমনিভাবে হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা চেপে রাখা হ'ত।

উল্লেখ্য, ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধকালে পেন্টাগনের একটি অত্যন্ত গোপন দলীল প্রকাশ করার দায়ে এলসবার্গকে বরখাস্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযোগে ভিয়েতনামে সেনা পাঠিয়েছিল তা যে সর্বৈব মিথ্যা পেন্টাগনের গোপন দলীলে তার অকাট্য প্রমাণাদি ছিল। তদ্রূপ ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে বলে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করেছিল। তিনি বলেন, ইরাক দখল করে নেবার তিন বছর পরে আজও মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী সেখানে কোন ধরনের মারণাস্ত্রই খুঁজে পায়নি।

মুসলিম জাহান

গাযা সীমান্ত খুলে দিতে ইসরাঈল-ফিলিস্তীন ঐতিহাসিক সমঝোতা

ইসরাঈল ও ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ গত ১৫ নভেম্বর গাযা উপত্যকার ভেতরে ও বাইরে ফিলিস্তীনীদের তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে তাদের মধ্যকার তিক্ত বিরোধ অবসানের ব্যাপারে একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। সারারাত ধরে আলোচনা করার পর এই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস এই সমঝোতার কথা ঘোষণা করেন। কন্ডোলিৎসা রাইস এই সমঝোতার পুরো বিষয়টি মধ্যস্থতা করার লক্ষে তিনি তার দক্ষিণ কোরিয়া সফর বাতিল করেন। ফিলিস্তীনী জনগণের অবাধ যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাভাবিক জীবন যাপন নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। রাইস বলেন, ফিলিস্তীনী জনগণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, এই চুক্তির আওতায় গাযা-মিসর সীমান্ত ২৩ নভেম্বর সুস্পষ্টভাবে খুলে দেয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা।

এই চুক্তির ফলে ফিলিস্তীনীরা এই প্রথম তাদের ভূখণ্ডের সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেল। যা এক সময় স্বায়ত্তশাসিত ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। মোদ্দাকথা, এই চুক্তি গাযার বিপর্যস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা করতে সহায়ক হবে এবং গাযাকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত করে অবরুদ্ধ করে ফেলা হবে বলে ফিলিস্তীনীরা যে আশংকায় ভুগছিল তাও প্রশমিত করবে।

ইরানে পশ্চিমা চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ

ইরানে পশ্চিমা চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গত ২৭ অক্টোবর রাজধানী তেহরানে বিপ্লবী পরিষদের সুপ্রীম কাউন্সিলের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদিনেজাদ এতে সভাপতিত্ব করেন। এতে বলা হয় যে, 'এখন থেকে বিদেশী, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলির ছায়াছবি প্রদর্শন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হ'ল'। এতে আরো বলা হয়, 'যেসব বিদেশী চলচ্চিত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা এ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রচার, নারীবাদী আন্দোলনের কথা, তথাকথিত উদারপন্থীদের মতবাদ, নাস্তিকতাবাদ এবং পূর্বের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সেগুলি আমদানী, পরিবেশন ও প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হ'ল'। একই সাথে ইরানের ক্যাবল টেলিভিশন বা স্যাটেলাইট টিভিতেও এ ধরনের চলচ্চিত্র, গান, নাচ ও নাটক প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, 'যে সকল চলচ্চিত্রে মারামারি, হাঙ্গামা, মদ বা যেকোন ধরনের মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং বিশ্বের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষকে অপমান ও অবহেলা করার দৃশ্য দেখানো হয়েছে সেগুলিও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। অর্থাৎ সেগুলিও ইরানে আমদানী, পরিবেশন ও প্রদর্শন করা যাবে না'।

মহাশূন্যে ইরানের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

ইরান মহাশূন্যে তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে। গত ২৭ অক্টোবর রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় প্লিসেটেস্ক থেকে ইরান-রাশিয়া যৌথ উদ্যোগে নির্মিত 'সিনা-১' নামের এই উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মাধ্যমে ইরান মহাশূন্যে উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। এটি ইরানের ছবি তুলবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ পর্যবেক্ষণ করবে। সাইবেরিয়ার ওমস্ক শহর ভিত্তিক একটি রাশিয়ান কোম্পানী 'পোলিয়ট' ইরানের জন্য এই উপগ্রহটি নির্মাণ করে।

ইরান ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মহাপরিচালক ইবরাহীম মাহমূদ জাদেহ বলেন, কয়েক বছরের গবেষণার ফসল হচ্ছে 'সিনা-১' উপগ্রহ। এটি নির্মাণে ৩২ মাস সময় লাগে। এর ওযন হচ্ছে ১৭০ কেজি। মাহমূদ জাদেহ বলেন, দেড় কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই

স্যাটেলাইটটিতে একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও ক্যামেরা রয়েছে। এগুলি ইরানের কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হবে। ভূমিকম্পের মত দুর্যোগের পর এটি মোতায়েন করা যাবে।

পাকিস্তানে কুরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ

পাকিস্তানে লাহোরের ১৩০ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে সাংলা হিল শহরে এক খৃষ্টান ব্যক্তি পবিত্র কুরআন জ্বালিয়ে দেয়। স্থানীয় মুসলমানরা অভিযোগ করে ইউসাক মসীহ নামে এই খৃষ্টান এক রুমের একই ইসলামী স্কুলে (মাদরাসায়) অগ্নিসংযোগ করে এবং পবিত্র কুরআনের কপিসহ বেশ কিছু কিতাব জ্বালিয়ে দেয়।

নিরাপত্তার অভাবে সাদ্দামের মামলা থেকে ১ হাযার ১শ' আইনজীবী সরে দাঁড়িয়েছেন

ইরাকী বন্দী নেতা সাদ্দাম হোসেনের পক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, নিরাপত্তা না থাকায় তারা মামলায় ইরাকী নেতার পরবর্তী শুনানিতে অংশগ্রহণ করবেন না। ১২ নভেম্বর বাগদাদে সাদ্দাম হোসেনের আইনজীবী দলের এক বিবৃতিতে বলা হয়, দু'জন পেশাদার কৌসুলি নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করার কারণে খুন হওয়ায় এ মামলা থেকে ১ হাযার ১শ' আইনজীবী সহযোগিতা করা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

সাদ্দাম হোসেনের পক্ষের আইনজীবীরা তাদের পরিবারবর্গকে রক্ষায় ইরাকী সরকার, মার্কিন বাহিনী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অস্বীকৃতির ব্যাপারেও অভিযোগ করেছেন। মামলা থেকে আইনজীবীদের সরে দাঁড়ানোর পেছনে সাক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ না থাকা এবং আইনজীবীদের হুমকি প্রদানও দায়ী।

জর্ডানে বোমা হামলা

জর্ডানের রাজধানী আম্মানে আমেরিকান মালিকানাধীন পাঁচতারা বিশিষ্ট বিলাসবহুল হোটেল র‍্যাডিসন সাস, গ্রাণ্ড হায়াত এবং ডেইজ ইন হোটেলে গত ৯ নভেম্বর রাতে একযোগে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অনেক বিদেশীসহ কমপক্ষে ৬৭ জন নিহত এবং তিন শতাধিক লোক আহত হয়েছে। হতাহতদের অধিকাংশই জর্ডানী। নিহত বিদেশীদের মধ্যে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীনী সামরিক গোয়েন্দা প্রধান মেজর জেনারেল বাশার নাদেহ, ফিলিস্তীনী প্রিভেন্টিভ সিকিউরিটি ফোর্সের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্নেল আবেদ আলুন ছাড়াও আরো দু'জন ফিলিস্তীনী কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়া একজন ইসরাঈলীও নিহত হয়েছেন। যে হোটেলগুলিতে বোমা হামলা চালানো হয়েছে সেগুলি আম্মানের প্রবাসী লোকজন এবং পশ্চিমা পর্যটকদের খুবই পছন্দের। এই তিনটি হোটেলেই অল্প সময়ের ব্যবধানে হামলা হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ বোমা হামলা চালানো হয় র‍্যাডিসন সাস হোটেলের বল রুমে রাত ৯-টার দিকে। ঐ সময় সেখানে এক জর্ডানী দম্পতির বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চলছিল। এর কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় আত্মঘাতী বোমা হামলাটি হয় গ্রান্ড হায়াত হোটেলের প্রবেশ পথে। এই দু'টি হোটেলেই বোমা হামলাকারী এক্সপ্লোসিভ বেল্ট ব্যবহার করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরপর বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ী ডেইজ ইন হোটেলের সামনে নিরাপত্তা বেষ্টনী অতিক্রম করতে না পেরে হোটেলের বাইরেই বিস্ফোরণ ঘটায়। এই তিনটি হামলাই চালানো হয় স্থানীয় সময় রাত ৯-টা থেকে ১০-টার মধ্যে। র‍্যাডিসন সাস হোটেলে হামলার পর পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স টিম যখন উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে, ঠিক তখনই নিকটবর্তী গ্রান্ড হায়াত হোটেলে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই ইসরাঈলী দূতাবাসের পাশে অবস্থিত ডেইজ ইন হোটেলের বাইরে তৃতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়।

বোমা হামলায় কারা জড়িত তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে জর্ডানী বংশোদ্ভূত ইরাকী আল-ক্বায়েদা নেতা আবু মুস'আব আয-যারকাবী বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। উক্ত আত্মঘাতী বোমা হামলায় জড়িত যে মহিলার বোমা বিস্ফোরিত হয়নি তাকে আটক করা হয়েছে বলে জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ জানান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

নিরাপদে পথ চলতে রোবটের ব্যবহার

রোবট চালিত ছোট্ট গাড়ী ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষের নিরাপদ গাড়ীভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য। ডেনমার্কে এই প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুর্গম পথের সামনে কোন বরফ বা তেলের আস্তরণ থাকলে রোবট চালিত ছোট্ট গাড়ী তা সেন্সরের মাধ্যমে শনাক্ত করে পেছনের গাড়ীকে জানাবে। বরফ বা তেলের আস্তরণ ছাড়া সামনে কুয়াশা থাকলে তাও ধরা পড়বে এই রোবট চালিত ছোট্ট গাড়ীর সেন্সরে। চালকের সামনের পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে কোন প্রতিকূল আবহাওয়া আছে কিনা তাও এই রোবটচালিত গাড়ীর সেন্সরে ধরা পড়বে এবং আশপাশের অন্য গাড়ীর চালকদেরও সে তথ্য জানাতে পারবে।

মহিলাদের আয়ু বাড়ছে

সর্বশেষ এক গবেষণায় চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা জানতে পেরেছেন যে, মহিলাদের আয়ু পুরুষের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০৪০ সালে যেসব মহিলার বয়স ৬০ বছর হবে তারা আরও কমপক্ষে ৩৪ বছর বাঁচবেন। পক্ষান্তরে ২০৪০ সালে যেসব পুরুষের বয়স ৬০ বছর হবে তারা কোনভাবেই আর ২৭ বছরের বেশী বাঁচবেন না। প্রধানত ৭টি কারণে মহিলাদের আয়ু বাড়ছে বলে জানা গেছে। (১) তারা নিয়মিতভাবে চিকিৎসকের কাছে যান (২) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সজাগ (৩) ক্লান্তিতেও তারা ভেঙ্গে পড়েন না (৪) জীবন সম্পর্কে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী আশাবাদী (৫) বিধবা হ'লেও তারা নিজের ব্যাপারে পুরুষের মত উদাসীন হন না (৬) বার্ধক্যেও তারা অনেক কাজ করেন (৭) হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা পুরুষের তুলানায় কম হরমোনের কারণে। গবেষকরা বলছেন, রান্নাঘরে মহিলারা বেশী সময় কাটান বিধায় স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যাপারে তারা অধিক সচেতন। সারাদিনই ঘরের কাজ করেন বিধায় শরীরে চর্বি ততটা জমতে পারে না।

প্লুটোয় চাঁদ ৩টি

সৌরজগতের ৯ম গ্রহ প্লুটো। তার চাঁদের সন্ধান চলছে বহুদিন থেকে। ইতিপূর্বে একটি মাত্র চাঁদের অস্তিত্ব জানা যায়। তবে সম্প্রতি হাবল টেলিস্কোপ সৌরজগতের এই নবম সদস্যের ৩টি চাঁদের সন্ধান পেয়েছে। গত ২৯ অক্টোবর 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা এই ঘোষণা দেন। তারা পৃথিবীতে হাবল টেলিস্কোপের পাঠানো একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করে প্লুটোর ৩টি চাঁদের অস্তিত্বের ঘোষণা দেন।

নকল মুদ্রা শনাক্তকারী লেসার প্রযুক্তি উদ্ভাবন

মুদ্রার প্রচলন হবার পর থেকেই তা নকল করার একটা প্রবণতা দেখা গেছে। যার ফলে বর্তমানে অর্থনীতির বিশ্বায়নে ডলার বা পাউণ্ডের মতো মুদ্রার নকল প্রতিহত করতে ব্যাপক সব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শুধু মুদ্রা নয় পাসপোর্ট বা ব্যাংক কার্ডও জালিয়াতি হচ্ছে। ব্যাংক এবং অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা নকল প্রতিহত করার জন্য জলছাপ, হলোগ্রাম ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। তারপরও জাল নোট বা পাসপোর্টের দেখা মেলে বিশ্বব্যাপী। নকল বা আসল বের করাটা সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কঠিন। কিন্তু সম্প্রতি লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে বিজ্ঞানীরা এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাতে করে সঠিকভাবে মুদ্রা বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আসল বা নকল তা শনাক্ত করা যাবে।

এই পদ্ধতিতে কোন বস্তুর উপরিভাগ লেসার দিয়ে পরীক্ষা করে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরে যে কোন মুদ্রা বা কাগজপত্র শনাক্ত করার ব্যাপারে এই যন্ত্র নির্ভুলভাবে কাজ করবে। তবে এই প্রযুক্তি কতটা নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারবে তা এখনো সময়ের ব্যাপার।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০০৫-২০০৭ সেশনের জন্য দেশব্যাপী যেলা কমিটি পুনর্গঠন

ঢাকা, ২২ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ তাসলীম সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন, ইসমাঈল হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'ছুম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠনের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদের যোগ্য হিসাবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যেকোন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ সবসময়ই ছিলেন আপোষহীন। যার ফলশ্রুতিতে বালাকোট যুদ্ধ, বৃটিশ হটাও আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। আজ জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় ও যেলা পর্যায়ের অনেক নেতা-কর্মীকে কারাগারে বন্দী করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার মোকাবেলা করার জন্য কেন্দ্র ও যেলা নেতৃবৃন্দকে সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জঙ্গী ও সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন তা প্রমাণ করার জন্য সর্বত্র মিটিং, মিছিল অব্যাহত রাখতে হবে এবং সন্ত্রাসী ও জঙ্গীদের গডফাদার ও প্রকৃত মদদদাতাকে জাতির সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলীকে সভাপতি, মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ তাসলীম সরকারকে সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব মুনীরুযযামানকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামকে অর্থ সম্পাদক, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলকে তাবলীগ সম্পাদক, মুহাম্মাদ মুশাররফ হোসাইনকে সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহানকে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুহাম্মাদ আবুবকরকে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামকে দফতর সম্পাদক মনোনীত করা হয়। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নবগঠিত কমিটির শপথবাক্য পাঠ করান।

সাতক্ষীরা, ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে যেলা 'আন্দোলন'-এর নিম্নোক্ত নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। মাওলানা আব্দুল মান্নান সভাপতি, মাওলানা ছাহিলুদ্দীন সহ-সভাপতি, মাওলানা ফযলুর রহমান সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ সরদার সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মাদ কেরামত আলী অর্থ সম্পাদক, মাওলানা আহসান হাবীব প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান তাবলীগ সম্পাদক, মুহাম্মাদ বদরুল আনাম সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ বণী আমীন গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদ সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ছানা দফতর সম্পাদক।

যশোর, ২৮ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার যৌথ উদ্যোগে বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক এস.এম. আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আকবর হোসাইন।

প্রধান অতিথি উপস্থিত কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সংগঠনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন দায়িত্বশীলগণ হ'লেন- ক্বাযী আতাউল হক সভাপতি, আলহাজ্জ আবুল খায়ের সহ-সভাপতি, মাওলানা বযলুর রশীদ সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা আব্দুল আহাদ সাংগঠনিক সম্পাদক, আলহাজ্জ আব্দুল আযীয অর্থ সম্পাদক, মাওলানা আব্দুল লতীফ তাবলীগ সম্পাদক, মুহাম্মাদ

Contents

মুনীরুযযামান প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ আব্দুল হক সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ মুরশেদ আলম সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান দফতর সম্পাদক।

যেলা সভাপতি ক্বারী মুহাম্মাদ আতাউল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক বযলুর রশীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, যশোর যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ, ৫ নভেম্বর শনিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় রহমতগঞ্জে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সুলায়মান প্রমুখ।

উপস্থিত কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে প্রধান অতিথি মুহাম্মাদ মুর্তযাকে সভাপতি, মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সহ-সভাপতি, মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইনকে অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মাদ সুলায়মানকে তাবলীগ সম্পাদক, মাওলানা সাইফুল ইসলামকে প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীকে সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ আইনুল হককে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদকে দফতর সম্পাদক করে মোট ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করেন এবং নতুন দায়িত্বশীলদের শপথবাক্য পাঠ করান।

পাবনা, ৮ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক এস.এম. আব্দুল লতীফ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল কাদের, মাওলানা ইউনুসুর রহমান, মাওলানা বেলালুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল্লাহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি কর্মী, দায়িত্বশীল ও উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে যেলা 'আন্দোলন'-এর নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন। এতে কেন্দ্র কর্তৃক পূর্ব মনোনীত মাওলানা বেলালুদ্দীন সভাপতি, আশরাফ আলী বিশ্বাস সহ-সভাপতি, মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান সাধারণ সম্পাদক এবং মাওলানা ইউনুস আলীকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মাদ আশরাফ আলীকে অর্থ সম্পাদক, মাওলানা বেলাল হোসাইনকে প্রচার সম্পাদক, মাওলানা আব্দুল কাদেরকে প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ মিনহাজুদ্দীনকে সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ আলীকে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুহাম্মাদ ফজর আলীকে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীনকে দফতর সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ১৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শহীদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি জনাব আনীসুর রহমান মাষ্টারকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনকে সহ-সভাপতি, মাওলানা শহীদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা আব্দুস সাত্তারকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা আব্দুল আহাদকে অর্থ সম্পাদক, মাওলানা একরামুল হককে তাবলীগ সম্পাদক, মাওলানা এবাদুর রহমানকে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, মাওলানা হাবীবুল্লাহকে সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম জালালকে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনকে দফতর সম্পাদক করে মোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করেন এবং নবগঠিত কর্মপরিষদের শপথবাক্য পাঠ করান।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুল ইমারত জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলা ও মহানগরীর যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী যেলা, মহানগর ও এলাকা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দালন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক এস. এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **মাসিক আত-তাহরীক** পত্রিকার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, তাবলীগ সম্পাদ ডাঃ মনসূর আলী, এডভোকেট জার্জিস আহমাদ, শামসুল আলম, মোস্তাফীযুর রহমান, মাওলানা রোস্তম আলী, মাওলানা আহমাদ আলী, হাফেয লুৎফুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচারককে বোমা মেরে নির্মমভাবে হত্যা এবং বিভিন্ন যেলা আদালত ও প্রশাসনিক দফতরে বোমা হামলার হুমকির প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামের নাম করে বোমা হামলার মাধ্যমে দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করে একটি চক্র স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ এই মুসলিম ভূখণ্ডটিকে ইরাক ও আফগানিস্তানের মত অগ্নিগর্ভ বানাতে চায়। এরা নিঃসন্দেহে দেশ-জাতি ও ইসলামের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলা এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। বক্তাগণ বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে জোর-জবরদস্তির কোন সুযোগ নেই। ইসলামের নবীর আদর্শ এটি নয়। নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করে আর যাই হোক ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এর দ্বারা বরং গোটা ইসলাম ধর্মকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সবসময়ই এ ধরনের নাশকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার।

নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান, প্রকাশ্য বক্তব্য-বিবৃতি ও পুস্তিকা প্রকাশের পরও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আজ বিনা অপরাধে কারাবরণ করতে হচ্ছে। অপরদিকে প্রকৃত অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এদেশে যেন সত্যের অপমৃত্যু ঘটেছে। তাঁরা অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নির্দোষ-নিরপরাধ সকল নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

অনুষ্ঠানে জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদকে সভাপতি, ডাঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলীকে সহ-সভাপতি, অধ্যাপক ফারূক আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক, মাষ্টার আব্দুল খালেককে সাংগঠনিক সম্পাদক, মোজাহার আলীকে অর্থ সম্পাদক, সিরাজুল ইসলামকে তাবলীগ সম্পাদক, মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমানকে প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মাওলানা আহমাদ আলীকে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, আইনুদ্দীনকে সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আইয়ুব আলীকে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, নিযামুদ্দীনকে দফতর সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। প্রধান অতিথি নব মনোনীত কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান।

একই অনুষ্ঠানে মাষ্টার ইউনুস আলীকে সভাপতি, আবু সাঈদ হেলালীকে সহ-সভাপতি, জনাব শামসুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক, সুলতান মাহমূদকে সাংগঠনিক সম্পাদক, সাঈদুর রহমানকে অর্থ সম্পাদক, মুজাহার আলীকে তাবলীগ সম্পাদক, মাওলানা যাকারিয়াকে প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মাওলানা ফযলুল করীমকে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, আবদুল হাই মুকুলকে সমাজকল্যাণ সম্পাদক, এডভোকেট জারজিস আহমাদকে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও আবদুল বারীকে দফতর সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট মহানগর কমিটি পুনর্গঠন করা হয় এবং যেলার ২২টি এলাকার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আগামী ২৯শে ডিসেম্বর সকাল ১০-টায় রাজশাহী শহরে ঐতিহাসিক মহাসমাবেশের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

সুধী সমাবেশ

বগুড়া, ২২ নভেম্বরঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে গাবতলী থানার আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাওলানা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা হাফেয মুহাম্মাদ আখতার মাদানী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর শিক্ষক জনাব শামসুল আলম প্রমুখ।

স্থানীয় মুছল্লী, সংগঠনের নেতা-কর্মী ও ছাত্র-শিক্ষকের ব্যাপক উপস্থিতিতে বক্তাগণ সম্প্রতি ঝালকাঠিতে দু'জন বিচারককে নৃশংস হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এভাবে মানুষ হত্যা ও বোমাবাজি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বক্তাগণ বলেন, এই নাশকতামূলক কাজ করে যারা এদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তারা দেশ, জাতি, মানবতা ও ইসলামের শত্রু। অবিলম্বে এদের মূল নায়কদেরকে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সমাবেশে বক্তাগণ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কারারুদ্ধ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব,** সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সহ কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন স্তরের নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানান। বক্তাগণ কর্মীদেরকে বর্তমান বিরাজমান সংকটে ধৈর্যধারণেরও অনুরোধ জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম, আব্দুল মালেক টিয়া, ছহিমুদ্দীন, আব্দুর রাযযাক, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে সংগঠনের কার্যক্রম আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ

সপুরা, রাজশাহী ২৮ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সপুরা মিয়াঁপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুল খাবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম।

সমাবেশে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এ দেশের একটি শান্তিপ্রিয় ইসলামী সংগঠন। নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদায় বিশ্বাসী এ সংগঠন

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। তাই এ সংগঠনের সকল কর্মী ও দায়িত্বশীলকে আদর্শবান যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। তিনি ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে দেশব্যাপী নাশকতায় লিপ্ত সন্ত্রাসী-জঙ্গী গোষ্ঠীকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।

সমাবেশে মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলামকে সভাপতি, আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক ও মিনারুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সপুরা মিয়াঁপাড়া এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন ফেরদাউস আলম ও জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ মাইদুল ইসলাম।

জজ হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

রাজশাহী ১৮ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসা সংলগ্ন রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে গত ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠিতে বোমা হামলায় নিহত সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল আহমাদ ও জগন্নাথ পাঁড়ের হত্যাকারীদের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

শত শত নেতা-কর্মী ও সাধারণ মুছল্লীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে জজ হত্যার বিচার চাই, বোমা হামলাকারীদের বিচার চাই, জঙ্গীদের গ্রেফতার কর, জিহাদ ও জঙ্গীবাদ এক নয়, নিরপরাধ ব্যক্তিদের উপর যুলুম-নির্যাতন বন্ধ কর ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, প্লাকার্ড, ফেষ্টুন প্রদর্শন করা হয়।

'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদের পরিচালনায় মানববন্ধন কর্মসূচীপূর্ব সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ইসলাম কায়েমের নাম করে বোমা মেরে বিচারকদেরকে হত্যা করা এক ন্যক্কারজনক চিন্তা-চেতনার ফসল। যে বা যারা এভাবে বেপরোয়া হয়ে সারা দেশ জুড়ে একের পর এক নাশকতা চালিয়ে গোটা জাতিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে চরম নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তারা কখনো ইসলামের সেবক হ'তে পারে না; বরং তারা ইসলাম ধ্বংসের পাঁয়তারায় লিপ্ত। এই অশুভ চক্রের অব্যাহত অপতৎপরতায় দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। যারা বোমা হামলার সাথে জড়িত তারা ইসলাম ও মানবতার শত্রু, দেশ ও জাতির দুশমন। বক্তাগণ আরো বলেন, সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি দমনে নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে এই গোষ্ঠীটি বিচারকদের উপর হামলার মত জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মের দুঃসাহস পাচ্ছে। অবিলম্বে বোমা হামলাকারীদের এবং তাদের নেপথ্য নায়কদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচী শেষ হয়।

অন্যান্যের মধ্যে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান, শামসুল আলম, হাফেয ইউনুস আলী, ডাঃ সিরাজুল হক প্রমুখ এবং অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা হাফীযুর রহমান আর নেই!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, জয়পুরহাট যেলার কালাই থানাধীন শিকটা এজি দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট, বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্জ মাওলানা হাফীযুর রহমান আর নেই। গত ১২ নভেম্বর শনিবার দিবাগত রাত ১১-টায় তিনি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর। তিনি ২ স্ত্রী, ২ ছেলে, ৭ কন্যা ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। রাতেই এম্বুলেন্স যোগে তাঁর লাশ জয়পুরহাট শহরের নিজ বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। তাঁকে শেষ বারের মত এক নজর দেখার জন্য হাযার হাযার মানুষের ঢল নামে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের উপচে পড়া ভিড় ও নীরব আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভাড়ী হয়ে ওঠে। তাঁর ১ম জানাযার ছালাত শহরের শহীদ জিয়া কলেজ মাঠে বেলা ১১-টায়, ২য় জানাযা জয়পুরহাট জজ আদালত ক্যাম্পাসে বেলা ১২-টায়, ৩য় জানাযা কালাই ঈদগাহ ময়দানে বিকাল ৩-টায় এবং ৪র্থ জানাযা নিজ গ্রাম শিকটা এজি দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে বিকাল ৪-টায় অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে নিজ গ্রাম শিকটার পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা বদীউযযামান, আল-মারকাযুল ইসলামী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান, শিক্ষক শামসুল আলম, মাওলানা ফযলুল করীম, মাওলানা রুস্তম আলী, আব্দুল মুন'এম, হাফেয ইউনুস আলী, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বহু নেতা-কর্মী এবং রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের সকল যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক নেতা, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী ও বগুড়া থেকে বাস রিজার্ভ করে কর্মীরা জানাযায় শরীক হন। কালাই ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত ৩য় জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলন' -এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন।

দাফন শেষে ডঃ মুছলেহুদ্দীন সফর সঙ্গীদের নিয়ে মাওলানা হাফীযুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং শান্ত্বনামূলক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি এ সময় সকলকে ধৈর্যধারণের নছীহত করেন এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

হাফীযুর রহমানের মৃত্যুর নেপথ্য কারণঃ গত ১৭ আগষ্ট'০৫ তারিখে দেশব্যাপী বোমা হামলার পর স্থানীয় ও জাতীয় কয়েকটি চিহ্নিত দৈনিক মাওলানা হাফীযুর রহমানকে নিয়ে

অপপ্রচার শুরু করে। তাঁর নানা উন্নয়ন কর্মে ঈর্ষাপরায়ণ স্থানীয় একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে পত্র-পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে এই ন্যক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অপরদিকে ঐ কুচক্রী মহলটি জয়পুরহাটের স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। ফলে স্থানীয় প্রশাসন তদন্তহীনভাবে তাঁর নাম চার্জশীটভুক্ত করে এবং তাঁর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে। প্রশাসনের এই অন্যায় হয়রানি ও সংবাদপত্রের জঘন্য মিথ্যা প্রচারণার ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রাণ দিতে হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একনিষ্ঠ কর্মী আলহাজ্জ মাওলানা হাফীযুর রহমানকে।

মাওলানা হাফীযুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর আড়ালে জয়পুরহাট প্রশাসনের ন্যক্কারজনক ভূমিকাকে দায়ী করে 'কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স' জামে মসজিদে জানাযাপূর্ব বিশাল সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার দেশের জনগণকে আশ্বস্ত করেছিল যে, জঙ্গী ইস্যু নিয়ে কাউকে অন্যায়ভাবে হয়রানি করা হবে না। অথচ জয়পুরহাট প্রশাসন নির্লজ্জ মিথ্যাচার চালিয়ে একটি কুচক্রী মহলের যোগসাজশে মাওলানা হাফীযুর রহমানের মত একজন নিরপরাধ-নির্দোষ অত্যন্ত সুপরিচিত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, অত্র এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবককে মিথ্যা 'স্বীকারোক্তি'র নাটক সাজিয়ে বোমা হামলার আসামী বানিয়ে চার্জশীট দিয়েছে। তার বাড়ীতে একের পর এক তল্লাশী ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাকে বাড়ী ছাড়া করেছে এবং চরম দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। খোদ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যখন রাজশাহীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সম্পর্কে জঙ্গীবাদের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ না পাওয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য রাখছেন তখন জয়পুরহাটের প্রশাসনের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকায় সুধীমহল দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছেন এবং তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়েছেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান প্রমুখ।

জীবন ও কর্মঃ

পরিচিতিঃ তাঁর নাম মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। তিনি জয়পুরহাট যেলার কালাই থানার অন্তর্গত পুনট ইউনিয়নের শিকটা গ্রামে ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মাদ শুকুর আলী এবং মাতার নাম মুসাম্মাৎ গফূরুন নেসা।

শিক্ষাজীবনঃ নিজ গ্রাম শিকটায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন সাদুরিয়া রহমানিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৬৮ সালে দাখিল পাশ করেন। এরপর জয়পুরহাটের কালাই থানাধীন বেগুনগ্রাম এস.ইউ. সিনিয়র মাদরাসা হ'তে ১৯৭০ সালে আলিম ও ১৯৭২ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। পরবর্তীতে একই যেলার সদর উপযেলার হানাইল নোমানিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৯৬ সালে হাদীছ বিভাগে কামিল পাশ করেন।

কর্মজীবনঃ শিক্ষকতার মহান পেশা দিয়েই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। নিজ গ্রাম শিকটায় একটি এবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি জয়পুরহাট যেলা জজ আদালতে এ্যাডভোকেট ক্লার্ক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি শিকটা এজি দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবনঃ মাওলানা হাফীযুর রহমান ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একজন নিবেদিতপ্রাণ একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি আমৃত্যু 'আহলেহাদীছ আন্দোললনে'র কাজ করে গেছেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র জয়পুরহাট যেলা উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এরপর ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ১৪ অক্টোবর ২০০৫-২০০৭ সেশনের জন্য তিনি নবগঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মনোনীত হন। তিনি ছিলেন জয়পুরহাট অঞ্চলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র স্তম্ভসম ব্যক্তিত্ব। দ্বীনে হক্ব-এর খেদমতে তাঁর অকৃতিম বলিষ্ঠ ভূমিকা এ অঞ্চলে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পাশাপাশি একই সাথে তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক সংগঠনের বিভিন্ন পদেও আসীন ছিলেন। তিনি শিকটা বায়তুল আমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি, কালাই উপযেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, কালাই উপযেলা হাজী ফাউণ্ডেশনের সহকারী মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির জয়পুরহাট যেলার সহ-সভাপতি, জয়পুরহাট যেলা সমবায় সমিতির সাবেক চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আইনজীবী সহকারী সমিতি জয়পুরহাট যেলার সাবেক সভাপতি ছিলেন। এছাড়া এ বৎসর তিনি বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেসীন জয়পুরহাট যেলার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজসেবাঃ মাওলানা হাফীযুর রহমান তাঁর ৫৫ বৎসরের বর্ণাঢ্য জীবনে বহু সমাজ সেবামূলক কাজ করে গেছেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সহযোগিতায় কালাই উপযেলা সদরে নির্মিত 'কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স' তাঁর অবদানের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। এছাড়া 'আন্দোলন'-এর সহযোগিতায় যেলার বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপন করে সমাজ সেবামূলক কাজে অবদান রেখে গেছেন। তিনি নিজ গ্রাম শিকটায় একটি দাখিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও মসজিদ নির্মাণ করেন এবং জয়পুরহাট শহরে একটি পাবলিক লাইব্রেরী বা গণপাঠাগার স্থাপন করেন।

[আমরা মাওলানা হাফীযুর রহমানের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সাথে সাথে তাঁর হৃদয়বিদারক মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার মহান আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি।-সম্পাদক]

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

প্রতিবারই নতুন বেশঃ এভাবেই কি চলবে দেশ?

বাংলাদেশে বোমা হামলার ঘটনা দীর্ঘ দিনের। বটমূল, উদীচী, যাত্রামঞ্চ, সমাবেশ, মাযার, বিচারালয়, সিনেমা হল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদসহ বিভিন্ন স্থাপনায় কোন এক অজানা টার্গেটে এসব নাশকতা চলে এসেছে। খোলশ বদলিয়ে বদলিয়ে নতুন নতুন কায়দায় কিছুদিন পরপর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সরকার হয়ে পড়ে বিব্রত। বোমাবাজরা এতটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে, এদেশের বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের চোখে ধুলা দিতেও তারা সক্ষম। গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তিতে এসেছে 'তারা কখনো মধু বিক্রেতা, কখনো রিক্সা চালক, কখনো হকার, কখনো অন্য পেশায় নিজেকে জড়িয়ে মিশন সফল করতে সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে'। আবার বোমা মারার ক্ষেত্রগুলিও সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল। বিশেষ করে ১৭ আগষ্টের বোমা হামলা তাদের যোগ্যতা ও এদেশের গোয়েন্দাবাহিনীর অলসতাকেই ইঙ্গিত করে। একযোগে এরা এতগুলি স্থানে এতগুলি বোমা মারল শুনলেই যেন পিলে চমকে যায়। এরপরও কি এরা থেমে আছে? এজলাসে বোমা মারার কৌশল হিসাবে বই ও জ্যামিতি বক্স ব্যবহার জাতিকে আরো শংকিত করে তোলে। এখন আবার থানায় থানায় বোমা মারার হুমকি। টহল পুলিশ, বিশেষ ব্যক্তি এবং স্থাপনাও এদের টার্গেট মুক্ত নয়। এসব ঘটনার নায়ক কারা, কারা তাদের নেপথ্যে অর্থ-ভরসা দিয়ে সাহস যোগায়, তা এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যদি সৎ হন এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন, তবে এদের পিছনে কারা এবং এরা কারা তা প্রমাণ করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিক সমাজকেও দুই কথা নিজে থেকে না লিখে, প্রাপ্ত তথ্যের নির্যাসটুকু জাতির কাছে তুলে ধরার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে হবে। গল্প-গুজবের ছড়াছড়িতে একবার জেলখানা থেকেও 'বোমা হামলার নির্দেশ এসেছিল' সংবাদটি আমাদের শুধু হাসায়নি; বরং জাতি হিসাবে আমাদের বিভ্রান্তও করেছে।

এই সরকার আসার আগে থেকে বোমা হামলা শুরু হ'লেও এই সরকারের সময়েই তা ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে। এই সরকারের প্রথম দিকে যখন 'বাংলা ভাই বাহিনী'র কিছু কিছু কার্যক্রম পত্রিকায় আসতে শুরু করে, তখন কে বলেছিলেন 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি'? পিতা-ভাই থেকে ত্যাজ্য হওয়ার পর যখন জাতির কাছে বাংলা ভাইয়ের অস্তিত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন আমরা গ্রামের মহিলাদের কণ্ঠেও প্রায়শঃ যা শুনি, তার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি 'মোল্লাদের ঘুরানি আছে'। সেদিন গুরুত্ব দিলে তারা আজ এতটা করতে পারত না। অথচ সরকার বোকারামের মত এদের সংগঠনদ্বয়কে নিষিদ্ধ করে গ্রেফতার করল গিয়ে জঙ্গীবিরোধী কলম সৈনিক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও শান্তিপ্রিয় আলেম-ওলামাকে। এতে কি সচেতন মানুষের মধ্যে সরকারের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি? একটি দলের প্ররোচনায় ইসলামী ঐক্য জোটকে ভেঙ্গে খান খান করা হ'ল। প্রফেসর গালিবের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সম্ভাবনাময়ী আহলেহাদীছ সংগঠনটির পিছনে রেযাউল করীমকে লেলিয়ে দিয়ে প্রথমে বিভাজন ও মামলাবাজি এবং পরে জঙ্গীবাদের মিথ্যা নাটক-কাহিনীর সূচনা করে। সত্যের বাতি কি তাহ'লে নিভে যাবে? প্রফেসর গালিবের ২৩টি বই, বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যের রেকর্ড, সংগঠনের সার্কুলারগুলি তো বলে তিনি জঙ্গীবাদের চরম বিরোধী। পত্রিকান্তরে রেযাউল করীম সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে সরকার রেযাউল করীমকে গ্রেফতার না করায় সরকারের দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। তাহ'লে কি সরকারই রেযাউলকে লাগিয়েছিল?

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাজশাহীতে বলে আসলেন 'প্রফেসর গালিব বোমা হামলায় সম্পৃক্ত নন। হামলাকারীদের একজনও নেতা হিসাবে তাঁর নাম বলেনি'। তাহ'লে শফীকুল্লাহর স্বীকারোক্তি যে কারো পরিকল্পিত, সেটা কি আর বুঝার বাকী থাকে? জেএমবি তো আহলেহাদীছের কোন সংগঠন নয়। হবিগঞ্জের শামীম, কুমিল্লার যাকির সহ অনেকেই জন্মগতভাবেও আহলেহাদীছ নয়। আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই কখনোই 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে' ছিল না। তাই বহিষ্কারেরও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু বাংলা ভাই তো ছাত্রশিবির করত। সুতরাং প্রফেসর গালিবকে গ্রেফতারের আগে জামায়াতে ইসলামীর আমীরকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন ছিল। ১৭ আগষ্টের পর যাদের বিনা কারণে হয়রানি করা হ'ল, তাদের কেউ কি জামায়াতের কর্মী-সদস্য? কেন নয়? অন্য দলের নিরীহ-নিরপরাধ আলেম-ওলামাকে হয়রানির কারণে কেন তাদেরকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হ'ল? এই প্রশ্নের সদুত্তর কি সরকার দিতে পারবে?

করল দোষ কারা, ধরল গিয়ে কাদের? এই প্রশ্ন আজ জাতীয় বিবেককে দংশন করছে প্রতিনিয়ত। কারা জঙ্গী, কারা স্বাধীনতা বিরোধী, কারা এদেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে চায়, তাদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ তথ্য নিন। প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করুন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে গেলে বিপত্তি ঘটবেই।

*আব্দুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ কুরবানীর গরুর উপর খড়ের বিশাল স্তূপ পড়ে যাওয়ায় পিছনের বাম পা ব্যতীত বাকী সমস্ত অংশই ভিতরে থেকে যায়। এমতাবস্থায় জনৈক আলেমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গরুর বাম পায়ে ছুরি চালিয়ে কুরবানী করা হয়। এভাবে কুরবানী করা কি জায়েয?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আলেম যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা সঠিক। কোন কারণ বশতঃ কুরবানী বা অন্য কোন হালাল পশুর গলায় ছুরি চালানো সম্ভব না হ'লে, পশুর যেকোন স্থানে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করলেই তা যবেহ হয়ে যাবে এবং হালাল বলে গন্য হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা শিকারের তুল্য এবং ঐ উটের ন্যায় যা কূপে পতিত হয়েছে। সুতরাং যেভাবে সম্ভব তাকে যবেহ কর। অনুরূপ বলেন, আয়েশা, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) প্রমুখ *(বুখারী ৩/৫৮০ পৃঃ, 'যবেহ' অধ্যায়)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারী গ্রন্থে ইবনু আবী শায়বার বরাত দিয়ে 'আবায়া বিন রেফা' থেকে বর্ণনা করেন যে, একটি উট কূপের মধ্যে পতিত হ'লে জনৈক ব্যক্তি তাকে যবেহ করার জন্য কূপের মধ্যে নেমে পড়ে। সে গলায় ছুরি চালাতে সক্ষম না হ'লে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে বলেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে তুমি কোমরের পার্শ্বে ছুরি চালাও। অতঃপর ইবনু ওমর (রাঃ) ঐ উটের এক দশমাংশ গোস্ত দুই বা চার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নেন *(ফাৎহুল বারী ৯/৭৯৬ পৃঃ 'যবেহ' অধ্যায়)*। আলী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অতএব আলেমের ফৎওয়া অনুযায়ী পায়ে ছুরি চালিয়ে যবেহ করা বৈধ হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে নমরূদ আগুনে নিক্ষেপ করলে নমরূদের কন্যা স্বচক্ষে দেখছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুনে পুড়ছেন না, তখন সে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-মুসাম্মাৎ লিলি খাতুন
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নমরূদের কন্যা সম্পর্কে এরূপ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইবরাহীম (আঃ)-এর মা সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর মা আগুনের মধ্যে নিরাপদ দেখলেন তখন বললেন, হে আমার বৎস! আমি তোমার কাছে আসতে চাই। তুমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর আগুন যেন আমাকে স্পর্শ না করে। ফলে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর মাকে ডাকলে তিনি আগুনের ভিতর দিয়ে তাঁর কাছে যান এবং সন্তানকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করেন অতঃপর ফিরে আসেন। কিন্তু আগুন তাকে স্পর্শ করেনি *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৩৮ পৃঃ, 'ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ পিতা মেয়েকে মারধর করলে নাকি মেয়ের ১২ বছর দুঃখ হয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-নাজমুন্নাহার
সাহারবাটি, কলোনি পাড়া
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। পিতা তার সন্তান-সন্ততিদেরকে সংশোধনের জন্য শাসন করণার্থে শাস্তি দিতে পারেন, এতে দোষের কিছু নেই। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা যখন 'চায়দা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার হার হারিয়ে গেল। তার খোঁজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেমে গেলে লোকেরাও থেমে যায়। সেখানে পানি ছিল না। লোকেরা আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আয়েশা (রাঃ) কী করেছেন আপনি কি দেখেননি? তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন। আবুবকর (রাঃ) তখন আমার নিকটে আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে তিরস্কার করলেন। এতে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি যা খুশি তাই বললেন এবং আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। এ সময় আমি একটুও নড়তে পারছিলাম না' *(বুখারী হা/৩৩৪, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ যাকাত দেয়ার সময় কি শুধু চন্দ্রের হিসাবে বছর গণনা করতে হবে? না ইংরেজী হিসাব অনুযায়ীও দেয়া যায়?

-বযলুর রশীদ, যশোর।

উত্তরঃ যাকাত দেওয়ার বিষয়টি শুধু চন্দ্রমাসের সাথে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যাকাত ফরয হওয়ার শারঈ বিধান হচ্ছে একবছর পূর্ণ হওয়া। তাই চন্দ্র, বাংলা বা ইংরেজী যেকোন বর্ষের পূর্ণ এক বছর নিছাব পরিমাণ মালের উপর অতিক্রান্ত হ'লে তার উপর যাকাত ফরয হবে এবং তা আদায় করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মাল লাভ করবে, তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরয হবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৮৭, সনদ মওকূফ সূত্রে ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, রামাযান মাস ব্যতীত অন্য যেকোন মাসে যাকাত ফরয হ'লে সে মাসেই যাকাত দেওয়া কর্তব্য। তবে রামাযানের নিকটবর্তী মাসে যাকাত ফরয হ'লে ফযীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে রামাযান মাসে আদায় করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং- ৩৮৮, পৃঃ ৪৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ অনেক মসজিদে লেখা থাকে, মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা নাজায়েয। এটা কি ঠিক?

-আবু ছালেহ
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। ওমর (রাঃ) দুনিয়াবী কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য মসজিদে নববীর পার্শ্বে বুতাইহা নামক একটি চত্বর তৈরী করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কথা, কবিতা পাঠ কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে চায় সে যেন ঐ স্থানে চলে যায় *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৭৪৫)*।

হাসান বছরী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ মসজিদে দুনিয়াবী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না। তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন আবশ্যকতা নেই *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৭৪৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ 'যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে তাকে দারিদ্র স্পর্শ করবে না'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ যঈফ *(বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/২১৮১)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ 'যদি বান্দারা আমার আনুগত্য করত তাহ'লে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি ও দিনে সূর্যের কিরণ দিতাম এবং মেঘের গর্জন শুনাতাম না'। এটি কুরআনের আয়াত না হাদীছ?

-আব্দুল্লাহ মাস'উদ
বামন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এটি একটি যঈফ হাদীছ *(আহমাদ, মিশকাত, হা/৫৩১০; বাংলা মিশকাত, হা/৫০৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ ছাগল প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে পাঁঠা প্রদান করা কি শরী'আত সম্মত?

-মানিক
ঝগড়ুপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ গবাদী পশু উন্নয়ন ও দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারীভাবে ছাগল প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে পাঁঠা প্রদান করা যায়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ক্বিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে ষাঁড়ের পাল বা প্রজননের মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিষেধ করেন। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা ষাঁড়ের পাল দিয়ে থাকি এবং তার বিনিময়ে সৌজন্য মূলক কিছু পেয়ে থাকি। তখন রাসূল (ছাঃ) ঐ সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৬৬ 'নিষিদ্ধ বস্তু বেচা-কেনা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। অতএব কেবল উপার্জনের স্বার্থেই টাকার বিনিময়ে গাভী প্রজননের জন্য ষাঁড় প্রদান করা জায়েয হবে না *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর (২/১০২)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ ক্বাযা ছিয়াম শা'বান মাসের শেষের দিকে আদায় করা যাবে কি?

-খাদীজা খাতুন (বিউটি)
সাহারবাটি, কলোনী পাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শা'বানের যেকোন সময় ক্বাযা ছাওম, নযরের ছাওম বা অভ্যাসগত ছওম পালনে কোন বাধা নেই *(মির'আতুল মাফাতীহ ৬/৪৪০ পৃঃ, 'চন্দ্রদেখা' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগী কিংবা সফরের কারণে ছওম রাখতে অক্ষম, সে যেন অন্য যেকোন সময়ে দিন গণনা করে তা পূরণ করে নেয়' *(বাক্বারাহ ১৮৪)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপস্থিতির কারণে রামাযানের ক্বাযা ছওম শা'বান ব্যতিরিকে অন্য মাসে আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসে অধিক ছাওম পালন করতেন, তখন আমি আমার ঐ ক্বাযা ছওমগুলি আদায় করে নিতাম *(বুখারী ও মুসলিম)*।

উল্লেখ্য, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ১৫ই শা'বানের পরে তোমরা রোযা রাখিও না মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তার অর্থ হ'ল, যে সমস্ত ছওম কারণ বিশিষ্ট নয়, সেই ছওম ১৫ই শা'বানের পরে আদায় করা অপছন্দনীয় *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৪৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ আমি আমার মাকে ঘন ঘন ডাকতাম। সেই অভ্যাসে হঠাৎ একদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকেও মা বলে ফেলি। এতে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নাটোর।

উত্তরঃ এরূপ 'মা' বলে সম্বোধনে স্ত্রী হারাম হবে না। কেননা এতে 'যিহার' সাব্যস্ত হয় না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২৬৬)*। যেহার হ'ল স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম, হা/১০৯১ 'যিহার' অনুচ্ছেদ)*। আর এরূপ যিহারের কাফফারা হ'ল স্বামী একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা এক টানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে *(মুজাদালাহ ৩-৪)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ মাসিক আত-তাহরীকে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ১৮/১৭৮ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, বিসমিল্লাহ

বলে যেকোন হালাল পশু-পাখি যবেহ করে খেতে পারবে। কিন্তু শায়খ ছালেহ আল-ওছায়মীন বলেন, ছালাত আদায় করে না এমন ব্যক্তির যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনীসুর রহমান
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি হালাল পশু-পাখি যবেহ করলে তার গোশত খাওয়া জায়েয। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) উক্ত মর্মে ফৎওয়া দেয়ার কারণ হ'ল, তিনি ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের মনে করতেন। আর কাফেরের যবেহকৃত পশু-পাখির গোশত খাওয়া যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম অলসতা করে ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের মনে করেন না, বরং বড় অপরাধী মনে করেন। সেকারণ তাদের যহেবকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৩, 'শাফা'আত' অধ্যায়; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ অনেক সময় কম্পিউটার ও ফটোষ্ট্যাটের দোকানে মূল কাগজের নাম পরিবর্তন করে কাজ করা হয়। বিশেষ করে সার্টিফিকেট ও জমির দলীলের ক্ষেত্রে এটা বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করলে পাপ হবে কি?

- আনীসুর রহমান
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এটা এক প্রকার জালকরণ ও ধোঁকাবাজির অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপ কার্যে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। অতএব কেউ এ ধরনের সহযোগিতা চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ প্রত্যেক জুম'আর ছালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ এবং কোন দিন সূরা জুম'আহ ও মুনাফিকূন তেলাওয়াত করি। অনুরূপ ফজরের ছালাতে সাজদাহ ও দাহর পড়ি। এতে অনেকেই একঘেঁয়েমী বলে। একই সূরা বার বার পড়া হয় কেন, অন্য কোন সূরা কি পড়া যাবে না?

-ওছমান গণী
প্রতাপগঞ্জ, পাকুরিয়া
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ জুম'আর ছালাতে রাসূল (ছাঃ) কখনো সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পড়েছেন। আবার কখনো কখনো সূরা জুম'আহ ও মুনাফিকূন পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৯-৪০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপ জুম'আর দিন ফজরের ১ম রাক'আতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা দাহর পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮)*। অতএব এভাবে পড়াই সুন্নাত। একে একঘেঁয়েমী বলা ঠিক নয়। তবে অন্য সূরাও পড়া যায় *(মুযযাম্মিল ২০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ কোথাও কোথাও দেখা যায়, আযানের সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শুনে কিছু দো'আ পড়ে আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রোগড়ায়। এর কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুর রহমান
হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এটা করা ঠিক নয়। কারণ এ মর্মে যে বর্ণনাগুলি এসেছে সেগুলি সবই জাল। শারঈ কোন ভিত্তি নেই *(দ্রঃ তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ 'আযান' অধ্যায়, ২১তম মাসআলা, ১/৯২-৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ জানাযার ছালাতে দরূদ পড়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তৈমুর রহমান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে দরূদ পড়ার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হাকেম বায়হাক্বী, ইবনুল জারূদ, সনদ ছহীহ, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৭৩৪, ৩/১৮০-১৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ ঈদুল ফিতর বা কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ভিত্তিক মক্তবে দিলে 'ফী সাবীলিল্লাহ্‌র' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

- আব্দুছ ছামাদ
ভোলাবাড়ী, বায়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে উল্লিখিত যাকাত বন্টনের ৮টি খাতের একটি হ'ল- 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা)। এ খাতটি ব্যাপক। এর মধ্যে মাদরাসা, ইয়াতীম খানা এবং মসজিদ ভিত্তিক মক্তবও অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে যে সমস্ত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান পায় না শুধু জনগণের দান-যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদির মাধ্যমে চলে সেগুলিকে ওলামায়ে কেরাম ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। উল্লেখ্য যে, মক্তব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর যদি হারিয়ে যায় কিংবা শিং ভেঙ্গে যায় তাহ'লে করণীয় কি?

-ফাবিহা
খুপসারা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর হারিয়ে গেলে কুরবানী দাতা তার পূর্ণ নেকী পাবে। তবে সক্ষম হ'লে পুনরায় নতুন কুরবানী করতে পারে। কুরবানীর ক্রয়ের পর কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেলে বা শিং ভেঙ্গে গেলে সেই পশু দ্বারা কুরবানী করাতে কোন অসুবিধা নেই *(মির'আত ২/৩৬৩ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকটে

Contents

তার (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকট তোমাদের পক্ষ থেকে তাক্বওয়া পৌঁছে' *(হজ্জ ৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ জাহান্নামের আগুন নাকি ৭০ হাযার বার ধৌত করে দুনিয়াতে আনা হয়েছে? এর সত্যতা জানতে চাই।

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জাহান্নামের আগুন ৭০ হাযার বার ধৌত করে দুনিয়াতে আনা হয়েছে মর্মে কথার কোন ভিত্তি নেই। তবে হাদীছে জাহান্নামের আগুনের সাথে দুনিয়ার আগুনের উত্তাপের তুলনা করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! শাস্তির জন্য দুনিয়ার আগুন তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুন আরও ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৪২১ ১০ খণ্ড, ১৬০ পৃঃ 'জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কুরবানী না করে, তাহ'লে তার ঈদের ছালাত হবে কি?

-ইমরান
পাঁচপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা উচিৎ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(আহমাদ, সনদ হাসান, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; বুলূগুল মারাম হা/১৩৪৯ 'কুরবানী' অধ্যায়)*। তবে এমন ব্যক্তি কুরবানী না করলেও ঈদগাহে গিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা উক্ত হাদীছে ছালাত আদায়ে নিষেধ বুঝানো হয়নি, বরং গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে *(শরহে বলূগুল মারাম হা/১৩৪৯ নং-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ জান্নাতের নাকি অনেক স্তর রয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, স্তরগুলির ব্যবধান কতটুকু?

-আতীকুর রহমান
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ জান্নাতের প্রত্যেক স্তরের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জান্নাতের স্তর হবে ১০০টি। প্রত্যেক স্তরের মাঝের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। তবে জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সর্বোচ্চ। তার থেকে প্রবাহিত হবে চারটি ঝর্ণাধারা এবং তার উপরেই থাকবে আল্লাহ্র আরশ। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্র নিকটে কিছু চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবে' *(বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, ঐ বঙ্গানুবাদ ১০ খণ্ড, হা/৫৩৭৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র কি অবস্থায় থাকবে?

-আব্দুল মান্নান
হরিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেওয়া হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেচিয়ে নেওয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫২৬; বাংলা মিশকাত হা/৫২৯২ 'শিঙ্গার ফুৎকার' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ সূর্য-চন্দ্রকে আলোহীন করা হবে।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ ফরয ছালাতের পর তাসবীহ না পড়ে সুন্নাতের পর পাঠ করা যাবে কি?

-ফারূক আহমাদ
সোহাগদল, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের পরে নির্ধারিত তাসবীহ সমূহ ফরয ছালাতের পরই পড়া শরী'আত সম্মত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬)*। কোন কারণে ফরযের পরে তাসবীহ পাঠ করতে না পারলে সুন্নাতের পরে ক্বাযা করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে সুন্নাত ছালাতের পরও সাধারণ তাসবীহ পাঠ করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেক ছালাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল-হামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বল' *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৫)*। উক্ত হাদীছে ফরয ছালাতকে নির্দিষ্ট না করায় ফরয নফল সকল ছালাতই এর অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ২/৩২৫ 'ছালাতের পর যিকির' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর আযান হ'লে জামা'আতের পূর্বে আর কোন ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-যহুরুল ইসলাম
জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশের পর আদায়কৃত দু'রাক'আত ছালাত 'তাহিয়াতুল মসজিদ' হিসাবে গণ্য হবে। অতঃপর আযান হ'লে তাকে পুনরায় সংশ্লিষ্ট ছালাতের সুন্নাত পড়তে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ 'সিজদায়ে শুকুর' কখন কিভাবে এবং কয়টি করতে হয়? এতে ওযূ শর্ত কি? তেলাওয়াতে সিজদার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
নবাব জাইগীর, নবাবগঞ্জ।
ও
-আব্দুল হাফীয
জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সিজদায়ে শুকুর ও সিজদায়ে তেলাওয়াতে একটি সিজদা হবে এবং এই সিজদাতে ওযূ ও কিবলা শর্ত নয়।

কোন খুশীর ব্যাপার ঘটলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৯৪)*। হাদীছে তাকবীর দেওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য নেই তবে সম্ভবতঃ অন্যান্য সিজদার উপরে ভিত্তি করে ছাহেবে 'গহর' তাকবীর দেওয়ার কথা বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৮ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, তেলাওয়াতে সিজদা ছালাতের মধ্যে হ'লে তাকবীর বলে সিজদায় যেতে হবে এবং তাকবীর বলে উঠতে হবে। তেলাওয়াতে সিজদার জন্য বিশেষ দো'আ রয়েছে। যেমন-

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণঃ সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া শাক্ক্বা সাম'আহূ ওয়া বাছারাহূ বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী; ফাতাবা-রাকাল্লা-হু আহ্সানুল খা-লেক্বীন।

অর্থঃ 'আমার চেহারা সিজদা করছে সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি বলে এতে কর্ণ ও চক্ষু সন্নিবেশ করেছেন। অতএব মহা পবিত্র আল্লাহ যিনি সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা'।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ চাশতের ছালাত ছুটে গেলে ক্বাযা করতে হবে কি?

-মুজীবুর রহমান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ চাশতের ছালাত আদায়ের সময় পার হয়ে গেলে ক্বাযা করার দলীল পাওয়া যায় না। তবে যেসব সুন্নাত ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলির ক্বাযা আদায় করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপ রাতের ছালাত ছুটে গেল দিনে আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর নিদ্রা বিজয়ী হ'লে অথবা অসুস্থ হওয়ার কারণে রাতের ছালাত ছুটে গেলে তিনি দিনে আদায় করে নিতেন *(মুসলিম, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, 'রাতের ছালাত জমা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ স্বামীর সমস্যার কারণে দেবরের সাথে সফর করা বৈধ হবে কি? 'মাহরাম' শব্দটি কি পুরুষের সাথে শর্তযুক্ত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তাহমীদা নাছরীন তামান্না
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দেবরের সাথে সফর করা বৈধ নয়। স্বামীর সমস্যা থাকলে মাহরাম ব্যক্তির সাথে সফর করতে হবে, নইলে সফর করা হ'তে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন নারী 'মাহরাম' ছাড়া কখনো সফর করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৩)*। 'মাহরাম' শব্দটি পুরুষের সাথে শর্তযুক্ত। কারণ 'মাহরাম' এমন পুরুষদের বলা হয়, যার সাথে বিবাহ হারাম। যেমন- পিতা, ছেলে, দাদা, নানা, নিজ ভাই অথবা বোনের ছেলে, দুধ ভাই।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ ছাদক্বাতুল ফিতর জমা করার সঠিক সময় কখন। অনেকের মতে ঈদুল ফিতর-এর চাঁদ ওঠার পূর্বে বিতরণ করলে এটি ফিৎরা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে। এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-ইমদাদুল হক্ব
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের দিন অথবা ঈদের এক বা দু'দিন আগে ফিৎরা জমা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে জমা করতে বলেছেন *(বুখারী ১/২০৩ পৃঃ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ফিৎরা জমা করার উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিৎরের একদিন কিংবা দু'দিন আগে ছাহাবীগণ ফিৎরা জমা দিতেন। তবে এই জমা করাটা বন্টনের উদ্দেশ্যে ছিল না *(বুখারী ১/২০৫)*। ফিৎরা ঈদের ছালাতের পর বা ঈদের দু'তিন দিন পরেও বন্টন করা যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধান করা জায়েয কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মেহেদী হাসান
ভবানীপুর, কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কম-বেশী যাই হৌক লাল কাপড় পরিধান করা জায়েয। আবু জুহায়ফাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং বেলাল (রাঃ)-কে তাঁর জন্য ওযূর পানি নিয়ে উপস্থিত হ'তে দেখলাম। এ সময় লোকেরা তাঁর ওযূর পানির জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্রই তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত হ'তে নিচ্ছে। অতঃপর বেলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি লৌহ ফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) একটা লাল পোশাক পরে বের হ'লেন। এ সময় তাঁর তহবন্দ কিঞ্চিৎ উঁচু করে জড়া ছিল। সেই ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন... *(বুখারী (বৈরুত ছাপা) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪, হা/৩৭৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'লাল কাপড় পরে ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, لاَ يَصِحُّ فِيْ النَّهْيِ عَنِ الْأَحْمَرِ حَدِيْثٌ। 'লালবস্ত্র পরিধান নিষেধ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪৭ টীকা ২ দ্রঃ)*।

উল্লেখ্য, কোন কোন বিদ্বান এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করলেও ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত হাদীছগুলির দ্বারা লালবস্ত্র পরিধান করা জায়েয বলে শাফেঈ, মালেক ও অন্যান্যরা দলীল গ্রহণ করেছেন। হাফেয ইবনু হাজর আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আলী, ত্বালহা, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, বারা ইবনু আযেব প্রমুখ ছাহাবী এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, নাখঈ, শা'বী, আবু

কিলাবা, আবু ওয়ায়েল ও একদল তাবেঈ বিদ্বান থেকেও লালবস্ত্র সাধারণভাবে পরিধান করা জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে। হানাফী মাযহাবে লালবস্ত্র পরিধান করা মাকরূহ বলা হয়েছে। তাদের দলীল হচ্ছে, 'এক ব্যক্তি দু'টি লালবস্ত্র পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তার সালামের উত্তর দিলেন না'। উক্ত হাদীছটি যঈফ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, শায়খ আলবানী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩১৯ পৃঃ, হা/১৭৭৮-এর ভাষ্য দ্রঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৩৫৩)*।

তবে কমলা রংয়ের যে পোষাক সন্ন্যাসীরা পরিধান করে (হিন্দীতে একে كومية বা কুম্বা রং বলা হয়) তা পরিধান করা জায়েয নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৭ 'পোষাক-পরিচ্ছেদ' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৩৪, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২০০)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ দাবা খেলা কি জায়েয?

-*তালালুদ্দীন*
নাজিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ দাবা, পাশা ও লুডু খেলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দাবা বা লুডু খেলায় অংশগ্রহণ করল সে নিজের হস্ত শূকরের রক্তে রঞ্জিত করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি দাবা-লুডু খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ জমাকৃত মূল টাকার সাথে মাসে মাসে কিস্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা জমা করা হ'লে বছর শেষে যাকাত দেওয়ার সময় বছরের শুরুতে যে মূল টাকা ছিল তার যাকাত দিতে হবে, না কি সমুদয় টাকার যাকাত দিতে হবে?

-*একরাম, চট্টগ্রাম।*

উত্তরঃ এমতাবস্থায় মূল টাকারই যাকাত দিতে হবে। আর পরবর্তীতে জমাকৃত কিস্তি সমূহের উপর বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় তাতে যাকাত ফরয হবে না। মূল কথা হ'ল, টাকার উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হ'তে হবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম, হা/৫৯৩, পৃঃ ১৬১)*। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে বৎসরান্তে মূল ও লাভ হিসাব করে সমুদয় টাকার যাকাত বের করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ আমাদের এলাকার লোকেরা দেরী করে ছালাত আদায় করার কারণে আমরা কিছু সংখ্যক লোক নির্ধারিত সময়ে আউয়াল ওয়াক্তে আযান না দিয়েই ছালাত আদায় করি। এভাবে আযান ছাড়া ছালাত হবে কি?

-*ফয়ছাল*
হিলি বাজার, হাকীমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় আযান ব্যতীত আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে এবং এটাই উত্তম *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬০৭)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবনে একবার মাত্র জিবরীল (আঃ)-এর সাথে শেষ সময়ে ছালাত আদায় করেছিলেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৮)*। ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, আমার পর তোমাদের উপর এমন শাসক আসবে, যাদেরকে বিভিন্ন ব্যস্ততা ঠিক সময়ে ছালাত আদায় করা হ'তে বিরত রাখবে। এমনকি ছালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। তখন তোমরা সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করে নিবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬২১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ খুৎবার সময় ইমাম ছাহেব মোবাইলে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন কি?

-*যাকারিয়া*
বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ খুৎবার সময়টি এক বিশেষ মুহূর্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মোবাইলে অন্যের সাথে কথা বলা যাবে না। সাধারণভাবেই যখন মানুষ আপোষে কোন কথা বলে, তখন হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে তাদের সাথে কথা বলতে চাইলে কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে কথা বলা নিয়ম বিরোধী। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণের সাথে কথা বলছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বলল, ক্বিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের কথা শেষ করার পরে বললেন, 'যখন আমানত ধ্বংস করা হবে তখন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। তবে খুৎবা চলাকালে উপস্থিত মুছল্লীদের সাথে যরূরী প্রয়োজনে ইমাম কথা বলতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ অমুসলিম ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যায় কি?

-*মুজীবুর রহমান*
নবাবজাইগীর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অমুসলিম ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোন মুসলমানকে সহযোগিতা করলে তা গ্রহণ করা যায়। এমনকি কোন সাধারণ বিষয়ে তাদের নিকট থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়াও যায়। নবী করীম (ছাঃ) মক্কা হ'তে মদীনা হিজরতের সময় রাস্তা দেখানোর ব্যাপারে একজন মুশরিকের সাহায্য নিয়েছিলেন, যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু আরীকত *(বুখারী ১/৫৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ যুবতী মেয়ে রেখে হজ্জে গেলে নাকি হজ্জ কবুল হবে না। এ কথা কি সত্য?

-*সৈয়দ ফয়েয*
ধামতী, (মীরবাড়ী), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা যুবতী মেয়ে ঘরে থাকার সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হজ্জের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'কা'বা গৃহে যাতায়াতের যার সামর্থ্য রয়েছে তার উপর হজ্জ পালন করা ফরয' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ আউয়াল ওয়াক্ত কি? পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুরায়রা
বাঁশবাড়ীয়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ ছালাতের প্রথম সময়ই আউয়াল ওয়াক্ত। আর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে প্রথম ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের প্রতিই গুরুত্বারোপ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬০৭)*। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত নিম্নরূপঃ যোহরের আওয়াল ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর শুরু হয় *(বনী ইসরাঈল৭৮)*। আছরের আউয়াল ওয়াক্ত শুরু হয়, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয় *(আবুদাঊদ তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৮৩ 'ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ)*। মাগরিব ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার পরই শুরু হয়। এশার ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত পশ্চিম আকাশে লালীমা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় *(বুখারী ও মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৫৯৭, 'ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ)*। ফজর ছালাতের আওয়াল ওয়াক্ত ছুবহে কাযীবের পর পূর্ব আকাশে সাদা রেখা (ছুবহে ছাদিক্ব) সম্প্রসারিত হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় *(মুসলিম মিশকাত হা/৫৮২, ছালাতের সময় অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত ছালাতের স্থায়ী ক্যালেণ্ডার অথবা আত-তাহরীক পত্রিকার প্রত্যেক মাসের ছালাতের সময়সূচী অনুযায়ী ছালাতের আযান ও জামা'আতের সময় নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ এশার ছালাত শেষ হয়ে তারাবীহ ছালাত শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ উপস্থিত হ'লে কোন ছালাত পড়বে?

-হুরায়রা
বাঁশবাড়ীয়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ তারাবীহর জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় কেউ এসে যদি তারাবীহর জামা'আতের ইমামের ইক্বতেদা করে এশার ফরয ছালাত আদায় করে তাহ'লে শারঈ কোন দোষ নেই। কারণ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, ৩০৬ পৃঃ, মাস'আলা নং ২২৩)*।

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এশার ফরয ছালাত আদায় করে নিজ মহল্লায় গিয়ে এশার ফরয ছালাতের ইমামতি করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৩ 'ছালাতে কিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে মু'আয (রাঃ)-এর ছালাত ফরয বলে গণ্য হয়েছে আর স্বীয় মহল্লায় যে ছালাত আদায় করতেন তা ছিল নফল বলে গণ্য হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে অক্ষম ব্যক্তি আরেকটি চেয়ারের উপর সিজদা করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-আফরোজা আখতার
তুলাগাও (নোয়াপাড়া)
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পৃথক চেয়ার বা অন্য কিছু সামনে রেখে তার উপর সিজদা করা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে ইশারা করে সাধ্যমত রুকু ও সিজদা আদায় করবে। তবে সিজদার ক্ষেত্রে রুকুর চেয়ে একটু বেশী ঝুকে ইশারা করবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে বালিশের উপর সিজদা দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখে বালিশটি টেনে ফেলে দিয়ে বললেন, পারলে এমনভাবে ইশারা করে ছালাত আদায় করবে যেন তোমার সিজদা রুকুর ইশারা হ'তে অপেক্ষাকৃত নীচু হয় *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৩২৫ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ ঈদুল ফিৎরের ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ সজ্জিত করা যায় কি?

-মনীরুযযামান
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ঈদগাহকে গেইট, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। আর ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্য করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা করেছে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব, ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সাজ-সজ্জা নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ হাদীছের প্রধান ছয়টি কিতাবকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে কি?

-আব্দুছ ছবুর
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ কিছু ওলামায়ে কেরাম বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এসব মহামতি ইমামগণের হাদীছ গ্রন্থগুলিকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলে থাকেন। যার অর্থ হাদীছের ছয়টি ছহীহ কিতাব। মূলতঃ ছহীহ কিতাব শুধু বুখারী ও মুসলিম। যাকে একত্রে 'ছহীহায়েন' বলা হয়। এ গ্রন্থদ্বয়ের সব হাদীছই ছহীহ। তাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম

উভয়েই স্ব স্ব কিতাবের নাম 'ছহীহ' বলেই নামকরণ করেছেন। কিন্তু এর বাইরে আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এ চারটি কিতাবে অধিকাংশ হাদীছ 'ছহীহ' হ'লেও তাঁরা কেউই স্ব স্ব কিতাবকে 'ছহীহ' বলে নামকরণ করেননি। কারণ সেখানে অনেক যঈফ হাদীছ সংযোজিত হয়েছে। শায়খ আলবানীর (রহঃ)-এর হিসাব মতে এগুলিতে সর্বমোট তিন হাযারের অধিক 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। যেমন আবুদাউদে ১১২৭, তিরমিযীতে ৮৩২, নাসাঈতে ৪৪০ এবং ইবনু মাজাহতে ৯৪৮টি, সর্বমোট ৩৩৪৭টি *(দেখুনঃ আলবানী, যঈফ আবুদাউদ, যঈফ তিরমিযী, যঈফ নাসাঈ ও যঈফ ইবনু মাজাহ)*।

অতএব দ্বীনী আলেমগণের উচিত এগুলিকে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মিলিয়ে 'ছিহাহ সিত্তাহ' না বলে একত্রে 'কুতুবে সিত্তাহ' বলা। অথবা পৃথকভাবে 'ছহীহায়েন' ও 'সুনানে আরবা'আহ' বলা উচিত। কারণ মুহাদ্দিছগণের নিকটে এ দু'টি পরিভাষাই সমধিক পরিচিত। উল্লেখ্য, 'ছিহাহ সিত্তাহ' কথাটি উপমহাদেশের কোন কোন আলেমের প্রচলন *(দ্রঃ আব্দুন নূর সালাফী, তিরমিযী বাংলা অনুবাদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় লোকজন খাওয়া-দাওয়া এমনকি যেকোন প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান জানতে চাই।

-আশরাফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্তর।

উত্তরঃ উক্ত ধারণা ঠিক নয়। তবে যেহেতু মানুষের জন্য এটা একটা বড় বিপদ, কাজেই এসময় অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না থেকে তাসবীহ-তাহলীল ও ছালাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগেনা। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ দেখলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাকবীর দাও ছালাত আদায় কর এবং ছাদাক্বা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮৩ 'চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে তার বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন। তোমরা এরূপ দেখলে দ্রুত ভীত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাঁর নিকট প্রার্থনা কর ও ক্ষমা চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮৪)*। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথাক্রমে কুসূফ ও খুসূফ-এর ছালাত আদায় করতেন। আমাদেরও তা করা উচিত *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৩২-৩৩)*।

আত-তাহরীক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

॥ আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ॥

সম্মানিত পাঠক! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র আপনাদের প্রিয় গবেষণা পত্রিকা 'মাসিক আত-তাহরীক' অনেক চড়াই-উৎরাই পেড়িয়ে ৮ম বর্ষ অতিক্রম করে ৯ম বর্ষে পদার্পন করেছে। ডিসেম্বর'০৫ সংখ্যার মাধ্যমে ৯ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা প্রকাশ হ'ল। আমাদের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আপনাদের সহযোগিতাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত এই অনন্য মুখপত্রটি সেপ্টেম্বর ১৯৯৭-এর সূচনা লগ্ন থেকেই বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবেষ্টিত মানবতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে মাইলফলক হিসাবে কাজ করে আসছে। দেশ-বিদেশে সাড়াও পেয়েছে আশানুরূপ। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাভাষী মুসলমানদের নিকটে এমন একটি পত্রিকা ছিল দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যৎসামান্য হ'লেও চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছি। ফালিল্লা-হিল হামদ।

প্রিয় পাঠক! আমরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি পত্রিকাটির মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে। সেকারণ দীর্ঘ আট বছরে অসংখ্যবার কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও পাঠকদের কথা সুবিবেচনা করে আমরা মাত্র একবার মূল্যবৃদ্ধি করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, সম্প্রতি আকস্মাৎ কাগজের অত্যধিক (৩৫-৪০%) মূল্যবৃদ্ধির কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা পত্রিকাটির বর্তমান মূল্য ১২/= টাকার পরিবর্তে জানুয়ারী'০৬ সংখ্যা থেকে ২(দুই) টাকা বৃদ্ধি করে ১৪/= টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। যেমনটি অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আমরা জানি এই মূল্যবৃদ্ধি আপনাদের কাম্য নয়। কিন্তু 'দ্বীনে হক্ব' প্রচারের এই নির্ভরযোগ্য ব্যতিক্রম মুখপত্রটি বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এর কোন বিকল্প ছিল না। আশা করি দ্রব্যমূল্যের অনাকাঙ্খিত উর্ধ্বগতির এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'**-এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধি কষ্টের কারণ হবে না। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতাই উন্মোচিত করবে আমাদের সাফল্যের দ্বার। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীন অনুযায়ী চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক